মূল্য ২০ টাকা

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ২৩ # ১৬ জুন ২০২৫ # ২ আষাঢ় ১৪৩২

বুলবুল ইন ফারুক আউট

NO.1 QUALITY AC
minister
Air Conditioner
UPTO
75%
ENERGY SAVING
12 YEARS COMPRESSOR GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART INVERTER Technology
Anti Bacterial Filter
100% BTU Capacity
*শর্ত প্রযোজ্য
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ২৩ # ১৬ জুন ২০২৫ # ২ আষাঢ় ১৪৩২

বুলবুল ইন ফারুক আউট ৬

আচমকা ঘরোয়া ক্রিকেটের নেতৃত্বে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পদে পালাবদল ঘটেছে। বর্তমান সভাপতি ফারুক আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।তাঁর পারফরম্যান্স খারাপ হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুনদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। দেশের ক্রিকেটকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।সীমিত সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করলেও তিনি বলেছেন, 'একটা ভালো টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলব'।

সূচিপত্র

জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবলে	২	জাতীয় জুনিয়র ফেন্সিংয়ে	৩৬
সম্পাদকীয়	৩	শততম শিরোপার মাইলফলকে	৩৭
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪	সাম্বা নৃত্যের ছন্দ ফেরাতে	৩৮
বুলবুল ইন, ফারুক আউট	৬	জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন	৪০
উত্থানপর্বের নায়ক থেকে	৮	জাতীয় যুব আর্চরির	৪১
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বৈরথে শুরু	১০	জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে	৪২
আরেকটি হোয়াইটওয়াশের	১২	কুক্ষিগত না করে দেশব্যাপী	৪৪
পৃথক তিন দেশের সঙ্গে	১৪	দেশে সুযোগ না পাওয়ায়	৪৬
এবার একসঙ্গে ১৮টি কমিটি	১৬	চার দিনের ম্যাচের সিরিজ	৪৮
উপেক্ষিত আঞ্চলিক ক্রিকেট	১৮	চট্টগ্রাম আবাহনী ও ঢাকা	৫০
প্রিমিয়ার লিগে যথারীতি	২০	রিশাদ যেখানে শিরোপা	৫২
অবসর নিলেন 'দ্য ওয়াল' খ্যাত	২৩	ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে	৫৪
রাকিবুলের ফাইফার	২৪	কুইজমালা	৫৬
একনজরে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়	২৫	মোহামেডানের সাফল্য	৫৭
কিংসের ছন্দপতন আবাহনীর	২৬	শব্দজট	৫৮
প্রেসিডেন্ট কাপ টিটি	২৮	এ ছবি কার	৫৯
কে হবেন দেশের পরবর্তী	৩০	ঢাকার ফুটবলের গোড়ার	৬০
বাস্কেটবলে মেতেছেন একঝাঁক	৩২	ফুটবলে গোলমেশিন	৬২
হ্যান্ডবলের গ্ল্যামারগার্ল শিলা	৩৪	সিঙ্গাপুরে জিমন্যাস্টিকসে	৬৪

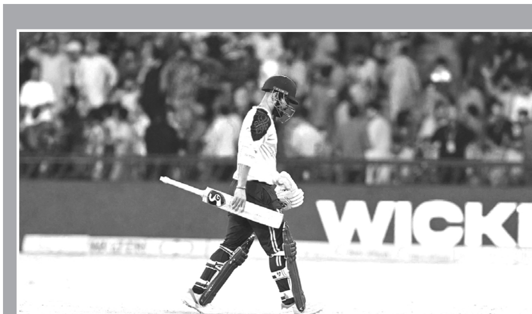

আরেকটি হোয়াইটওয়াশের ১২

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের ব্যর্থতা অব্যাহত রয়েছে। দুর্বল দল সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে সিরিজ হেরে বড় ধাক্কা খাওয়ার পর এবার পাকিস্তান সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজও হেরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। অবনতি ঘটেছে র‌্যাঙ্কিয়েও।

কিংসের ছন্দপতন ২৬

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয় বসুন্ধরা কিংস। এবার তাঁদের ছন্দপতন হয়েছে। আবাহনীর ছন্দপতন হয়েছিল কিংস শীর্ষ লিগে যোগ হওয়ার পর। এরপর আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। আর এখন ক্লাবটি টিকে থাকার সংগ্রাম করছে।

জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবলে বিজিবির ৩১তম শিরোপা জয়

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের নিয়মিত আয়োজিত হওয়া টুর্নামেন্টগুলো মধ্যে অন্যতম জাতীয় পুরুষ প্রতিযোগিতা। নিয়ম করে এই আয়োজনে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা যেন অভ্যাসে পরিণেত করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ৩৫তম জাতীয় আসরে এবার ৩১তম শিরোপা জিতেছে সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানটি। তাই তো অনেকেই বলতে পারেন, জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবল তো এক রকম নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছে বিজিবি। ফাইনালে যে প্রতিপক্ষই আসুক না কেন, তারা যেন রানার্সআপ হতেই অংশ নেয়। প্রথমার্ধের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচটাকে একপেশে করে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ৩৫-২৪ গোলে জিতে নেয় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীটি। প্রথমার্ধে ১৫-১৩ গোলে এগিয়েছিল বিজিবি। রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী স্টেডিয়ামে বৃষ্টিস্নাত শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে বিজিবি-আনসার ম্যাচটি ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনা ছড়ায়। ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবলের সূচনা আসর থেকেই দাপট দেখিয়ে চলেছে বিজিবি।

সে সময় বাংলাদেশ রাইফেলস নামে মাঠে দাপট দেখিয়েছে। ধারাবহিকতা ধরে রেখে এবার তার দারুণ মঞ্চায়ন করেছে বিজিবি। ম্যাচে দুই দলই সমানতালে লড়াই করে গেছে। রং বদলানো ম্যাচে বিজিবি এগিয়ে থাকলেও আনসার ছেড়ে কথা বলেনি। শেষদিকে আনসারের খেলোয়াড়রা আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তাইতো পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচটি জিতে নতুন ইতিহাস গড়ে বিজিবি। বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে কিছুটা সময় খেলা বন্ধ থাকে। মিনিট বিশেষ খেলা বন্ধ থেকে আবারও শুরু করা হয়। জাতীয় হ্যান্ডবলের প্রথমবার অর্থ পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়। চ্যাম্পিয়ন দল বিজিবি ট্রফির পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার পায়। অন্যদিকে রানার্সআপ বাংলাদেশ আনসার ১৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় স্থান লাভকারী বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাব ১০ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার লাভ করে। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া বাংলাদেশ আনসারের উচো খোয়াই ট্রফির পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার লাভ করে।

এ ছাড়া শান্ত মিয়া ও তামিম শাহরিয়ারকে সেরা দুজন রেফারির হিসেবে দুই হাজার টানা অর্থ পুরস্কার তুলে দেন হ্যান্ডবল ফেডারেশন। তা ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সেরা ১০টি দলকে উৎসাহ প্রদান করে ১০ হাজার টাকা করে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। ফাইনালে খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ড. আবু নছর মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব উল-আলম। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. সালাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক রাশিদা আফজালুন। প্রতিযোগিতার প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশ আনসার ৩৯-১৯ বান্দরবান জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিজিবি ৩৯-২৪ গোলে বাংলাদেশ পুলিশকে পরাজিত করে ফাইনালে জায়গা করে নেয়। এরপর স্থান নির্ধারণী খেলায় বাংলাদেশ পুলিশ ৩৭-২২ গোলে হারিয়েছে বান্দরবান জেলাকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

উচ্চমান সহকারী

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিস্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

ফুটবলের মরা গাঙে জোয়ার আনার এই সুযোগ কি কাজে লাগানো যাবে?

কোনো খেলা যদি সহজবোধ্য, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আর আবেগকে উসকে দেয়, তাহলে তা জনমন না ছুঁয়ে পারে না। আর এ ক্ষেত্রে ফুটবল খেলার কি কোনো তুলনা হয়? ফুটবল একটি বিশ্বজনীন খেলা। বয়স, জাতি, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদির সীমানা অতিক্রম করে খেলাটি হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। খেলাটি সহজেই দর্শকদের আকৃষ্ট, আনন্দিত ও আবেগে আপ্লুত করতে পারে। একটা সময় এ দেশের মানুষের ফুটবলপ্রেম ব্যাপকভাবে আলোচিত ও আলোড়িত করে। ফুটবলের টইটম্বুর জোয়ারে ভেসেছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। খোদ ঢাকা শহর তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলও প্লাবিত হয়েছে ফুটবল উন্মাদনায়। তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা ছাড়াও সারা দেশের পাড়া-মহল্লায় আয়োজিত ফুটবল খেলায় মেতেছে সব বয়সী মানুষ। বিনোদন বলতে তখন ফুটবলের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটা পর্যায়ে ফুটবলের সেই আবেগ, সেই উচ্ছ্বাস, সেই আকর্ষণ থিতিয়ে যায়। ফুটবল খেলা কেন জনপ্রিয়তা হারিয়েছে, সুনির্দিষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। এর নানা কার্যকারণ রয়েছে। মোটাদাগে সাংগঠনিক ব্যর্থতা, ঘরোয়া ফুটবল আয়োজনে দুর্বলতা, আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্য না পাওয়া, ক্রিকেট খেলার উত্থান, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, মিডিয়ায় পর্যাপ্ত প্রচার না থাকা, বিনোদনের নানামুখী উৎস খুলে যাওয়া সর্বোপরি প্রযুক্তি সুলভ হয়ে যাওয়ার কারণে পুরো দুনিয়া হাতের মুঠোয় চলে আসায় মানুষের মনোযোগ কোথাও আর থিতু হয়ে নেই। প্রশ্ন হতে পারে, সার্বিকভাবে কি বিশ্বের ফুটবল তার অবস্থান হারিয়েছে? পরিসংখ্যান বা তথ্য তা বলে না। বরং ফুটবলের প্রসার ও ব্যাপ্তি বেড়েই চলছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশেও আয়োজিত হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল।

তাহলে বাংলাদেশ থেকে ফোকাসটা কেন নড়ে গেল? এর কোনো সহজ উত্তর নেই। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, হুজুগপ্রিয়তা এ দেশের মানুষের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য। নতুন কিছুর সন্ধান পেলে তার প্রতি সহজেই ঝুঁকে পড়তে দ্বিধা করেন না। তার মানে এই নয় যে ফুটবল খেলার প্রতি আকর্ষণ বা আবেগ নেই। সময়ের পরিক্রমায় ফুটবল নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা, রুচিবোধ ও চাওয়া-পাওয়ার হিসেব অনেক বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ে এ দেশের মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনার কোনো কমতি নেই। এমনকি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ক্লাব ফুটবল নিয়ে দর্শকপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। হতে পারে এই কারণে কিংবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, প্রবাসী ফুটবলার হামজা চৌধুরীকে নিয়ে দেশের ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ভারতের বিপক্ষে ক্রীড়াশৈলী দিয়ে তিনি মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেন। এরপর তাঁর সঙ্গে যোগ হয়েছেন কানাডা থেকে শমিত সোম, ইতালি থেকে ফাহমিদুল ইসলামরা। প্রবাসী এই ফুটবলারদের নিয়ে দল গঠনের কারণে বাংলাদেশ জাতীয় দল নিয়ে নতুন আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, দেশের ফুটবল নিয়ে আবেগ ফুরিয়ে যায়নি। সম্প্রতি দেশের মাটিতে আয়োজিত বাংলাদেশ দলের ম্যাচ নিয়ে যেভাবে সাড়া পড়ে যায়, তাতে আশাবাদী হতেই হয়। এই সুযোগে বাংলাদেশের ফুটবলের মরা গাঙে জোয়ার আনার একটা সম্ভাবনা বা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই সুযোগ বা সম্ভাবনা কতটা কাজে লাগানো যাবে, সেটাই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

ফুটবলেরও সংস্কার প্রয়োজন

বর্তমান যুগ হিসেবে চিন্তা করতে গেলে শুনতে অবাক লাগলেও এক সময়ে এদেশের জনপ্রিয় এক নম্বর খেলার নাম ছিল ফুটবল। সেটা অবশ্য নব্বই দশকের কথা। তখনকার সময় বাংলাদেশ লিগের দুই জনপ্রিয় ক্লাব আবাহনী এবং মোহামেডান। অবশ্য আরও নানান ক্লাবও ছিল সে সময়। তবে এই দুই প্রধান ক্লাবের নাম বেশি ছিল সবার মুখে মুখে। তবে এই দুই দল কখনো মুখোমুখি হলে কথাই ছিল না। মাঠে উপচে পড়া ভিড় লেগে যেত দর্শকদের মাঝে। প্রিয় দুই দলের খেলা দেখার জন্য টিকিটও শেষ হয়ে যেত খুব দ্রুত। কিন্তু বর্তমান সময়ের সাথে সাথে এবং সময়ের স্রোতে সবকিছু যেন আজ হারিয়ে গেছে। ভাবতেই অবাক লাগে আমাদের মতো ফুটবলপ্রেমীদের কিভাবে যে এমন হয়ে গেল। আলফাজ, মুন্না, জয়, আসলাম, বাদল রায়, সালাউদ্দিনসহ আরও নাম না জানা অনেক নামকরা খেলোয়াড় ছিল তখনকার সময়ে। তাঁরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে মাঠ কাঁপানোর জন্যই তো তখনকার সময়ে ফুটবল এত জনপ্রিয় ছিল। বর্তমান সময়ে তেমন নিয়মিত কোনো উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় উঠে আসতে পারছে না বিধায় হয়তোবা আজ এদেশের ফুটবলে এত করুণ অবস্থা চলছে। বর্তমানে দুই/তিনজন ভালো খেলোয়াড় থাকলেও জাতীয় দলের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই সাফল্য পেতে দলের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আর সে কারণে হয়তোবা দলের কোনো আহামরি সাফল্য আসছে না। ফুটবল খেলা হচ্ছে দলীয় খেলা, এখানে সবাইকে ভালো পারফরম্যান্স করতে হবে। তা না হলে সাফল্য আশাই করা যায় না। এখন আমরা সবাই জানি, বর্তমান সরকার পুরো দেশকে সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছেন। তাই দেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুরোধ, এবার যেন আমাদের ফুটবল খেলাটার প্রতিও নজর দেন এবং এই ফুটবলকে সংস্কার করে বিশ্ববাসীর সামনে নতুন এক দেশকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। একইসঙ্গে বর্তমান ক্রীড়া উপদেষ্টার প্রতিও দেশের বর্তমান ফুটবলকে নিয়ে ভাবার জন্য এবং এদেশের ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ থাকলো। আমরা চাই, এদেশের ফুটবলের নবজোয়ার আগের মতো চালু হোক এবং মাঠ ভর্তি দর্শক হোক সেই নব্বই দশকের মতো। আশা রাখি, বর্তমান সরকার ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সফল হবেন।

মোহাম্মদ হুজায়ফাহ আলম
গ্রিনভ্যালি সোসাইটি, পোস্ট-টেকনিক্যাল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/ বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুন ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। **- সম্পাদক**

শক্তিশালী জাতি গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিহার্য

খেলাধুলা শুধু অবসর কাটানোর উপায় নয়, বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনচর্চা, যা শরীর ও মনের উন্নতির পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত খেলাধুলা শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, পেশি ও হাড়কে মজবুত করে এবং রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। শিশু-কিশোরদের সঠিক শারীরিক বিকাশের জন্য এটি অপরিহার্য। এ ছাড়া খেলাধুলা মানসিক চাপ, বিষণ্নতা ও উদ্বেগ হ্রাস করে এবং আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি হয় বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার মানসিকতা। তদুপরি, খেলাধুলা একজন ব্যক্তিকে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। খেলাধুলার মাধ্যমে আজ দেশের পরিচয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবল কিংবা অলিম্পিক গেমস-যেখানেই কোনো ক্রীড়াবিদ সফল হন, সেখানেই গোটা জাতি গর্বিত হয়। তাই খেলাধুলাকে শুধু একটি বিকেলের কাজ না ভেবে, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার ও সমাজে এর চর্চা বাধ্যতামূলক করে তোলা উচিত, যেন আমরা গড়ে তুলতে পারি একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও স্বপ্নবান প্রজন্ম, যাঁরা আগামী দিনে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

মো. নাসরুল্লাহ সাকিব, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯, মো: ০১৬০৫১৪৪৮০১

নিজেকে সরিয়ে নিলেন মাহমুদউল্লাহ

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সঙ্গে চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্রিকেট বিশ্বে বেশ কিছু প্রশ্ন এবং আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। রিয়াদ তাঁর ক্যারিয়ারের অনেক বছর ধরে জাতীয় ক্রিকেট দলের অংশ ছিলেন এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সিরিজে তাঁর অভিজ্ঞতা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে কিছু ব্যক্তিগত এবং পেশাদার কারণ। তার চুক্তি থেকে সরে আসার ব্যাপারে বিসিবির কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য না থাকলেও ধারণা করা হচ্ছে, এটি তাঁর পেশাদারি জীবন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং দলীয় চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ তাঁর ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই দেশের ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ২০১৫ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাঁর ম্যাচ-বিজয়ী ইনিংস, ২০১৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হিসেবে তাঁর প্রমাণিত ক্ষমতা এবং একাধিক সিরিজে তাঁর নেতৃত্বে দলের সফলতা তাঁকে একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এই সময়ে এসে তাঁর জন্য কিছুটা বিশ্রাম এবং নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে পুনরায় ভাবার সময় এসেছে। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ যদি জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ না করেন, তবে তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সক্রিয় থাকতে পারেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং খেলার ধরণ তাঁকে যে কোনো টি-টোয়েন্টি লিগে একজন কার্যকরী খেলোয়াড় করে তুলতে পারে। এখন পর্যন্ত যা বলা যায়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এই সিদ্ধান্তটি এমন সময় নিয়েছেন, যখন তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে চান। বাংলাদেশের ক্রিকেটে তাঁর অবদান কখনো ভুলে যাওয়ার মতো নয় এবং তার পরবর্তী অধ্যায় দেখার জন্য সবাই আগ্রহী।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

ছোট দেশে বড় তারকাদের গল্প

অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এই দেশ আকারে ছোট হলেও এখানকার মানুষেরা বেশ ক্রীড়া প্রিয়। বেশির ভাগ লোকই এ দেশের সব খেলাধুলাকে ভালোবাসে, যার প্রমাণ হলো কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক খেলাধুলা হলে দেখা যায় চায়ের দোকান থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন জায়গায় এ দেশের জনগণ খেলা দেখতে শুরু করে। আমাদের দেশকে অনেকে তাই চিনে থাকেন ক্রীড়াপাগল জাতি হিসেবে। তাই তো আমাদের দেশটি আয়তনে ছোট হলেও এখানে বিভিন্ন সময় জন্ম নিয়েছে বড় বড় তারকা। এই যেমন মাশরাফি, সাকিব, আকরাম খান, তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহসহ আরও অনেক নামকরা তারকারা। এর ভেতর আবার আম্পায়ার হিসেবে বর্তমানে বেশ সাড়া জাগাতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বে শরফুদ্দৌলা ইবনে সৈকতকে। তাই আমাদের জন্য ছোট দেশের বড় তারকা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এদের কারণে বিশ্বও আমাদের আজ আলাদাভাবে চিনতে শুরু করেছে। তাঁদের ক্যারিয়ার ধারা আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসকে বেশ সুনাম এবং সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত।

মোহাম্মদ হুজায়ফাহ মিয়া, গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম-৪২০৯।

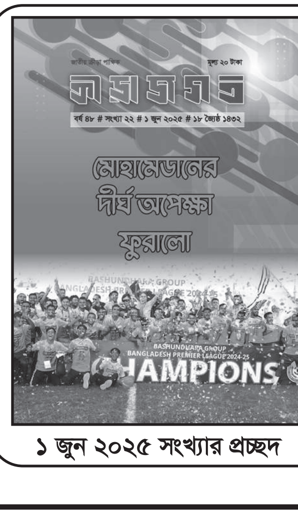

১ জুন ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

৪৮ বর্ষ ২২ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
রাশেদ আহমেদ

যেভাবে এবার আমাদের মেয়েরা বিশ্বকাপ আসরে চান্স পেল

কখনো হিসাবে ভুল করা চলবে না। ১০.৪ ওভার থেকে খেলা দেখছিলাম, ভাবলাম বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। কিন্তু ধারাভাষ্যকার বলছিল এখনো ড্রয়ের সুযোগ আছে। 'ভাবলাম কী? প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পরে একটা নিউজে পেলাম ড্র থেকে জিততে হবে ১০ ওভারের আগেই। তাহলে এখনো কীভাবে তাঁদের সুযোগ থাকে? যা-ই হোক ১১তম ওভারের ২য় বলে উইকেট নিয়ে আবারও খেলা জমিয়ে দেয় থাইল্যান্ড। তারপরও সুযোগ ছিল ড্র করার। কীভাবে? তাহলে বিস্তারিত শুনি! ১০.৩ ওভারে ৪ রান, দরকার ৬ রান। ১০.৪ ওভারে ১ রান, দরকার ৫ রান। এখানেই সুযোগ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোয়ালিফাই করার, যদি ৫ম বলে ছক্কা না হাঁকিয়ে একটা ৪ হাঁকাত? তাহলে শেষ বলে ড্র করতে দরকার হতো ১ রানের আর তখন একটা ছক্কা হাঁকাই তো? তাহলেই কেবল নেট রানরেটে বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে কোয়ালিফাই উতরে ড্র। কিন্তু ছক্কা হাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গেই ড্রেসিং রুমের দিকে তাকিয়ে, হতাশ হয়ে পড়লেন স্টাফেনি টেলর! আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায়।

সামান্য হিসাবের গড়মিলই পার্থক্য গড়ে দেয়! এই জন্য গণিতে ০.০০১ ভুল হলেও 'সেটা ভুল'! আর সেই ভুলের মাশুল দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ রকম একটি ভুলের কারণে ছেলেদের ২০০৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার দলকে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। অসম্ভব সুন্দর খেলা উপহার দিয়েছিল বটে, তবে সেদিন সব হিসাবকে মাথায় রেখে ক্রিকেট খেলেছিল আমাদের প্রমীলারা। জয় ছিনিয়ে নিতে পেরে এবং বিশ্ব আসরের টিকিট কাটতে সক্ষম হয়েছিল। এ জন্য আজ নিগারদের উওরসূরিদেরকে নিয়ে জাতি বেশ গর্বিত। দেশবাসী আশায় থাকবে যেন আমাদের নিগাররা বিশ্বকাপের আসরে ভালো পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে নতুন কোনো ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। সেই কামনা রইল।

খাদিজাতুল কোবরা, নুরুল্লাহ চৌধুরীবাড়ী, বায়তুল শরফ মাদ্রাসাসংলগ্ন, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচি সাফল্য অর্জনের সুযোগ

চলতি বছর বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে ব্যস্ত ক্রিকেট সূচি। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়ে বাংলাদেশ এই বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা শুরু করে। অধিক সংখ্যক ম্যাচ খেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাফল্য অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ে সিরিজ দিয়ে শুরু হয় ক্রিকেটারদের ব্যস্ততা। এরপর নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মাসেই কোনো না কোনো ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিলেট টেস্টে বাংলাদেশ পরাজিত হলেও চট্টগ্রাম টেস্টে তাদের ইনিংস ব্যবধানে হারিয়ে যেন প্রতিশোধই নিয়েছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ১৭ ও ১৯ মে দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুইটা অনুষ্ঠিত হয় শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। মূলত পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে প্রস্তুতি হিসেবে এফটিপির বাইরে এই সিরিজ আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরপরই বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে পাকিস্তান যাবে। সেখানে বাংলাদেশ ২৫ ও ২৭ মে সিরিজের প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ১৭ বছর পর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে ম্যাচ দুইটি গড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে ৩০ মে এবং ১ ও ৩ জুন লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পরবর্তী তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর জুনে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কায় ২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে, ও ৩ টি-টোয়েন্টি খেলতে যাবে। তারপর পাকিস্তান বাংলাদেশ খেলতে আসবে। কিন্তু ভারতের আপত্তির কারণে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ ৩ ওয়ানডে ও সমানসংখ্যক টি-টোয়েন্টি খেলবে। নভেম্বরে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসবে। এর বাইরে চলতি বছরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এশিয়া কাপেও বাংলাদেশ খেলবে। বাংলাদেশকে প্রতিটি ম্যাচে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সাফল্য অর্জনের জন্য অধিক ম্যাচ খেলার সঙ্গে জয়ের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। ক্রিকেটে ব্যস্তসূচি বাংলাদেশের ক্রিকেটে চাপ নয়। আর ক্রিকেটারদের শুধু অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না। অধিক সংখ্যক ম্যাচ কে সাফল্য অর্জনের সুযোগ হিসেবে নিতে হবে।

তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত), উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া।

সত্যজিৎ দাস রুপু বনাম শেখ মামুন

১৯৮৬ ফেডারেশন কাপ ফুটবল সেমিফাইনালে লড়ছে আবাহনী-মোহামেডান। আবাহনীর আসলাম, প্রেমলাল, ইউসুফ, রুপু লক্ষ্যভেদে গোল করেন পেনালটি শট আউটে। আবাহনীকে এগিয়ে রাখেন। গোল পোস্টে শেখ মামুন ইলিয়াস, এমিলির শট থেকে আবাহনীকে ফাইনালে নিয়ে যান। বর্তমানে রুপু-মামুন দুজনে আবাহনী ফুটবল ও ক্রিকেটে দলের ম্যানেজার। ১৪ বছর পর মোহামেডান লিগ চ্যাম্পিয়ন হলো। ছয় বছর ধরে ফুটবলে আবাহনী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। গত মৌসুমের ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য প্রথম একাদশের ১০ জন আবাহনীর খেলোয়াড় দল ত্যাগ করেন। অনেক প্রতিবন্ধকার মধ্যে আবাহনী দল গঠন করে। এই দলের নেই কোনো সুপারস্টার বা নামীদামি খেলোয়াড়। প্রথমবার প্রশিক্ষণ দিলেন হান্নান সরকার। ১৯৮২ ফুটবল লিগের আবাহনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন কাজী আনোয়ার। তিনি ও শেখ মামুনসহ সব কর্মকর্তার একনিষ্ঠতা, খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম, টিম স্পিডে ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলো আবাহনী। এটি আবাহনীর হ্যাটট্রিক শিরোপা। স্বাধীনতা-পরবর্তী আশির দশকে প্রথম হ্যাটট্রিক শিরোপা আবাহনীর। এ নিয়ে দুবার হ্যাটট্রিক শিরোপা অর্জন করল আবাহনী। এ রেকর্ড আর কোনো দলের নেই। সব মিলিয়ে ২৪তম ক্রিকেট শিরোপা আবাহনীর। ডাবল ফিগারে চ্যাম্পিয়ন কোনো ক্লাব পৌঁছতে পারেনি। ২য় সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন ৯ বার মোহামেডানের। ফুটবলে ব্যর্থতার ষোলকোনা। ক্রিকেটে সফলতায় এগিয়ে চলছে সবার প্রিয় আবাহনী লিমিটেড। আবাহনীর সফলতা কামনায়।

মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

সমালোচনা আর বিতর্ক ছাপিয়ে একজন সাকিব

আবারও নতুন রঙে হাজির হলেন সাকিব আল হাসান। পিএসএলে অংশ নিয়েছেন এই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। ক্যামেরার সামনে চিরচেনা হাসি কিন্তু অন্তরে বহমান এক অনন্য গল্প, যা গড়ে উঠেছে বারবার ফিরে আসা, সমালোচনার মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো এবং নিজের অবস্থান নতুন করে নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে সাকিব একটি ব্যতিক্রমী নাম। ব্যাট হাতে কিংবা বল হাতে, তিনি ছিলেন সব সময়ই প্রতিপক্ষের জন্য হুমকিস্বরূপ। একের পর এক ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্স, আইসিসি অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল এবং দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো বিশ্বের ক্রিকেট মাঠেই নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে সাকিবের জীবন শুধু খেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একাধারে বিতর্ক ও সমালোচনারও কেন্দ্রে ছিলেন বহুবার। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়, যখন গোটা দেশ উত্তাল-সেই সময়ে সাকিবের নীরবতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিল্যাক্স মুডে ছবি প্রকাশ অনেকের নজর কেড়ে নিয়েছিল। একদল মানুষ তখন প্রশ্ন তুলেছিল, একজন জাতীয় তারকা কীভাবে একটি স্পষ্ট মানবিক ইস্যুতে নিরপেক্ষ কিংবা পক্ষপাত অবস্থান নিতে পারেন? তাঁর অবস্থান অনেকের কাছে বিতর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে, যখন নিরপরাধ ছাত্রদের ওপর সহিংস হামলা হয় এবং রাষ্ট্র-সমর্থিত পক্ষ তাণ্ডব চালায়, তখন একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সাকিবের নীরবতা ছিল ভাবনার বিষয়। এ সময় তাকে অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করেছিলেন। তবে এটিই প্রথমবার নয়। ২০১৪ সালে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে নিষেধাজ্ঞা, ২০১৯ সালে আইসিসি কর্তৃক এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হওয়া-প্রতিটি পরিস্থিতিতেই সাকিব নতুন করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। ২০২৪ সালের ঘটনাগুলো তার ভাবমূর্তিতে ধাক্কা দিলেও, একজন ক্রীড়াবিদের মানসিক দৃঢ়তা কেমন হওয়া উচিত, সেটির নিখুঁত উদাহরণ তিনি বারবার দিয়েছেন। এবারের কামব্যাকটা একটু ভিন্ন রকম। পিএসএলের মতো আন্তর্জাতিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ কেবল তার ক্রিকেট প্রতিভার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই নয়, বরং তার ব্যক্তিত্বের পুনরায় মূল্যায়নের সুযোগও তৈরি করেছে। সাকিব আল হাসান শুধুই একজন সফল ক্রিকেটার নন, তিনি এক সামাজিক প্রতীক। বিতর্ক, সমালোচনা, সাফল্য আর সংকটের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তার দীর্ঘ পথচলা। ফিনিক্স পাখির মতো তিনি বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে-ভেঙে পড়েননি কখনোই। হয়তো এ বার তিনি কেবল মাঠের পারফরম্যান্স দিয়েই নয়, একজন দায়িত্বশীল নাগরিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব হিসেবেও নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণ করতে পারবেন।

মো. নাসরুল্লাহ সাকিব, ঠিকানা: পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯, মোবাইল: +৮৮০১৬০৫১৪৪৮০১।

বুলবুল ইন, ফারুক আউট

মো. মাহবুবুর রশিদ

বিসিবি সভাপতির চেয়ারে বসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে নাটকীয় পটপরিবর্তন হয়েছে। বিসিবি সভাপতি হিসেবে ফারুক আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ (১৯৯৯) অধিনায়ক এবং ঐতিহাসিক অভিষেক টেস্ট (২০০০) সেঞ্চুরিয়ানের ওপর বর্তেছে দেশের ক্রিকেট সামলানোর গুরুভার। এ দেশের ক্রিকেটের উত্থান পর্বে দক্ষ হাতে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছেন, তেমনি ব্যাট হাতে অনেক স্মরণীয় ইনিংসও খেলেছেন আমিনুল। এরপর আইসিসির এশিয়া অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করলেও সব সময় মুখিয়ে ছিলেন দেশের ক্রিকেটের সেবা করার জন্য। অতঃপর হটাৎ করে সেই সুযোগ যখন এল, লুফে নিতে ভুল করেননি বুলবুল; ৫৭ বছর বয়সে প্রথমবার সংঘটক হিসেবে চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু করেছেন 'নতুন ইনিংস'। বেপথু হতে চলা বাংলাদেশের ক্রিকেট এবার যদি পায় সঠিক পথের সন্ধান। যথেষ্ট যোগ্যতায় পরিপূর্ণ আপাদমস্তক এক ভদ্র লোকের হাতেই এ যাত্রায় পড়েছে গুরুদায়িত্ব, আমিনুলের আগমনে সব মহল থেকে এমনটাই আশা করা হচ্ছে।

গত বছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে দেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর অনিবার্য রদবদলের হাওয়া লাগে ক্রিকেটাঙ্গনেও। লম্বা সময় ধরে বিসিবি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নাজমুল হাসান পাপন লাপাত্তা হয়ে অজ্ঞাত স্থান থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পদত্যাগপত্র, পাশাপাশি গা ঢাকা দেন পরিচালকদের বড় অংশ। তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মনোনয়নে নতুন দুই পরিচালকের একজন হিসেবে বিসিবিতে প্রবেশ করা ফারুক আহমেদ ২১ আগস্ট পরিচালকদের ভোটে অন্তর্বর্তীকালীন নতুন বিসিবি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। সংস্কারে চোখ রেখে যে প্রত্যাশা আর ভরসা নিয়ে জাতীয় দলের এই সাবেক অধিনায়ক ও এক সময়ের প্রধান নির্বাচককে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেয়ারে বসানো হয়েছিল, সেটি তিনি সেভাবে পূরণ করতে পারেননি। বরং প্রথম সুযোগেই প্রায় একক সিদ্ধান্তে টাইগারদের তখনকার প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে সরিয়ে দিয়ে বিতর্কের জন্ম দেন। ক্ষমতার অপব্যবহার, একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আসতে থাকে সংবাদমাধ্যমে। ক্রমেই মেলতে থাকে সমালোচনার ডালপালা, বাড়তে থাকে গুঞ্জন। বিপিএলে ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ইস্যুতে এনএসসি গঠিত সত্যানুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বোর্ড প্রধান হিসেবে সেখানেও সার্বিক অব্যবস্থাপনার মূল দায় বর্তায় ফারুকের কাঁধে। ফলে সংশ্লিষ্ট মহলের সুদৃষ্টি সরে যায় তাঁর ওপর থেকে, খোঁজ চলে বিকল্প। এরপর একমাত্র আকরাম খান বাদে বিসিবির অন্য আট জন পরিচালক সভাপতি ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে 'অনাস্থা' জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বরাবরে চিঠি দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ডেকে নিয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে বলা হলেও তাতে তিনি কর্ণপাত করেননি। ফলে ২৯ মে এনএসসি থেকে পরিচালক পদে ফারুক আহমেদের মনোনয়ন বাতিল করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সভাপতি পদ থেকে অপসারিত হন তিনি। বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, পরিচালকদের মধ্য থেকেই একজন বোর্ড সভাপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। যেহেতু ফারুক আহমেদ আর পরিচালকই নন, সেহেতু তিনি সভাপতি পদেও থাকার যোগ্যতা হারান। যে উপায়ে সভাপতি হয়েছিলেন, ঠিক একই সূত্রে সভাপতির পদ হারিয়েছেন। এভাবেই শেষ হয়ে যায় তাঁর ৯ মাসের আলোচিত-সমালোচিত মেয়াদকাল।

ফারুক আহমেদের সমাপ্তির দিন বিকেলেই বিসিবির 'নতুন বস' হিসেবে শুরু হয় আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পথচলা। জরুরি এক সভায় বিসিবির ষোড়শ সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। সভার আগেই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মনোনয়নে প্রথমে কাউন্সিলর এবং সভা শুরুর পর পরিচালক ঘোষণা করা হয় আমিনুলকে। এরপর বিসিবি পরিচালকদের ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংস্থাটির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। একই সভায় সহসভাপতি হিসেবে নাজমূল আবেদীন ফাহিম ও ফাহিম সিনহার নাম চূড়ান্ত হয়।

জানা গেছে, অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে বিসিবির আগামী নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন আমিনুল ইসলাম। আগামী অক্টোবরে ওই নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। এই অল্প সময়েই নিজের কাজটা ঠিকঠাকভাবে করে একটা ছাপ রেখে যেতে চান তিনি। মাঠ এবং মাঠের বাইরে টালমাটাল কঠিন এক সময়ে বিসিবির দায়িত্ব নেওয়া আমিনুলের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। যাঁর উত্তরসূরি হিসেবে চেয়ারে বসেছেন তিনি, সেই ফারুক আহমেদ ছিলেন সাবেক কোনো ক্রিকেটার ও অধিনায়ক হিসেবে বিসিবির প্রথম সভাপতি। কিন্তু সংগঠকের ভূমিকায় তিনি নয় মাসের বেশি টিকতে পারেননি। এখন ফারুকের জায়গায় দায়িত্ব নিলেন যিনি, সেই আমিনুলও আরেক সাবেক অধিনায়ক।

ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে আইসিসির সঙ্গে তাঁর আগের চুক্তির মেয়াদ ছিল জুন পর্যন্ত। যদিও এরপর এক বছরের নবায়নের আলোচনা চলছিল। আইসিসির চাকরিটা ছেড়েই এসেছেন বলে জানিয়েছেন আমিনুল। আগামী অক্টোবরে বিসিবি নির্বাচন পর্যন্ত সভাপতির চেয়ারে থেকে এরপর আবারও আইসিসিতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি। আবার অন্য রকম কিছুও হতে পারে, যার ইঙ্গিত মিলেছে আমিনুলের কথায়, 'প্রথমে আমি দেখব- এর আগেও বলেছি, আমি পেশাদার লোক। ক্রিকেট আমার পেশা। একসময় খেলতাম, তারপর ক্রিকেট উন্নয়নে কাজ করছি। এটা (বিসিবি সভাপতির পদ) আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। যদি আমি ভালো করি, এই কাজটাই হয়তো আইসিসিতে ফিরে গিয়েও করতে পারি। বা এখানে যদি..., এখানে জানি না কী হবে। তবে আপাতত আমার লক্ষ্য হচ্ছে একটা শর্ট টার্মের জন্য ভালো করে কাজ করা।'

একটি ফোন কল এবং...

বাংলাদেশের ক্রিকেটে কাজ করার আগ্রহের কথা এর আগে অনেকবারই নানা জায়গায় সময় সুযোগমতো বলে আসছিলেন দেশের হয়ে ৫২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ (৩৯ ওয়ানডে, ১৩ টেস্ট) খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। কিন্তু এত দিন সাগ্রহে অপেক্ষা করলেও সুযোগ মিলেনি। এবার তাহলে কীভাবে 'ব্যাটে-বলে' মিলল, সেই গল্প শোনাতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমিনুল বলছিলেন, 'এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমি একটা ফোনকল পাই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এনএসসি থেকে। বলা হয়, আপনাকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে আপনি কি গ্রহণ করবেন? আমি এতদিন অপেক্ষা করতাম একটা ফোনকলের জন্য। ফোনটা পেয়েছিলাম সম্মানিত ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছ থেকে। তিনি যখন

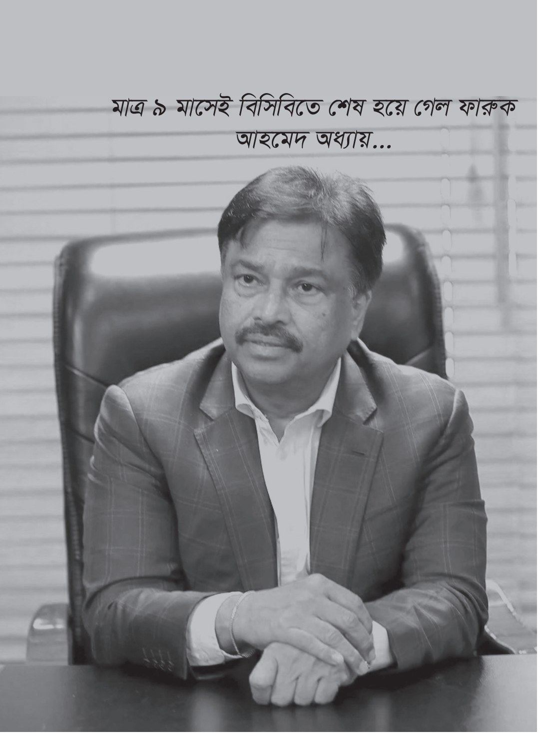

মাত্র ৯ মাসেই বিসিবিতে শেষ হয়ে গেল ফারুক আহমেদ অধ্যায়...

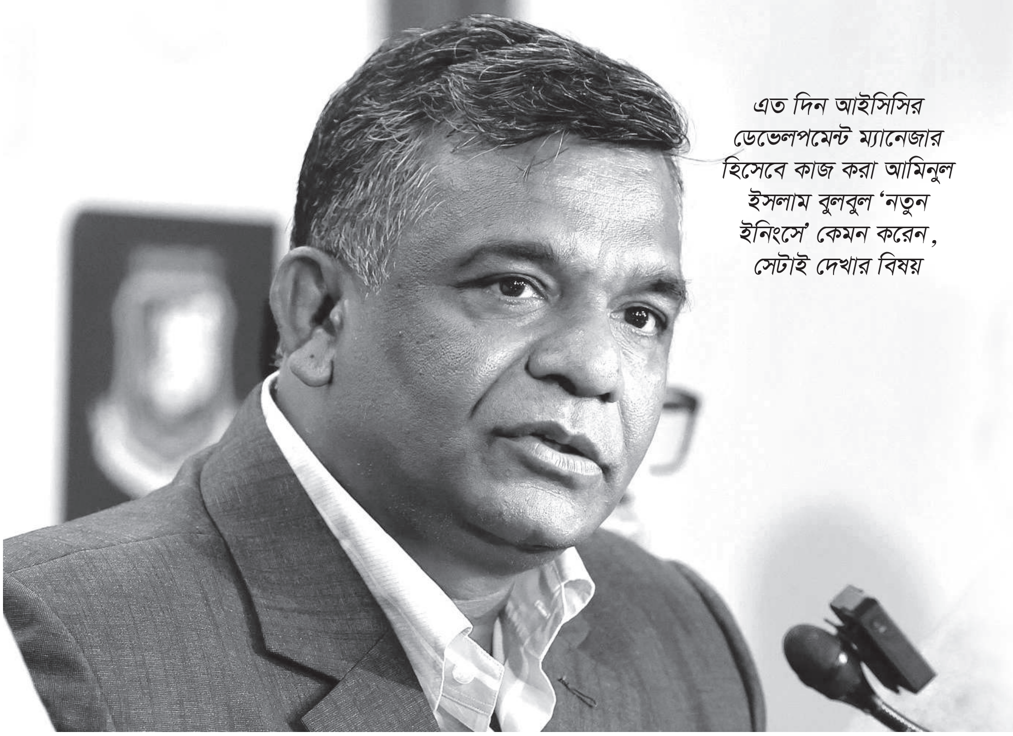

এত দিন আইসিসির ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা আমিনুল ইসলাম বুলবুল 'নতুন ইনিংসে' কেমন করেন, সেটাই দেখার বিষয়

কলটা করেছেন, তখন পিছনে ফিরে তাকাইনি। শুধু ভেবেছি, কীভাবে সেই ফোনকলটাকে সম্মান করা যায়। তিনি ফোন করায় আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। এখন আমার কাজ দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা সবাই মিলে একটা দল। আমরা বাংলাদেশকে সমর্থন করি। সবাই মিলেই দেশের ক্রিকেটের জন্য কাজ করব।' আমিনুল অবশ্য এটাও নিশ্চিত করে বলেছেন যে, আগে থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বিসিবি সভাপতি পদে যোগদানের ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি; দায়িত্বশীল যেকোনো পদে কাজ করার জন্য রাজি ছিলেন তিনি।

খেলতে চান টি-টোয়েন্টি ইনিংস!

নিজের ১৪ বছরের পেশাদারি ক্যারিয়ারে কখনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে পারেননি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। পারবেন কীভাবে, তিনি ক্রিকেট ছাড়াই পরই যে এই সংস্করণের জন্ম। এখন বিসিবি সভাপতির ভূমিকায় হাতে খুব বেশি সময় নেই বলে তিনি খেলতে চান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন এমনটাই, 'যেহেতু সময়টা কম, আমরা জানি যে টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনের হয়। ওয়ানডে হয় সাত ঘণ্টার। আমি একটা কুইক টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলতে এসেছি। একটা ভালো টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলব, যেটা আপনারা দীর্ঘদিন মনে রাখবেন। চেষ্টা করব, ক্রিকেটটা যাতে সবাই খেলতে পারে, যাতে সবার খেলা হয়। ক্রিকেটটা সবার জন্য। এই ধারাটা শুরু করে দিয়ে যেতে চাই।' তাঁর জীবনে একটা নতুন কিছুর শুরু হয়েছে বলে জানান আমিনুল, 'এটা আমার জন্য নতুন একটা পরীক্ষা বা একটা সুযোগ। চেষ্টা করব, বাংলাদেশের ক্রিকেটকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে। আমি বিশ্বাস করি, শুধু ১১ জন ক্রিকেট খেলে না, বাংলাদেশের সবাই ক্রিকেট খেলে।'

নিয়ম মেনেই পরিবর্তন

বিসিবি সভাপতির পদ থেকে ঠিক কেন ফারুক আহমেদকে সরানো হয়েছে এবং কীভাবে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের আগমন ঘটেছে, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। নতুন সভাপতি হিসেবে আমিনুল দায়িত্ব গ্রহণের

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতিদের তালিকা...

নং	নাম	সময়কাল
১.	মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৭৬
২.	এস এস হুদা	১৪ আগস্ট ১৯৭৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮১
৩.	মুজিবুর রহমান	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ থেকে ৩০ জানুয়ারি ১৯৮৩
৪.	কে জেড ইসলাম	৩০ জানুয়ারি ১৯৮৩ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
৫.	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
৬.	কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদ	২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
৭.	এএসএম মুস্তাফিজুর রহমান	১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ থেকে ৪ জুলাই ১৯৯৬
৮.	সাবের হোসেন চৌধুরী	৪ জুলাই ১৯৯৬ থেকে ১৯ আগস্ট ২০০১
৯.	এম আকমল হোসেন	১৯ আগস্ট ২০০১ থেকে ২৬ নভেম্বর ২০০১
১০.	আলী আসগর লবি	২৬ নভেম্বর ২০০১ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০৬
১১.	এম আবদুল আজিজ	১৪ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ২৯ জুলাই ২০০৭
১২.	সিনা ইবনে জামালি	২৯ জুলাই ২০০৭ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯
১৩.	আহম মুস্তফা কামাল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে ১৭ অক্টোবর ২০১২
১৪.	নাজমুল হাসান পাপন	১৭ অক্টোবর ২০১২ থেকে ২১ আগস্ট ২০২৪
১৫.	ফারুক আহমেদ	২১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ মে ২০২৫
১৬.	আমিনুল ইসলাম বুলবুল	৩০ মে ২০২৫- চলমান

পরদিন হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে ৩৫তম জাতীয় হ্যান্ডবলের ফাইনাল দেখতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন, এই অপসারণ সরকারের 'অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ' নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক এখতিয়ারের মধ্যেই নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সাফ কথা, 'একজন ক্রিকেটার ধারাবাহিকভাবে খারাপ করলে নির্বাচকরা তাঁকে দলে রাখেন না, আমরাও তেমনভাবেই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত কিছু নয়। আমরা কাউকে জোর করে অপসারণ করিনি, বরং দুজন মনোনীত পরিচালকের একজন হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাহার (এনএসসি কোটায়) করেছি। আমাদের এখতিয়ার আছে মনোনয়ন দেওয়ার এবং প্রয়োজনে তা প্রত্যাহারেরও। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই সভাপতির পদ পরিবর্তন হয়েছে।' নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি জানিয়ে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া আরও বলেন, 'আমরা নতুন একজনকে মনোনয়ন দিয়েছি বিসিবির গঠনতন্ত্র ও আইসিসির গাইডলাইন অনুযায়ী। যিনি সভাপতি হয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন আইসিসিতে কাজ করেছেন। আইসিসির সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে এবং তারা নতুন নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানিয়েছে।' যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও যোগ করেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ফারুক ভাই বা নতুন সভাপতি (আমিনুল) কাউকেই চিনতাম না। যাঁরা ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট, তাঁদের সঙ্গেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিকেট ভালো করার জন্য যা যা করা দরকার, তাই করব।' বিসিবির বাকি বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে ফারুকের টিমওয়ার্ক হচ্ছিল না জানিয়ে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, 'ক্রিকেট একটা টিম, বিসিবিতে টিম হয়নি। বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন না, ক্রমাবনতির এটাও বড় কারণ। সব মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হয়েছে।'

উত্থান পর্বের নায়ক থেকে 'ক্রিকেটের ফেরিওয়ালা'

মো. মনির উদ্দিন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকের এই অবস্থানে এসেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। আইসিসি ট্রফির সেই কঠিন সংগ্রামী দিনগুলো পেরিয়ে ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ, বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া এবং টেস্ট মর্যাদা অর্জনের পথ ধরে সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়ে তবেই দেশে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছেছে ব্যাট-বলের গৌরবময় অনিশ্চয়তার এই খেলাটি। বাংলাদেশের ক্রিকেটের উত্থান পর্বের অন্যতম নায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল। যিনি ২০ বছর বয়সে খেলোয়াড় হিসেবে দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিনিধিত্ব করতে নেমেছিলেন। আর অনেকটা আচমকাই ৫৭ বছর বয়সে এসে বিসিবি সভাপতির চেয়ারে বসে পেলেন পুরো দেশের ক্রিকেটকে পথ দেখানোর গুরুদায়িত্ব। মাঝে অন্তত দেড় যুগ আইসিসির এশিয়া অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে বিভিন্ন দেশে ক্রিকেটের বিস্তার ঘটাতে 'ফেরিওয়ালার' কাজ করেছেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। সংঘটক হিসেবে 'নতুন ইনিংস'-এর শুরুতে আমিনুলকে একরাশ অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর ক্যারিয়ারের আঁকেবাঁকে লুকানো পুরোনো দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকানো যাক...।

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের পরিচিত মুখ ছিলেন ঢাকার গেন্ডারিয়ার ছেলে আমিনুল ইসলাম বুলবুল। অবশ্য ক্রিকেট নয়, তাঁর 'প্রথম প্রেম' ছিল ফুটবল! ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ডানপিটে। পড়াশোনার চেয়ে খেলার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। ফুটবলে ছিলেন দুর্দান্ত স্ট্রাইকার। গেণ্ডারিয়া ফেমাসের হয়ে পাইওনিয়ার লিগে একবার সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছিলেন। এরপর এলাকার আরেক ঐতিহ্যবাহী ইস্ট অ্যান্ড ক্লাবের হয়ে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংয়ে নাম লেখান। স্ট্রাইকার হয়ে যখন একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই ভাগ্য তাঁকে নিয়ে যায় অন্যদিকে। চোটের কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই ফুটবল ছেড়ে যোগ দেন ক্রিকেটে, তারপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি।

ডানহাতি নির্ভরযোগ্য ও স্টাইলিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে আমিনুল নিজের 'জাত' চিনিয়েছেন অনেক ম্যাচেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে লম্বা সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলার পাশাপাশি দলটির অধিনায়কত্বও করেছেন। তখনকার দিনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তাঁর টেকনিক ছিল বেশ আঁটসাঁট, টেম্পারমেন্টও ছিল দুর্দান্ত পর্যায়ের। 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, বাট ক্লাস ইজ পারমানেন্ট' ক্রিকেটে বহুল ব্যবহৃত কথাটি ওই সময় রেডিও-টিভিতে ধারাভাষ্যকারদের মুখে বেশি উচ্চারিত হতো আমিনুলের ক্ষেত্রেই।

অবশ্য তারও আগে আশির দশকেই আইসিসি ট্রফির মাধ্যমে আমিনুল ইসলামের জাতীয় দলে আগমন। প্রথম স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামেন ১৯৮৮ সালের ২৭ অক্টোবর, সেটি ছিল বাংলাদেশের মাত্রই তৃতীয় ওয়ানডে। তখন ওডিআই স্ট্যাটাস না থাকায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার একমাত্র উপলক্ষ ছিল এশিয়া কাপ। দেশের জার্সিতে ওয়ানডে অভিষেকে চট্টগ্রামের মাঠে ভারতের বিপক্ষে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। ছয় নম্বরে নেমে আউট হওয়ার আগে আমিনুলের ব্যাট থেকে এসেছিল ২৬ বলে ১০ রান। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে সাকুল্যে ৯৯ রান করা বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরেছিল ৯ উইকেটের ব্যবধানে।

প্রথম বিশ্বকাপ অধিনায়ক

মাঝখানে ১৯৯৪ বিশ্বকাপ খেলার দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের 'ভাড়াটে খেলোয়াড়দের' জন্য হয়েছিল স্বপ্নভঙ্গ! অতঃপর ১৯৯৭ সালে ফাইনালে কেনিয়াকে হারিয়ে আইসিসি ট্রফিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছিল বাংলাদেশ। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ওই আসরে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন আকরাম খান, দলে ছিলেন আমিনুলও। তবে দুই বছর পর ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে (সহ-আয়োজক ছিল ওয়েলস, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস) অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে যায় আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে। ১৭ মে, ১৯৯৯; চেমসফোর্ডের কাউন্টি গ্রাউন্ডে স্বপ্নের বিশ্বকাপ অভিষেকে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে টসে হেরেছিলেন আমিনুল, বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরেছিল ৬ উইকেটে। ওই ম্যাচে আমিনুল করেছিলেন ৪১ বলে ১৫ রান। পরে স্কটল্যান্ডকে ২২ রানে হারিয়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখা বাংলাদেশ নিজেদের শেষ ম্যাচে নর্দাম্পটনে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬২ রানের অবিস্মরণীয় জয়ে বিশ্বকাপ স্মরণীয় করে রেখেছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত মোট ১৬ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে টস করে ২টি জয়ের মুখ দেখেছেন আমিনুল, হেরেছেন অন্য ১৪ ম্যাচে। এই সংস্করণে বাংলাদেশের হয়ে ৩৯ ম্যাচ খেলেছেন তিনি (২৩.৩৫ গড়ে ৭৯৪ রান), ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি ছিল ২০০২ সালের জানুয়ারিতে, ঢাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে।

অভিষেক টেস্টে ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি

২০০০ সালের জুনে দশম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যখন টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে, তখনো দলের অধিনায়ক ছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে, ওই বছরের ১০ নভেম্বর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ঐতিহাসিক অভিষেক টেস্ট খেলে নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের নেতৃত্বে। প্রথম ইনিংসে ঠিক ৪০০ রানের চমকিত সূচনার পর ড্রয়ের সম্ভাবনা জাগানো বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৯১ রানে অলআউট হয়ে চতুর্থ দিনে ম্যাচটা হেরে বসে ৯ উইকেটে। প্রথম ইনিংসে

আমিনুল ইসলাম বুলবুলের ব্যাট থেকে এসেছিল ১৪৫ রান! চার নম্বরে নেমে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে প্রায় নয় ঘণ্টা উইকেটে কাটিয়ে ১৭ বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ইতিহাস গড়া ইনিংসে ছিল ২৮০ বলের ব্যবহার। সুবাদে নাম লেখান রেকর্ডের পাতায়। নিজের অভিষেক ও দেশের অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরির এটি তৃতীয় নজির। আমিনুলের পূর্বে এমন কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান (১৬৫ রান, বিপক্ষ ইংল্যান্ড, মেলবোর্ন, মার্চ ১৮৭৭) ও জিম্বাবুয়ের ডেভ হটন (১২১ রান, বিপক্ষ ভারত, হারারে, অক্টোবর ১৯৯২)। পরবর্তী সময়ে আয়ারল্যান্ডের কেভিন ও'ব্রায়েন নিজ দেশের অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন (১১৮ রান, বিপক্ষ পাকিস্তান, ডাবলিন, মে ২০১৮)।

পরের বছর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিজের দ্বিতীয় টেস্টেও ৮৪ রানের আরেকটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন আমিনুল, আরেকটি হাফ সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছিলেন পঞ্চম টেস্টে (২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে, কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৬। ওই ম্যাচেই সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল)। এরকম দারুণ শুরুর পরও কেন ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ঢাকা টেস্টের মাধ্যমে মাত্র ১৩ ম্যাচেই (২৬ ইনিংসে ২১.২০ গড়ে ৫৩০ রান) থেমে গেল তাঁর সাদা পোশাকের ক্যারিয়ার–এ এক রহস্য বটে!

দেশে কোচিং ছেড়ে বিদেশে...

১৯৮৮ থেকে ২০০২, চৌদ্দ বছরের পেশাদার ক্রিকেট ছেড়ে ব্যাট-বল তুলে রাখার পর বাংলাদেশেই ছিলেন আমিনুল ইসলাম। নাম লেখান কোচিং পেশায়। কোচিং কোর্সের লেভেল-১, লেভেল-২ ও লেভেল-৩ সম্পূর্ণ করে এটিকে পেশা হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন। এমনকি ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে কোচ হিসেবে আবাহনীকে চ্যাম্পিয়নও করেছিলেন। খেলোয়াড় থাকার সময় থেকেই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সংযোগ ছিল আমিনুলের। ওই দেশে নব্বইয়ের দশকে তাঁর স্ত্রী পড়তে গিয়েছিলেন। সুবাদে আমিনুলেরও আসা-যাওয়া ছিল নিয়মিত। পরে ২০০৩ সালে পরিবার নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতেই থিতু হন। সেখানে গিয়ে শুরুতে কোচিংই করিয়েছেন। পরে যুক্ত হন আইসিসির সঙ্গে এবং বায়োমেকানিকস, ভিশন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, খেলোয়াড়দের মনোজগতের (সাইকোলজি) মতো বিষয়গুলোয় দক্ষতা অর্জন করেন। সেসব কাজে লাগিয়েই ক্রিকেটে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোয় কাজ করেছেন তিনি। নিজের মেধা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের সংমিশ্রনে আইসিসির ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে বিভিন্ন দেশে ঘুরে ক্রিকেটের শেকড় গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। পরিকল্পনা সাজিয়ে এমন সব দেশে ক্রিকেটকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন, ক্রিকেটের সঙ্গে আগে যাঁদের ব্যাট-বলের সংযোগ খুব একটা ছিল না। ওই দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো- চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান ও সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। এসিসি ও আইসিসির সঙ্গে মিলে এসব দেশে হাই পারফরম্যান্স ও অন্য প্রোগ্রামের পরিকল্পনা ও তা কীভাবে কাজে এসেছে, কোচদের কাছ থেকে তা জানার কাজ করতেন আমিনুল। ক্রিকেটে অনুন্নত এসব দেশে নিজে হাতে ধরে যেমন কোচিং করিয়েছেন খেলোয়াড়দের, তেমনি 'মাস্টার এডুকেটর' হিসেবে কোচদেরও কোচিং শিখিয়েছেন। বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে প্রথম সংবাদ সম্মেলনের একপর্যায়ে আমিনুল যেমনটি বলছিলেন, 'আমার এখন যে স্কিল সেট আছে, এটা একটা প্যাকেজ। আমি ভারত-পাকিস্তানের মতো দেশে যেমন কাজ করেছি, তেমনি করেছি তাজিকিস্তান বা উজবেকিস্তানেও।'

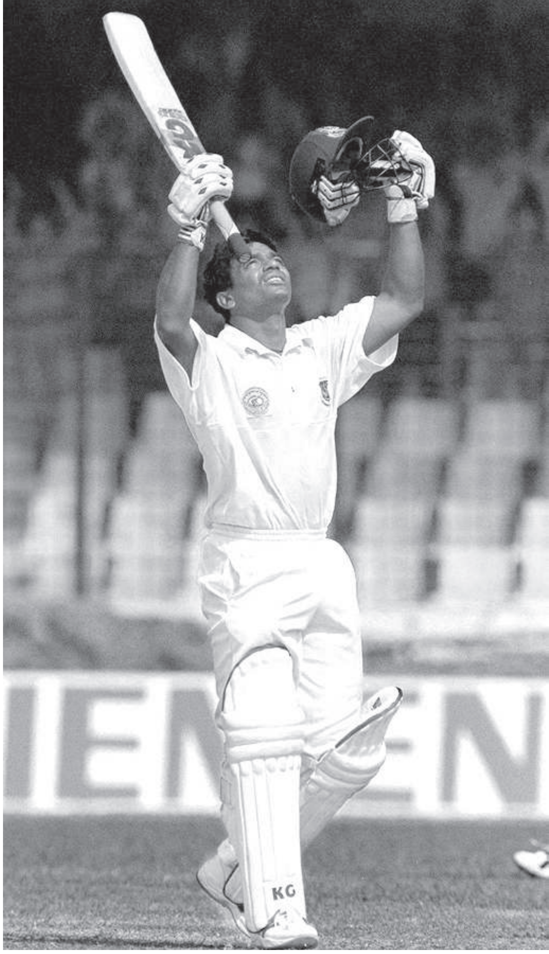

বাংলাদেশের অভিষেক টেস্টে ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরির পর ব্যাট ও হেলমেট উঁচিয়ে আমিনুল ইসলামের 'ট্রেডমার্ক' উদ্‌যাপন...

সাদামাঠা জীবনে অভ্যস্ত আমিনুল টাকা-পয়সার চিন্তা বাদ দিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার ফোনকলে আপ্লুত হয়ে যেভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, কাজের যোগ্য পরিবেশ ও যথাযথ সহায়তা পেলে তাঁর মেধা ও যোগ্যতার ফল মিলবে অচিরেই; এমনটি আশা করাই যায়।

১ জুন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবারের সিরিজের ২ টেস্টে জয়ের মুখ দেখবে তো বাংলাদেশ?

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বৈরথে শুরু টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ

মো. মাহবুবুর রশিদ

'ক্রিকেটের মক্কা' খ্যাত লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ফাইনালের মাধ্যমে শেষ হয়েছে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় চক্র। নতুন চক্র শুরু হচ্ছে সহসাই। চতুর্থ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর্দা উঠতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে। আট বছর পর শ্রীলঙ্কায় এবারের পূর্ণাঙ্গ সফরে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির আগে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সাদা পোশাকে কেমন জমবে বাঘ-সিংহের লড়াই?

সবশেষ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৯ দলের মধ্যে ৬ নম্বরে থেকে শেষ করেছে শ্রীলঙ্কা (১৩ ম্যাচে ৫ জয়, পরাজয় ৮)। আর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল এক ধাপ পেছনে, সাতে (১২ ম্যাচে জয় ৪, হার ৮)। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে লঙ্কানরা ছয়ে থাকলেও টাইগাররা পড়ে রয়েছে ৯ নম্বরে। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে বাংলাদেশ কিছুটা হলেও এগিয়ে। শেষ ২টি সিরিজেই বাংলাদেশ ১-১ এ ড্র করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা নিজেদের খেলা সবশেষ ২টি দ্বিপক্ষীয় টেস্ট সিরিজই হেরেছে ২-০ ব্যবধানে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ২০২৫ সালে লঙ্কানরা ২টি টেস্ট খেলে ঘরের মাঠে দুটিতেই অজিদের বিপক্ষে হেরেছে শোচনীয়ভাবে, ইনিংস ও ২৪২ রানে এবং ৯ উইকেটে। উভয় ম্যাচের ভেন্যু ছিল গল। বাংলাদেশ এ বছর ২ টেস্টে একটিতে জিতেছে, অন্যটিতে হেরেছে। সিলেটে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ৩ উইকেটে অপ্রত্যাশিত হারের 'ক্ষত' এখনো তরতাজা, যদিও ঘুরে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রামে পরের ম্যাচটা ইনিংস ও ১০৬ রানের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ।

অনেকটাই দুর্বল সারির জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিজেদের আঙিনায় টেস্ট সিরিজ জিততে না পারা বাংলাদেশ দল তাহলে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে কী আর এমন করবে? আশঙ্কার কারণ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে আশার অনুসঙ্গও। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, গত বছর খানেক ধরে দেশের মাটিতে হতাশ করলেও দেশের বাইরে তুলনামূলক উজ্জ্বল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সবশেষ ৪টি টেস্ট জয়ের ৩টিই এসেছে বিদেশের মাটিতে (গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে ২টি জয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কিংসটাউনে জয়)। এ ছাড়া যে গুটিকয় দেশকে তাদেরই মাটিতে টেস্টে হারানোর কৃতিত্ব দেখিয়েছে বাংলাদেশ, তাদের মধ্যে একটি শ্রীলঙ্কা। ২০১৭ সালের মার্চে কলম্বোর পি সারা ওভালে লঙ্কানদের সঙ্গে ৪ উইকেটের অবিস্মরণীয় এক জয় তুলে নিয়েছিল টাইগাররা। সেটি ছিল আবার বাংলাদেশের শততম টেস্টের মাহেন্দ্রক্ষণ। ওই ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে খেলা তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, ইমরুল কায়েস, সাব্বির রহমান, মোসাদ্দেক হোসেন

টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সামনে কঠিন পরীক্ষা...

ইনফর্ম মেহেদী হাসান মিরাজের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের দিকে বিশেষভাবে চেয়ে থাকবে দল

সৈকত ও শুভাশীষ রায়সহ বড় অংশটাকেই এবার দলে দেখা যাবে না। মুশফিকুর রহিম, মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম–আট বছর আগের গৌরবময় জয়ের সাক্ষী এই তিনজনই কেবল রয়েছেন বাংলাদেশ দলে। অন্যদিকে বাংলাদেশের কাছে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পাওয়া রঙ্গনা হেরাথ, উপুল থারাঙ্গা, দিলরুয়ান পেরেরা ও সুরাঙ্গা লাকমালরা অনেক আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'সাবেক' হয়ে গেছেন।

বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার সবশেষ টেস্ট সাক্ষাৎ হয়েছিল গত বছরের মার্চ-এপ্রিলে। সিলেটে প্রথম ম্যাচে ৩২৮ রানের বিশাল ব্যবধানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রামে ১৯২ রানে জিতে বাংলাদেশকে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ করেছিল শ্রীলঙ্কা। এই সংস্করণে দুই দলের মধ্যকার সব মিলিয়ে পরিসংখ্যানেও লঙ্কানরা একচেটিয়া এগিয়ে। এবারের সিরিজের আগপর্যন্ত ২৬ টেস্টের মধ্যে ২০১৭ সালে কলম্বোয় বাংলাদেশের সেই ৪ উইকেটের ঐতিহাসিক জয়ের বিপরীতে ২০টি ম্যাচই জিতেছে শ্রীলঙ্কা, ড্র হয়েছে অন্য ৫ ম্যাচ। ২০০১ সালে এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে প্রথমবার লঙ্কানদের মোকাবিলা করা বাংলাদেশ এই সংস্করণে ১২টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মধ্যে হেরেছে ১১টিতেই এবং ড্র করেছে একটি সিরিজ। একটা সময় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে পাত্তাই পেত না বাংলাদেশ, করত অসহায় আত্মসমর্পণ। দ্বীপ রাষ্ট্রটির ক্রিকেটের রমরমা সেসব সুদিন এখন আর নেই। শেষ চার টেস্টে টানা হারের বৃত্তেবন্দী লঙ্কানদের বিপক্ষে লড়াকু নৈপুণ্য দেখানোর এই তো সুবর্ণ সময় বাংলাদেশের। সমস্যা হলো ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের মতো দল যেখানে হারিয়ে গেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে, সেখানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে স্বপ্ন দেখার জন্য একটু 'সাহস' তো লাগবেই! জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে হলেও লঙ্কানদের দেশে চমক দেখিয়ে একটি টেস্ট জেতা জরুরি হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের জন্য।

বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফরের সূচি...

প্রথম টেস্ট	: ১৭-২১ জুন, গল
দ্বিতীয় টেস্ট	: ২৫-২৯ জুন, কলম্বো
প্রথম ওয়ানডে	: ২ জুলাই, কলম্বো
দ্বিতীয় ওয়ানডে	: ৫ জুলাই, কলম্বো
তৃতীয় ওয়ানডে	: ৮ জুলাই, পাল্লেকেলে
প্রথম টি-টোয়েন্টি	: ১০ জুলাই, পাল্লেকেলে
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি	: ১৩ জুলাই, ডাম্বুলা

এক সারিতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ২৬ টেস্টের ছোট-চিত্র...

নং.	ভেন্যু	বাংলাদেশ ইনিংস	শ্রীলঙ্কা ইনিংস	ফল	ম্যাচ শুরুর তারিখ	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
১.	কলম্বো	৯০/১০ ও ৩২৮/১০	৫৫৫/৫ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি.ও ১৩৭ রানে জয়ী	৬ সেপ্টেম্বর ২০০১	আশরাফুল ও মুরালিধরন
২.	কলম্বো	১৬১/১০ ও ১৮৪/১০	৫৪১/৯ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি.ও ১৯৬ রানে জয়ী	২১ জুলাই ২০০২	মুত্তিয়া মুরলিধরন (শ্রী)
৩.	কলম্বো	১৬৪/১০ ও ১৮৪/১০	৩৭৩/১০ ও ২৬৩/২	শ্রীলঙ্কা ২৮৮ রানে জয়ী	২৮ জুলাই ২০০২	মাইকেল ভ্যানডর্ট (শ্রী)
৪.	কলম্বো	১৮৮/১০ ও ৮৬/১০	৩৭০/৯ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি. ও ৯৬ রানে জয়ী	১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫	মুত্তিয়া মুরলিধরন (শ্রী)
৫.	কলম্বো	১৯১/১০ ও ১৯৭/১০	৪৫৭/৯ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি. ও ৬৯ রানে জয়ী	২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫	থিলান সামারাবিরা (শ্রী)
৬.	চট্টগ্রাম	৩১৯/১০ ১৮১/১০	৩৩৮/১০ ও ১৬৩/২	শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে জয়ী	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬	মো. আশরাফুল (বাং..)
৭.	বগুড়া	২৩৪/১০ ও ২০১/১০	৩১৬/১০ ও ১২০/০	শ্রীলঙ্কা ১০ উইকেটে জয়ী	৮ মার্চ ২০০৬	উপুল থারাঙ্গা (শ্রী)
৮.	কলম্বো	৮৯/১০ ও ২৫৪/১০	৫৭৭/৬ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি.ও ২৩৪ রানে জয়ী	২৫ জুন ২০০৭	মুত্তিয়া মুরালিধরন (শ্রী)
৯.	কলম্বো	৬২/১০ ও ২৯৯/১০	৪৫১/৬ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি. ও ৯০ রানে জয়ী	৩ জুলাই ২০০৭	কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রী)
১০.	ক্যান্ডি	১৩১/১০ ও ১৭৬/১০	৫০০/৪ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি.ও ১৯৩ রানে জয়ী	১১ জুলাই ২০০৭	মুত্তিয়া মুরলিধরন (শ্রী)
১১.	মিরপুর	১৭৮/১০ ও ৪১৩/১০	২৯৩/১০ ও ৪০৫/৫	শ্রীলঙ্কা ১০৭ রানে জয়ী	২৬ ডিসেম্বর ২০০৮	সাকিব আল হাসান (বাং)
১২.	চট্টগ্রাম	২০৮/১০ ও ১৫৮/১০	৩৮৪/১০ ও ৪৪৭/৬	শ্রীলঙ্কা ৪৬৫ রানে জয়ী	৩ জানুয়ারি ২০০৯	তিলকারত্নে দিলশান (শ্রী)
১৩.	গল	৬৩৮/১০ ও ৭০/১	৫৭০/৪ ও ৩৩৫/৪	ম্যাচ ড্র	৮ মার্চ ২০১৩	মুশফিকুর রহিম (বাং)
১৪.	কলম্বো	২৪০/১০ ও ২৬৫/১০	৩৪৬/১০ ও ১৬০/৩	শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে জয়ী	১৬ মার্চ ২০১৩	রঙ্গনা হেরাথ (শ্রীলঙ্কা)
১৫.	মিরপুর	২৩২/১০ ও ২৫০/১০	৭৩০/৬ (ডিক্লেয়ার্ড)	শ্রীলঙ্কা ইনি.ও ২৪৮ রানে জয়ী	২৭ জানুয়ারি২০১৪	মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রী)
১৬.	চট্টগ্রাম	৪২৬/১০ ও ২৭১/৩	৫৮৭/১০ ও ৩০৫/৪	ম্যাচ ড্র	৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রী)
১৭.	গল	৩১২/১০ ও ১৯৭/১০	৮৯৪/১০ ও ২৭৪/৬	শ্রীলঙ্কা ২৫৯ রানে জয়ী	৭ মার্চ ২০১৭	কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা)
১৮.	কলম্বো	৪৬৭/১০ ও ১৯১/৬	৩৩৮/১০ ও ৩১৯/১০	বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জয়ী	১৫ মার্চ ২০১৭	তামিম ইকবাল (বাং)
১৯.	চট্টগ্রাম	৫১৩/১০ ও ৩০৭/৫	৭১৩/৯ (ডিক্লেয়ার্ড)	ম্যাচ ড্র	৩১ জানুয়ারি ২০১৮	মুমিনুল হক (বাংলাদেশ)
২০.	মিরপুর	১১০/১০ ও ১২৩/১০	২২২/১০ ও ২২৬/১০	শ্রীলঙ্কা ২১৫ রানে জয়ী	৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	রোশান সিলভা (শ্রী)
২১.	পাল্লেকেলে	৫৪১/৭ ও ১০০/২	৬৪৮/৮ (ডিক্লেয়ার্ড)	ম্যাচ ড্র	২১ এপ্রিল ২০২১	দ্বিমুথ করুণারত্নে (শ্রী)
২২.	পাল্লেকেলে	২৫১/১০ ও ২২৭/১০	৪৯৩/৭ ও ১৯৪/৯	শ্রীলঙ্কা ২০৯ রানে জয়ী	২৯ এপ্রিল ২০২১	প্রবীন জয়াবিক্রমা (শ্রী)
২৩.	চট্টগ্রাম	৪৬৫/১০	৩৯৭/১০ ও ২৬০/৬	ম্যাচ ড্র	১৫ মে ২০২২	অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ (শ্রী)
২৪.	মিরপুর	৩৬৫/১০ ও ১৬৯/১০	৫০৬/১০ ও ২৯/০	শ্রীলঙ্কা ১০ উইকেটে জয়ী	২৩ মে ২০২২	আসিথা ফার্নান্ডো (শ্রীল.)
২৫.	সিলেট	১৮৮/১০ ও ১৮২/১০	২৮০/১০ ও ৪১৮/১০	শ্রীলঙ্কা ৩২৮ রানে জয়ী	২২ মার্চ ২০২৪	ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা(শ্রীল.)
২৬.	চট্টগ্রাম	১৭৮/১০ ও ৩১৮/১০	৫৩১/১০ ও ১৫৭/৭	শ্রীলঙ্কা ১৯২ রানে জয়ী	৩০ মার্চ ২০২৪	কামিন্দু মেন্ডিস (শ্রীল.)

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
আফগানিস্তান	২০১৯-২০২৩	২	১	১	০
অস্ট্রেলিয়া	২০০৩-২০১৭	৬	১	৫	০
ইংল্যান্ড	২০০৩-২০১৬	১০	১	৯	০
ভারত	২০০০-২০২৪	১৫	০	১৩	২
আয়ারল্যান্ড	২০২৩-২০২৩	১	১	০	০
নিউজিল্যান্ড	২০০১-২০২৩	১৯	২	১৪	৩
পাকিস্তান	২০০১-২০২৪	১৫	২	১২	১
দ. আফ্রিকা	২০০২-২০২৪	১৬	০	১৪	২
শ্রীলঙ্কা	২০০১-২০২৪	২৬	১	২০	৫
ও. ইন্ডিজ	২০০২-২০২৪	২২	৫	১৫	২
জিম্বাবুয়ে	২০০১-২০২৫	২০	৯	৮	৩
সর্বমোট	২০০০-২০২৫	১৫২	২৩	১১১	১৮

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
আফগানিস্তান	২০২৪-২০২৪	১	১	০	০
অস্ট্রেলিয়া	১৯৮৩-২০২৫	৩৫	৫	২২	৮
বাংলাদেশ	২০০১-২০২৪	২৬	২০	১	৫
ইংল্যান্ড	১৯৮২-২০২৪	৩৯	৯	১৯	১১
ভারত	১৯৮২-২০২২	৪৬	৭	২২	১৭
আয়ারল্যান্ড	২০২৩-২০২৩	২	২	০	০
নিউজিল্যান্ড	১৯৮৩-২০২৪	৪০	১১	১৮	১১
পাকিস্তান	১৯৯২-২০২৩	৫৯	১৭	২৩	১৯
দ.আফ্রিকা	১৯৯৩-২০২৪	৩৩	৯	১৮	৬
ও. ইন্ডিজ	১৯৯৩-২০২১	২৪	১১	৪	৯
জিম্বাবুয়ে	১৯৯৪-২০২০	২০	১৪	০	৬
সর্বমোট	১৯৮২-২০২৫	৩২৫	১০৬	১২৭	৯২

আরেকটি হোয়াইটওয়াশের দুঃস্বপ্ন বাংলাদেশের

মো. মাহবুবুর রশিদ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে শারজায় লজ্জাজনকভাবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে পাকিস্তানের মাটিতে সঙ্গে অন্তত একটি হলেও ম্যাচ জেতার বিকল্প ছিল না বাংলাদেশের। কিন্তু পারেনি লিটন দাসের দল। সিরিজ তো হেরেছেই, এমনকি টাইগারদের কপালে জুটেছে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশের কলঙ্ক-তিলকও! ভাগ্যিস, পূর্বে চূড়ান্ত হওয়া ৫ ম্যাচের সিরিজটা অনিবার্য কারণে একটু বিলম্বিত হওয়ায় বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের আগেভাগে দেশে ফিরে ঈদ উদ্‌যাপনের 'সুবিধার্থে' শেষ মুহূর্তে ৩ ম্যাচে নামিয়ে আনা হয়েছে! নইলে হারের বোঝার ওপর আরও ২টি সংখ্যার ওজন চাপতেই পারতো। যথাক্রমে ৩৭ রান, ৫৭ রান ও ৭ উইকেটে পরপর তিনটি টি-টোয়েন্টিতে পরাজিত হওয়ার পথে পাকিস্তানের বিপক্ষে বলতে গেলে ব্যাটে-বলে ন্যূনতম প্রতিরোধই গড়তে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান ও বোলারদের সামর্থ আসলে এতটুকুই। দেখা যাবে আগামী মাসে পাকিস্তান দল টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে এলে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে পুরোনো কৌশলে 'ধান ক্ষেত মার্কা' উইকেট বানিয়ে ঠিকই দু-একটা জয় তুলে নেওয়ার ধান্ধা করা হবে হয়তো!

আমিরাতের মতো পুঁচকে দলের সঙ্গে সিরিজ খোয়ানোর দুঃস্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে লিটন দাস এক প্রকার হুংকার দিয়েছিলেন এই বলে, 'আমাদের বিশ্বাস আছে, আমরা বিশ্বের যে কোনো দলকে হারিয়ে দিতে পারি!' আহ, কী অমৃতবচন! হয়তো দলকে উজ্জীবিত করতে এমন কিছু বলে থাকবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। কিন্তু তা কাজে এল কই? বাইশগজে তো কথার সঙ্গে কাজের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। জয়ের কোনো তাড়নাই দেখা গেল না দলের মধ্যে। খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ছিল শূন্যের কোটায়, টিম স্পিরিট সে তো হারিয়ে গেছে কোনো সুদূরে। প্রত্যাশার বেলুন ফুলিয়ে অযথা বাগাড়ম্বর না করে বরং

'আমরা বিশ্বের যে কোনো দলের সঙ্গে হারতে পারি' লিটন দাস এমন সরল স্বীকারোক্তি দিলে সেটাই মানানসই হতো।

ঘুরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পাকিস্তানের মাটিতেও যে হারের বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে বাংলাদেশ, অনেকে নিশ্চয় বলবেন এর প্রধান কারণ খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব। তা সত্যি বৈকি! অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা মিলেছে 'দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা'! এই যেমন, লিটন দাস টস হারের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য ধারাবাহিক ছিলেন! আমিরাত সিরিজের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষেও টানা তিন ম্যাচেই টস হেরেছেন টাইগার কাপ্তান। আবার বাংলাদেশের বোলারদের 'ক্যারিশমা' দেখুন, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় টি-টোয়েন্টিতেই তারা বিলিয়েছেন সমান ২০১ রান! কাকতালীয় ব্যাপার হলো, লাহোরের এই গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের আগে অনুষ্ঠিত শেষ ম্যাচেও প্রথমে ব্যাটিং করা দল করেছিল ২০১ (পিএসএলের ফাইনালে লাহোর কালান্দার্সের বিপক্ষে কোয়েটা গ্লাডিয়েটর্স)! যাহোক, আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হওয়া তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যাও-বা দলপির বিপক্ষে নিজেদের সর্বোচ্চ ১৯৬ রানের পুঁজি এনে দিয়েছিলেন, হাসান মাহমুদ-তানজিম সাকিবরা সেটি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৬ বল আগে ৭ উইকেটে হাতে রেখে অনায়াসে জিতে পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছে, এই সংস্করণে তাদের সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ একেবারেই 'নবিশ' পর্যায়ের।

টি-টোয়েন্টি মানেই ডরভয়হীন সাহসী ক্রিকেটের প্রদর্শনী। কালেভদ্রে কিছু চমক দেখালেও বাংলাদেশ এখনও এই মৌলিক ব্যাপারটিই যেন আত্মস্থ করতে পারেনি। বিশেষ করে স্পোর্টিং উইকেটে লাল-সবুজ দলের গেম প্ল্যান ও মানসিকতা রয়ে গেছে শিশুতোষ পর্যায়ের! ব্যাটিংয়ে তো বরাবরের মতো জুবুথুবু অবস্থা বিরাজমান। আপনার মাথার ওপর যখন ঝুলতে থাকবে দুইশ' রানের বেশি লক্ষ্যমাত্রা, তখন তো অলআউট অ্যাটাকের কোনো বিকল্প থাকে না। প্রথম দুই ম্যাচেই ২০২ রান তাড়া করতে নামা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা একবারও এইটুকু মনে করাতে পারেনি যে তাঁরা অন্তত জয়ের চেষ্টা করছেন। দু'একজন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঝড়ো ইনিংস খেললেও অন্যপ্রান্তের ব্যাটসম্যানের ডট খেলার প্রবণতা ও আস্কিং রেটের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে আগেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়া মানে সহজ ভাষায় অসহায় আত্মসমর্পণই। পরপর দুই হারে সিরিজের 'বারোটা বেজে' যাওয়ার পর বাংলাদেশের জন্য শেষ ম্যাচটা ছিল ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। ১০.৩ ওভারে ওপেনিং জুটিতে ১১০ রানের দুর্দান্ত সূচনার পরও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর দুইশ পেরুতে না পারা ব্যাটসম্যানদের জন্য যারপরনাই ব্যর্থতা।

দলটা বেশ তরুণ এবং কম অভিজ্ঞ। এ ছাড়া পেস আক্রমণে পূর্ণশক্তির প্রয়োগ ঘটাতে পারেনি বাংলাদেশ। ইনজুরির কারণে তাসকিন আহমেদ ছিলেন না, আইপিএলে পাওয়া চোটের কারণে ছিটকে যান মোস্তাফিজুর রহমানও। আগেই সিরিজের দল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন নাহিদ রানা এবং দ্বিতীয় ম্যাচে নিজের প্রথম ওভারেই পেশিতে টান খেয়ে মাঠ ছাড়া শরীফুল ইসলাম শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি। সিরিজে ডিআরএস না থাকায় বেশ ভুগতে হয়েছে লিটন বাহিনীকে। এসব বাস্তবতা মাথায় রাখার পরও পাকিস্তানের বিপক্ষে এভাবে বাংলাদেশের হোয়াইটওয়াশ হওয়ার আসলে কোনো সান্ত্বনা মেলে না। খেলায় হার-জিত থাকেই, সত্যি কথা। কিন্তু প্রতিরোধহীন পরাজয় একটা দলের পায়ের নিচের মাটি ধরেই টান দেয়। আমিরাতের বিপক্ষে তবু প্রথম ম্যাচটা কোনোভাবে জিতেছিল বাংলাদেশ। এরপর গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচেই পরাজয়ের বৃত্তে বন্দী হয়ে মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়তে হয়েছে লিটন দাসের দলকে।

পূর্ণকালীন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর লিটন নিজে যেমন পারফর্ম করতে পারছেন না, তেমনি দলকেও উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। মাঠে বাংলাদেশকে কেমন যেন একটা বেখাপ্পা দল মনে হয়েছে, ব্যাটিং-বোলিংয়ে কোনো সমন্বয় নেই, যে যার মতো করে খেলেছেন! এভাবে কী আর জয়ের মুখ দেখা সম্ভব? একমাত্র তানজিদ হাসান তামিমকেই মনে হয়েছে যেন যথাসাধ্য পজেটিভ ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করেছেন। আমিরাত ও পাকিস্তান সিরিজে বাঁহাতি এই ওপেনারের 'ইনটেন্ট' ছিল চোখে পড়ার মতো, রানও পেয়েছেন নিয়মিত। অধারাবাহিক হলেও তানজিদের সঙ্গী পারভেজ হোসেন ইমন আমিরাতের সঙ্গে সেঞ্চুরি ও পাকিস্তানের বিপক্ষে হাফ সেঞ্চুরি করে তবুও উৎরে গেছেন। দুই ওপেনার বাদে অন্য কোনো ব্যাটসম্যানই বাংলাদেশকে নির্ভরতা যোগাতে পারেননি। একজন দক্ষ মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের অভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয়েছে। তাওহিদ হৃদয় প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি, আর শামীম হোসেন পাটোয়ারি তো চরমভাবে হতাশ করেছেন। অধিনায়ক লিটন দাস ও জাকের আলী অনিক সাফল্য-ব্যর্থতার হাতধরাধরিতে সেভাবে অবদান রাখতে পারেননি। পিএসএল খেলার তরতাজা অভিজ্ঞতা নিয়েও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন কার্যকারিতার পরীক্ষায় 'ডাহা ফেল' মেরেছেন! সব মিলিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও বাংলাদেশের জন্য হয়ে রইল আরেকটি 'শিক্ষা সফর'! প্রশ্ন হলো, আর কতদিন এভাবে কেবল শিখতেই থাকবে বাংলাদেশ?

প্রথম টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ২৮ মে ২০২৫
- **ভেন্যু :** গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর
- **টস জয় :** পাকিস্তান (ব্যাটিং)
- **পাকিস্তান ইনিংস :** ২০ ওভারে ২০১/৭ (সালমান আগা ৫৬, সাদাব খান ৪৮, হাসান নাওয়াজ ৪৪, মোহাম্মদ হারিস ৩১, ফাহিম আশরাফ অপরাজিত ১১; শরীফুল ইসলাম ২/৩২, তানজিম হাসান সাকিব ১/২২, হাসান মাহমুদ ১/২৪, শামীম হোসেন ১/৩১, শেখ মেহেদী হাসান ১/৩৬, রিশাদ হোসেন ১/৫৫)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ১৯.২ ওভারে ১৬৪ রানে অলআউট (লিটন দাস ৪৮, জাকের আলী অনিক ৩৬, তানজিদ হাসান তামিম ৩১, তাওহিদ হৃদয় ১৭; হাসান আলী ৫/৩০, শাদাব খান ২/২৬, খুশদিল শাহ ১/৬, সালমান আগা ১/১২, ফাহিম আশরাফ ১/১৮)
- **ফল :** পাকিস্তান ৩৭ রানে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** সাদাব খান (পাকিস্তান)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ৩০ মে ২০২৫
- **ভেন্যু :** গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর
- **টস জয় :** পাকিস্তান (ব্যাটিং)
- **পাকিস্তান ইনিংস :** ২০ ওভারে ২০১/৬ (সাহিবজাদা ফারহান ৭৪, হাসান নাওয়াজ অপরাজিত ৫১, মোহাম্মদ হারিস ৪১, সালমান আগা ১৯; তানজিম হাসান সাকিব ২/৩৬, হাসান মাহমুদ ২/৪৭, রিশাদ হোসেন ১/৫০)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ১৯ ওভারে ১৪৪ রানে অলআউট (তানজিম হাসান সাকিব ৫০, তানজিদ হাসান তামিম ৩৩, মেহেদী হাসান মিরাজ ২৩, পারভেজ হোসেন ইমন ৮, হাসান মাহমুদ অপরাজিত ৮; আবরার আহমেদ ৩/১৯, ফাহিম আশরাফ ১/৮, সাদাব খান ১/১৩, সাইম আইয়ুব ১/১৪, হাসান আলী ১/২১, হারিস রউফ ১/২৩, খুশদিল শাহ ১/২৫
- **ফল :** পাকিস্তান ৫৭ রানে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান)

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ১ জুন ২০২৫
- **ভেন্যু :** গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর
- **টস জয় :** পাকিস্তান (ফিল্ডিং)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ২০ ওভারে ১৯৬/৬ (পারভেজ হোসেন ইমন ৬৬, তানজিদ হাসান তামিম ৪২, তাওহিদ হৃদয় ২৫, লিটন দাস ২২, জাকের আলী অনিক অপরাজিত ১৫; আব্বাস আফ্রিদি ২/২৬, হাসান আলী ২/৩৮, শাদাব খান ১/২৬, ফাহিম আশরাফ ১/৪১)
- **পাকিস্তান ইনিংস :** ১৭.২ ওভারে ১৯৭/৩ (মোহাম্মদ হারিস অপরাজিত ১০৭, সাইম আইয়ুব ৪৫, হাসান নাওয়াজ ২৬, সালমান আগা অপরাজিত ১৫; মেহেদী হাসান মিরাজ ২/২৬, তানজিম হাসান সাকিব ১/৩৬)
- **ফল :** পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ও সিরিজ :** মোহাম্মদ হারিস (পাকিস্তান)
- **সিরিজের ফল :** ৩ ম্যাচের সিরিজ পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে জয়ী

ঢাকায় আন্তর্জাতিক জুডোতে চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি

ওমর ফারুক রুবেল

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর উদ্যোগে গত ২৬ ও ২৭ মে ঢাকায় আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বিকেএসপির পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিন দেশের আমন্ত্রণমূলক এই টুর্নামেন্টের স্বাগতিক বিকেএসপিই। আসরে ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশের ১৬৯ জন জুডোকা ১৩টি ওজন শ্রেণিতে ৫২টি পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৬ স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য ও ১০ ব্রোঞ্জপদক জিতে বিকেএসপি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্সআপ হয়েছে নেপাল জুডো অ্যাসোসিয়েশন। তারা পেয়েছে ৫ স্বর্ণ, ১ রৌপ্য ও ৫ ব্রোঞ্জ। বিকেএসপির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কর্নেল মো. গোলাম মাবুদ হাসান বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। উপস্থিত ছিলেন বিকেএসপি কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল মো. ইমরান হাসান, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো: ছগির হোসেন, ক্রিকেট বিভাগের চিফ কোচ মন্টু কুমার দত্ত।

কুল-বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন যুগান্তর

বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) ব্যবস্থাপনা ও স্কয়ার টয়লেট্রিজের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত কুল-বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে দৈনিক যুগান্তর। ৩২টি মিডিয়া হাউজ নিয়ে আয়োজিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে এটিএন বাংলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পত্রিকাটি। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ইমতিয়াজ সুলতান জনি, বিএসজেএর সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল হক, বাফুফে সদস্য মঞ্জুরুল করিম, সিনিয়র ক্রীড়া সংগঠক ফজলুর রহমান বাবুল, স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্র্যান্ড ম্যানেজার আবিদ বিন শহীদ, বিএসজেএর সভাপতি আরিফুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক এসএম সুমন, সহ-সভাপতি রায়হান আল মুঘনি, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য সচিব ইয়াসিন হাসান রাব্বি। টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন যুগান্তরের মাঝহারুল ইসলাম মিঠুন। এটিএন বাংলার আদদ্বীন সজীব সর্বাধিক গোলদাতা হন। সেরা গোলরক্ষক হন যুগান্তরের একে সালমান।

পৃথক তিন দেশের সঙ্গে টাইগারদের তিন রূপে সাক্ষাৎ

আশরাফ উদ্দিন খান

বর্তমান বিশ্বে অতি আনন্দদায়ক ক্রিকেট অনেক রূপে মাঠময় নাচানাচি করছে। সেই চিরচেনা 'টেস্ট' থেকে এখন অনেক ডালপালা গজিয়েছে। শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করছে।

সম্প্রতি আমাদের টাইগার বাহিনী তিনরূপে ভিন্ন ভিন্ন তিন দেশের সঙ্গে দেশে ও বিদেশে একটানা অনেকগুলো খেলায় মাঠে নামল। টেস্ট, ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টি এই তিন ফরম্যাটেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা একে একে সব কটির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

জাতীয় পর্যায়ে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে, তাদেরই দেশে। 'ইমার্জিং ক্রিকেট' নাম নিয়ে তিনটি এক দিনের আন্তর্জাতিক খেলায় মাঠে নামলাম রাজশাহীতে। প্রতিপক্ষ শক্তিধর দক্ষিণ আফ্রিকারও একই নামের দল। তৃতীয় প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড 'এ' দল। আমাদের নিজস্ব সম্পদ টাইগার বাহিনীরও একই নাম 'এ' দল। খেলার স্থান বাংলাদেশের 'লর্ডস' খ্যাত সিলেট। তিনটি ওডিআই এবং দুটি টেস্ট। 'মে' মাসজুড়ে এই তিন দেশের তিন দলের সঙ্গে ত্রিমুখী ভূমিকা। প্রচণ্ড গরমে মাঠে দর্শক না গেলেও দেশব্যাপী এই অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তেজনার কোনো কমতি ছিল না। আমরা একে একে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি বুলাতে চেষ্টা করছি। রাজশাহীতে তিনটি ওডিআই অনুষ্ঠিত হলো মে মাসের ১৩ থেকে ১৬ তারিখের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকার কী ধরনের শক্তিধর দল এসেছিল, তার সঠিক খবর জানা কঠিন তবে গোখরার বাচ্চা গোখরাই হয় এই বিশ্বাস রেখে বলা চলে যে তারা হেলা-ফেলার খেলোয়াড় নন। তারা আইসিসির রেটিং পয়েন্টেও আমাদের অনেক ওপরে। ওদের র‍্যাঙ্কিং ছয়ে আর আমরা দশে। তবে এই হিসাব জাতীয় দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরিসংখ্যানে যাই হোক, ওদের সঙ্গে যেকোনো মাঠে জেতাটা ছিল সাগর পাড়ি দেওয়া না হলেও সাঁতারে পদ্মা মেঘনা পার হওয়ার মতো দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। আমরা এই প্রক্রিয়ায় সফল সৈনিক। ওদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। তিনটি ওডিআই-এ আমরা একটিতে হারলেও দুটিতে জিতেছি। ফলাফল হয় আমাদেরই অনুকূলে (২-১)। প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৩ মে। অত্যন্ত সহজভাবেই তারা ৩০০ সীমানা পার হয় (৩০১) রান করে। উইকেট হারায় আটটি। এই রান জেতার জন্য যথেষ্ট। আমাদের বীর সন্তানেরা তাতে ভীত না হয়ে বীরের মতো লড়তে থাকে। উদ্বোধনী জুটিতে জিশান ও মাহফুজ ৫১ রান করেন। রবীন খেলেন ৮৭ রানের ইনিংস। অষ্টম জুটিতে রাকিবুল ও তোফায়েল অবিচ্ছিন্ন থেকে বিজয় গাঁথা সম্পন্ন করেন। উভয়ের সংগ্রহ ২৪/২৪। শেষ দুই ওভারে ২৭ রানের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা অসীম বীরত্ব দেখিয়েই পার করেন। আমাদের দল অনেকটা খাদের কিনারা থেকে ফিনিক্স পাখির মতোই জেগে উঠে দলকে জয়যুক্ত করে। টাইগাররা ৩ উইকেটে জয় লাভ পায়। রান করেন ৩০২/৭ । ২য় খেলায় ঘটনা ঘটে উল্টোটা। এবার আমরা জিততে জিততে হেরে যাই। প্রথমটিতে তিন উইকেটের জয়কে ম্লান করে আফ্রিকানরা যথার্থ প্রতিশোধ নেয়। আমাদের সন্তানেরা ৩২২ রানের ইনিংস গড়লেও জয়কে হাতছাড়া করেন। এর আগেই প্রোটিয়ারা সাত উইকেট হারিয়ে ৩৩২ রান তুলে। টসে হেরেও তার কোনো প্রভাব তারা দর্শকদের বুঝতে দেয়নি। কনরের (৯১) এবং ফররেটোরের ভূমিকাই (৯৬) তার প্রমাণ। বলা চলে, আমাদের বোলাররা এ দিন অনেকাংশেই ব্যর্থ। জবাবে জিশান (৫০), আকবর (৬৫), আরিফুল (৩৫) ও অন্যরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সাইমলেনের দাপুটে (৫৬/৫) হার স্বীকার করেন। ব্যবধান থাকে ১০ রানের। সিরিজ হয় সমান সমান (১-১) সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটল, যখন ফরেরস্টার ৯৬ রান তুলতে মাত্র ৫৯টি বল মোকাবিলা করেন। এ ছাড়া তাদের এই বিশাল ইনিংস গড়তে মোগাকানে (৫৫) ও প্রিন্স (৩০) যথাসাধ্য সহায়তা করেন। যদিও আমাদের রিপন (২), মারুফ (২), রাব্বি (২) ও রিজওয়ান (১) তাদের সাতটি উইকেট শিকার করেন কিন্তু বিনিময়ে রান খরচ করেন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। শেষ সাক্ষাৎ ১৬ মে। এ দিন আমাদের ব্যাটাররা ব্যর্থ বলা চলে। মাহফুজুর রাব্বি সর্বোচ্চ ৫৮ এবং আকবর (৩৮) রান তুলেন। দলের সমুদয় ইনিংস শেষ হয় ২২৫ রানে। এক দিনের খেলায় এই সংগ্রহ খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। এই রান নিয়ে জেতা যায় না। তবু বোলারদের অসাধারণ ভূমিকায় অসাধ্য সাধন হলো। অতি অল্পসংখ্যক দর্শক চেয়ে চেয়ে দেখল কীভাবে বিরাট মহীরূহ ভেঙে ভূতল শায়ী হয়। ১৯১ রানে গুটিয়ে গেল ওদের ইনিংস। জয়ের অন্যতম কারণ হলো রাকিবুলের অসাধারণ বোলিং (১০-২৬-৪)। আমাদের ছেলেরা জয়কে যেন অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে ঘরে আনেন। এই ৩৪ রানের জয়ই আমাদের অনুকূলে সিরিজ বিজয় হয় (২-১) ব্যবধানে। রাকিবুল ছাড়াও মাহফুজ, পারভেজ ও মারুফ বোলিং-এ শক্তিশালী ভূমিকা রাখেন। এবার আলোচনায় আসা যাক আমাদের জাতীয় দলের প্রসঙ্গে। আরব আমিরাতের মাঠে তাদেরই সঙ্গে আমাদের সেরা দল তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলায় অবতীর্ণ হয়। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওরা ১৫ নম্বরে। রেটিং পয়েন্ট ১৭৯। আমরা ২২৫ পয়েন্ট নিয়ে দশে। এর আগেও ওদের বিপক্ষে তিনবার জয় পেয়েছি, কাজেই ভাবনার কিছু নেই। তবু প্রথম খেলায়ই কিছুক্ষণের জন্য হলেও ওরা ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৭ মে প্রথম খেলায় আমাদের বাহিনী ১৯১/৭ রান তুলে। পারভেজ ইমন ১০০ রান না তুললে কোথায় গিয়ে আমাদের ইনিংস থেমে থাকতো ভাবতেও গা শিউরে উঠে। জাওয়াদউল্লাহর মতো অতি সাধারণ বোলার আমাদের চারজনকে বিদায় করেন মাত্র ২১ রানের বিনিময়ে। প্রত্যুত্তরে ওরাও ভয়হীনভাবে ব্যাট চালিয়ে সংগ্রহ করেন ১৬৪। আমাদের জয় হয় ২৭ রানে। মাহেদি ব্যতীত সবাই ভালো বল করেন বিশেষ করে স্লগ ওভারে মুস্তাফিজের বল ছিল অসাধারণ। আমিরাতের ওয়াসিম (৫৪) ও আসিফের (৪২) ব্যাটিং ছিল সত্যিকার অর্থেই প্রশংসনীয়। আমাদের ফিল্ডিংকে উচ্চ মানের বলা চলে না। যে ৩/৪টি বল হাত ফসকে মাটিতে পরে তা রীতিমতো অনাকাঙ্ক্ষিত। দ্বিতীয় বার মাঠে নামে দুই দলই। একই মাঠে দুই দিন পর ১৯ তারিখে। দিনটি ছিল বাংলাদেশের জন্য কালিমালিপ্ত। অর্ধশত বছরে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা একবার ছাড়া আর ঘটেনি। আমাদের চেয়ে ওরা যথেষ্ট রেটিং পয়েন্ট পেছনে। তাই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে হারাতে পারে, সম্ভবত ওই দেশের খেলোয়াড় বা কর্মকর্তারা চিন্তায়ও আনেননি। কিন্তু বাস্তবে ঘটে গেল তাই-ই। আগে ব্যাট করে আমাদের ছেলেরা এবং দলনেতা লিটন দাসের (৪০) অবদান উল্লেখযোগ্য। এই রান জেতার জন্য যথেষ্ট। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড নয়। ব্যাটারও কোহলী বা উইলিয়ামসনের মতো কেউ নেই। কিন্তু আমাদের দুই পেসার দুর্বল বোলিং এবং উঁচু থেকে মাটিতে ধেয়ে আসা বল ধরতে অক্ষমতার কারণে, মরুবাসীরা অবলীলায় আট উইকেট খুইয়ে প্রয়োজনীয় (২০৬) রান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এ ছাড়াও দেখা গেছে রান আউট করার লক্ষ্যে ওভার থ্রো করে বাউন্ডারি প্রদান ও শেষ ওভারে অহেতুক 'নো' এবং 'ওয়াইড' বল নিক্ষেপ করে নিজেদের দুর্বলতা দেখিয়ে অপর পক্ষকে উৎসাহ জোগানো, এসব ক্রিকেটের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ক্রিকেটে নানাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের 'তিন পা যেতে দুবার থামা' চলবে না। আমরা মিডিয়ার সামনে কারো কথার ফুলঝুরি শুনতে চাই না, মাঠে কী ঘটল, তাই দেখতে চাই। ক্রিকেটে অনেক সময় অনেক অভাবিত ঘটনা ঘটে কিন্তু যেভাবে ওদের ওয়াসিম অল্প বলে ৮২ রান করলেন তা টাইগার বোলারদের জন্য অমার্জনীয় কার্য সম্পাদন। ২১ মে অতিরিক্ত একটি ম্যাচ বা তৃতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে। এদিন ঘটে আরও এক অবিশ্বাস্য ঘটনা আরব আমিরাতের কাছে টাইগারদের সাত উইকেটে হার হলো। তারা অবলীলায় সিরিজ জিতে নিল ২-১ ব্যবধানে। এ নিয়ে কিছু লিখতে

মন সায় দিচ্ছে না। তবে এ দেশের একজন নাগরিক হয়ে একেবারে নিশ্চুপও থাকতে পারছি না। আমাদের টি-টোয়েন্টির ক্ষমতা অতীতের চেয়ে একটুও বাড়েনি। তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে যদি আমাদের ক্রিকেটাররা নেপাল বা নামিবিয়া কিংবা মালদ্বীপ-মালোয়েশিয়ার কাছে পরাজিত হয়, তাঁকে একেবারে অভাবিত ঘটনা বলা যাবে না। কিছু অভিবাসী নিয়ে স্বল্পভিজ্ঞ আমিরাতের ছেলেরা যদি আমাদের এভাবে নাস্তানাবুদ করতে পারে তবে আমাদের প্রতিকূলে যেকোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই দিনে (২১ মে) প্রথমে ব্যাট করে আমাদের টাইগার বাহিনী রান তুলেন ১৬২/৯, যা আজকের যুগে টি-টোয়েন্টির ক্ষেত্রে জেতার জন্য খুবই নগণ্য। একপর্যায়ে ৭০ রানে সাত উইকেটের পতন হয়। দলের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ৪১। আমিরাতের আমিররা মাত্র তিন উইকেট খুইয়ে আমাদের সঞ্চয়ের সীমা অবলীলায় পার হয়ে যায়। ওদের হায়দার আলী মাত্র সাত রান দিয়ে তিন উইকেট দখল করেন। ব্যাটার আলীশান তুলেন ৬৮ রান। গোটা খেলায় দেখা যায় আমাদের ক্রিকেটারদের অসহায় মুখচ্ছবি। এর আগে আমেরিকার (আইসিসির সহযোগী দেশ) কাছে আমরা সিরিজ হেরেছি। তবু বলতে হয় যে, দু-একটি খেলার ফলাফলে সামগ্রিক অবস্থার বিচার করা যুক্তিসংগত নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, এখনো সময় আছে, 'সাধু সাবধান।'

এবার আসি আমাদের 'এ' দলের কথায়। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। রিচার্ড হ্যাডলি, স্টিফেন ফ্লেমিং ও ডেনিয়েল ভেট্টরির দেশ। ওরাও নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের নাম নিয়ে 'চা' ক্ষেত্র খ্যাত সিলেটের মাঠে তিনটি ওডিআই এবং দুটি চার দিনের বেসরকারি টেস্ট ম্যাচ খেলতে অবতীর্ণ হয়। নিউজিল্যান্ডের 'এ' দল সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নেই। প্রায় প্রতিবছরই কিছু স্বাভাবিক খেলোয়াড় ও কিছু ভ্রমণবিলাসীর সমন্বয়ে দল গঠন করে। তবে আমাদের 'এ' দল রীতিমতো শক্তিশালী। দলের প্রায় প্রত্যেকজন খেলোয়াড়ই আন্তর্জাতিক খেলায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁরা অধিকাংশ কোনো না কোনোভাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, নয়তো স্কোয়াডে থেকেছেন। ৭ মে দুই দলেই প্রথম ওডিআই খেলতে সামনাসামনি হয়। মাত্র ৩৪.২ ওভারে তাঁরা ১৪৭ রান তুলতে সমর্থ হন। ডিন পক্সক্রফট করেন সর্বোচ্চ ৭২ রান। আমাদের বোলাররা প্রায় সবাই সফল ছিলেন। খালেদ (৩), তানভীর (৩), শরীফুল (২) ও এবাদত (২) ভাগাভাগি করে সব কটি উইকেট দখল করেন। জবাবে মাত্র ২৭.২ ওভারে আমাদের দল ১৪৯/৩ রান তুলে সাত উইকেটে অতি সহজ জয় লাভ করে। মাহিদুল অঙ্কন (৪২*) ও সোহান (২০*) চতুর্থ জুটিতে চমকপ্রদ নৈপুণ্য দেখান। তৎসঙ্গে ওপেনার আনামুল (৩৮) ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। দ্বিতীয় খেলায়ও কিউইরা সুবিধা করতে পারেনি। আমাদের 'এ' দল অপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়ে ৩৪৪/৫ রান তুলেন। সোহান (১১২) এবং মাহিদুল অংকন (১০৫) দৃষ্টিনন্দন জুটি সেঞ্চুরি করেন। জবাবে সফরকারীরা ৪৫.১ ওভারে ২৫৭ রান তুলতেও ৮৭ রানের বিশাল পরাজয়কে বরণ করতে বাধ্য হয়। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফিলিপস (৭৯)। এই ফলাফল দেখে কিউইদের দল সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে যে, তারা আমাদের বুঝতে কেমন দল পাঠিয়েছে। তবে তৃতীয় ওডিআইতে আমাদের টাইগার 'এ' দলকে চার ইউকেটে হারিয়ে তারা অনেকাংশে সংশয়ের অবমান ঘটায়। আমাদের ছেলেরা প্রথমে ব্যাট করে ২২৭ রান করতে সক্ষম হয়। ৫০ ওভারের খেলায় এই সংগ্রহ আশাব্যঞ্জক নয়। শেষের দিকে নাসুম (৬৭) ও ইয়াসির (৬৩) ঘুরে না দাঁড়ালে আরও বিপর্যয় ঘটতে পারতো। জবাবে ওরা ছয় ইউকেট হারিয়ে ২৩১ রাত তুলে জয়ী হয়। কিন্তু সিরিজ হারে (১-২) ব্যবধানে।

সমাপ্তি লগ্নে দুই সফরকারী দেশই একটি করে চার দিনের বেসরকারি টেস্ট খেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইমার্জিং দলের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ইমার্জিং দল প্রথম ইনিংসে ৩০৮ রান সংগ্রহ করে। বৃষ্টি বাধা সৃষ্টি করলেও শিবলীর সেঞ্চুরিকে (১০৪) থামাতে পারেনি। অধিকতর ছয়টি টেস্ট খেলায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধিনায়ক শাহাদত হোসেন দিপু ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরপর শুরু হয় প্রোটিয়াসদের পালা। কিন্তু আমাদের বোলারদের বিশেষ করে রাকিবুল (৬৫/৭) ও অন্যদের আক্রমণে তাঁরা নতি স্বীকার করে। ২৪৩ রানে ইনিংস শেষ। পরে আমাদের ইমার্জিং দল হাতে অল্প সময় পাই। তাড়াহুড়া করে ব্যাট করে পাঁচ উইকেট হারায় মাত্র ৮৫ রানের মাথায়। খেলার কোনো মীমাংসা হয় না। এ ধরনের খেলা আয়োজন দেশের পক্ষে কতটুকু প্রেরণাদায়ক তা নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন রয়েছে। স্টেডিয়ামের গ্যালারিগুলো ছিল পাঁজরের হাড় বের করা দর্শকশূন্য। খেলোয়াড়দের আত্মীয় স্বজন আর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত হাতে গোনা অল্প দর্শকদের দেখা গেছে। অতি গরম অচেনা-অজানা বেসরকারি খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে দর্শককূলের আগ্রহ ছিল খুবই সীমিত। এর আগে ১৫ মে নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিপক্ষে আমাদের 'এ' দল চারদিকের বেসরকারি টেস্ট খেলার জন্য মাঠে নামে। কিউইরা আড়াই শ রানের সীমানায়ই (২৫৬) ইনিংসে শেষ করেন। খালেদদের ছয় উইকেট প্রাপ্তি সত্ত্বেও ওদের তুলেন ৮১ রান। প্রত্যুত্তরে আমাদের ছেলেরা তারই জবাব দেন। সোহানের সেঞ্চুরি (১০৭) তে ভর করে টাইগারদের রান উঠে ২৬৮। ক্লার্কসন নেন চার উইকেট (৪৪/৪)। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমিকা ভালোই ছিল। বাদ সাধলো পরের ইনিংসে। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস থামল ২৫৯-এ। আমাদের জয়ের জন্য প্রয়োজন ২৪৮। অনেকটাই সহজ টার্গেট। কিন্তু ব্যর্থ হলো আমাদের দল। জাকিরের ৫০ এবং অংকনের ৫৫ সত্ত্বেও আমাদের বাহিনী ১৭৫ এ থেমে যায়। হার হলো ৭০ রানে। দুই ম্যাচের সিরিজে ওরা এগিয়ে গেল (১-০)। দ্বিতীয় বা শেষ টেস্ট ২১ থেকে ২৪ মে। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের ব্যর্থতাকে ক্ষমা করা যায় না। মাত্র ১৭৫ রান করে সবাই আউট হয়ে গেলে জয়ের আসা করা যায় না। এ টেস্টে জয়ী হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। জাকির ও অংকন ছাড়া সবাই ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। ওদের শেষ ইনিংসে নিককেলি একাই তুলেন ১২২ রান। আমাদের পক্ষে হাসান মুরাদ (৬১/৫) ও নাঈম হাসান (৭৩/৪) যথেষ্ট ভালো বল করেন। কিন্তু শেষ ভালো যার সব ভালো তার। ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ আদিত্য আশোক (৫৪/৫) এবং লেনকস (৩৯/২) আমাদের 'এ' দলের ব্যাটারদের সামর্থ্য ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্টে আমাদের ব্যাটাররা ভালো ব্যাট চালালেও সময় নষ্ট করেন অনেক। চার দিনের ম্যাচে আরও দ্রুত খেলার প্রয়োজন ছিল। তবে প্রথম ইনিংসে আমাদের ছেলেরা সাহসের সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে ৩৫৭ রান তুলেন। বিজয় ৪৮, নাঈম ৮২, 'অমিত ৬৭, সাঈফ ৫১, ও সোহান ৪৮ রানের অবদান রাখেন। কিউই 'এ' র পক্ষে লিস্টার (৩), লেনক্স (৩) এবং ফউলক্েছ (২) ছাড়া আর কেউ উইকেট দখল করতে পারেনি।

জবাবে ওরাও খারাপ করেননি। বারবার বৃষ্টির বাধা সত্ত্বেও তারা চতুর্থ দিনে টাইগার 'এ' দলের সীমা পার করেন (৩৬২/৮)-এরপর লাঞ্চ। অতঃপর বৃষ্টি। কিউইরা ড্র হলেও খুশি। তারা সতর্কভাবে ব্যাট চালান। কারটার ৬২, হিফি ৭১, নিককেলি ১০৩, বয়েল ৫৮ রান করে তাঁদের শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য, নিককেলি প্রথম টেস্টেও সেঞ্চুরি করেছিলেন। দুই দলই একটি মাত্র ইনিংস খেলে শেষ দিনে মধ্যবেলা পার করেন। কাজেই ম্যাচ ড্র হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু কিউইরা সিরিজ জিতে ১-০ তে ইমার্জিং দলের ২য় টেস্ট খেলার তারিখ ২৭-৩০ মে। সে প্রসঙ্গে কিছু না বলে এখানেই নিবন্ধের ইতি টানছি। এই ত্রিমুখী অনুষ্ঠানে আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যের চিত্র থাকলেও মরুপারের দুঃসহ স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 'এ' দল বা ইমার্জিংয়ের খেলোয়াড়রা আমাদের কতটুকু আশ্বস্ত বা আকর্ষণ করেছেন, তা বলতে চাই না। তবে শূন্য গ্যালারি দেখে জোর গলায় বলতে ইচ্ছে হয় যে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তা সবারই ভেবে দেখা দরকার। এই দুই অনুষ্ঠানের প্রতি দেশবাসীর কোনো আগ্রহ বা উৎসাহেরও ছবি চোখে পরেনি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ ক্রিকেটের অনুষ্ঠান যেনো সবার কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়। সে দিকেই যেন সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। দেশের ক্রিকেটে যেন উত্তরোত্তর উন্নত হতে থাকে এই দৃশ্য দেখতেই সবাই উন্মুখ।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

এবার একসঙ্গে ১৮টি অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা

মোরসালিন আহমেদ

নানা রকম বেষম্য দূরাকরণ ও রাজনোতকমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন গড়ার লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রমে এবার একসঙ্গে ১৮টি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নতুন অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিগুলো হচ্ছে ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন, বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন, জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন, রোইং ফেডারেশন, রোলার স্কেটিং ফেডারেশন, ক্যারম ফেডারেশন, বধির ক্রীড়া ফেডারেশন, বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন, সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশন, সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন, ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশন, মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন, বাশাআপ অ্যাসোসিয়েশন, ব্যুথান অ্যাসোসিয়েশন, থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশন, চুকবল অ্যাসোসিয়েশন ও কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। গত ২৮ মে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি স্বাক্ষরিত ভিন্ন ভিন্ন প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২১ মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ওপর ক্ষমতাবলে এবং ধারা ২ (৪) ও ৮ বর্ণিত পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃত্ব বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সদ্য গঠিত ১৮টি কমিটির মধ্যে ১৩টিতে সাধারণ সম্পাদক পদে রদবদল হলেও ৫টিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সপদে বহাল রয়েছে যথাক্রমে জিমন্যাস্টিকসে মো. হাবিবুর রহমান জামিল, সেপাক টাকরো মো. ফারুক ঢালি, মাউন্টেনিয়ারিংয়ে অপার আহমেদ, কিকবক্সিংয়ে মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফিজ ও ব্যুথানে গ্র্যান্ডমাস্টার এম এ কামাল ইউরী বজ্রমুনি।

এর আগে ২৩ এপ্রিল তায়কোয়ানডো ফেডারেশন ও ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন, ২৮ মার্চ বক্সিং ফেডারেশন ও উশু ফেডারেশন, ২৭ মার্চ আর্চারি ফেডারেশন, খো খো ফেডারেশন ও বেসবল এন্ড সফটবল অ্যাসোসিয়েশন, ১৯ মার্চ হ্যান্ডবল ফেডারেশন, জুডো ফেডারেশন, সাইক্লিং ফেডারেশন, রেসলিং ফেডারেশন ও রাগবি ফেডারেশন, ২৮ জানুয়ারি সাঁতার ফেডারেশন, ভারোত্তোলন ফেডারেশন, কারাতে ফেডারেশন, ভলিবল ফেডারেশন, টেবিল টেনিস ফেডারেশন, শরীর গঠন ফেডারেশন ও ফেন্সিং ফেডারেশন এবং ১৪ নভেম্বর ব্রিজ ফেডারেশন, টেনিস ফেডারেশন, স্কোয়াশ ফেডারেশন, কাবাডি ফেডারেশন, অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার ফেডারেশন, বাস্কেটবল ফেডারেশন, দাবা ফেডারেশন ও হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। তবে গত অক্টোবরে নির্বাচনের মাধ্যমে ফুটবল ফেডারেশন নয়া কমিটি পেয়েছে। কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডে সভাপতি রদবদল ও পরিচালনা পর্ষদে দুজন পরিচালক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বোর্ডে আংশিক পুনর্গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৯ আগস্ট ৫ সদস্যবিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি ফেডারেশন অ্যাসোসিয়েশনে মধ্যে এ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের অংশ হিসেবে ৪৮টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন নতুন অ্যাডহক কমিটির মুখ দেখল। তবে শুটিং ফেডারেশন ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থাসহ অবশিষ্ট ৫টি কমিটিও দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘোষণা করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোয় ধাপে ধাপে নতুন অ্যাডহক কমিটি আসছে।

এদিকে ১৯ মার্চ ঘোষিত বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্থান পেয়েছিলেন মাহবুবুল আমিন জীবন। ৮৪ বছর বয়সী এ প্রবীণ সংগঠক প্রজ্ঞাপনের পর থেকে হাসপাতালে রয়েছেন। এর ফলে নতুন প্রজ্ঞাপনে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মেজবাহ উদ্দিন আজাদ। অপরদিকে যুগ্মসম্পাদক ফারুক উদ্দিন আহমেদের পবিবর্তে এ কে এম আবদুল মোবিনকে যুগ্মসম্পাদক করা হয়েছে। তবে গত ২৭ মার্চ ঘোষিত বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সদস্য মতিউর রহমান বাবুলকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ আল আমিনকে সদস্য করা হয়েছে।

ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ

সভাপতি মাসুদুল হাসান। সহসভাপতি মোস্তফা কালাম শাহীন, মো. নাসিরুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফ আহমেদ মৃদুল। যুগ্ম সম্পাদক মো. সানোয়ার হোসেন। কোষাধ্যক্ষ আসিফুল হাসান মাসুদ। সদস্য– ড. মো. সোহরাব হোসেন, সাইফ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার মীর এনায়েত হোসেন, মো. হেদায়েতুল আজিজ মুন্না, পাপ্পু লাল মোদক, মো. আনোয়ার কবীর চৌধুরী বাবু ও সালিম রহমান।

বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন

সভাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল মো. বদরুল আমিন অব.। সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আবুল খায়ের মিয়া, খালিদ হোসেন। সাধারণ সম্পাদক কে এম রহমান বাপ্পি। যুগ্ম সম্পাদক গোলাম সাব্বির মাসুম। কোষাধ্যক্ষ রেজাউল করিম রিপন। সদস্য– শাহিদা আক্তার, মো. জাকির উদ্দিন, নাজমুস শাহাদাত, সর্বজি চন্দ্র সূত্রধর, মো. আলী আকবর, আল আমিন, শাহজাহান কবীর হিরু, গোলাম জাকির ও আসান বিন রনি।

বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন

সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সিনিয়র সহসভাপতি লে. জেনারেল মো. শাহিনুল হক। সহসভাপতি মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুল্লাহ হিল বাকী অব., হাফিজুর রহমান খান। সাধারণ সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সাঈদ সিদ্দিকী অব.। যুগ্ম সম্পাদক কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন। কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান। সদস্য– ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালেহিন মনোয়ার অব., ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আবদুল মঈন, মো. জহিরুল ইসলাম, আরশি হায়দার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনিসউজ্জামান, প্রফেসর শাহিন মাহবুবা হক, মেজবাহ-উল-হক, স্কোয়াড্রন লিডার মো. দিদারুল ইসলাম অব., সারেক রহিম, লে, কমান্ডার কামার আলম অব., কর্নেল মো. মাহবুবুর রহমান অব. ও মেজর মাহমুদুর রহমান চৌধুরী অব.।

বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন

সভাপতি সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ। সহসভাপতি মেজর এম ডি জাকির হোসেন অব., নুরুল আজিম সানি। সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান জামিল। যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম কামরুজ্জামান হিরু। কোষাধ্যক্ষ ইশতিয়াক খালেদ। সদস্য– মো. ইয়াকুব আলী, মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, মুশফিকুর রহমান, শাহ মোহাম্মদ আবদুর রব, রওশন আরা বেগম ছবি, পারুল আক্তার, মো. মাহমুদ হাসান, ছালেহ আহমেদ, নাজমুস সাকিব, আবু সালেহ মো. ফজলে রাব্বি, সৈয়দ তারেক মাহমুদ, সাদ্দাম হোসেন, মো. খালিদ হাসান, প্রতিনিধি বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রতিনিধি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন

সভাপতি খন্দকার মো. মাহবুবুর রহমান। সহসভাপতি মোশারফ হোসেন, ক্যাপ্টেন এস এম এ সুফিয়ান মাহমুদ। সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ আলম। যুগ্ম সম্পাদক মো. রাশিম। কোষাধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদ। সদস্য– রাশিক মোল্লা, এ এইচ এম মহিউদ্দিন, মো. এমদাদ হোসেন মিয়া, মো. নাসিরুজ্জামান চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম রাজু, ফাইজুল ইসলাম, মো. রবি উল্লাহ, অ্যাডভোকেট মো. কাইউম, রবিউল আলম, মো. ফখর উদ্দিন চৌধুরী, সাঈদ সাফায়েত হোসেন ও প্রতিনিধি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন

সভাপতি ড. মো. কামরুজ্জামান কাইসার। সহসভাপতি এ এইচ এম মহিউদ্দিন, মো.

জাভেদ। সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান। যুগ্ম সম্পাদক মো. নাদিম। কোষাধ্যক্ষ মো. আসলাম। সদস্য– নিশিত রঞ্জন সাহা বিন্দু, আসিফ ইকবাল, নাওশিপ হোসেন দিপ্র, শামসুল আরেফিন রবিন, তাপস অদিত্ত, আবুল কালাম আজাদ, মো. রুবেল, মোক্তার আহমেদ, ফারজানা আক্তার লিজা, মো. মোজ্জামেল ও মো. আবদুল্লাহ।

বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

সভাপতি এ এফ এম এহতেশামুল হক তুহিন। সহসভাপতি কে জি হুমায়ুন কবীর, মো. নাজমুল হাসান সুমন। সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু তৈয়ব মো. হাসান। যুগ্ম সম্পাদক এম মনজুরুল হাসান মামুন। কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম কনক। সদস্য– শাহাদাত হোসেন বিপ্লব, ফরিদা ইয়াসমিন, জাফরুল আহসান বাবুল, এস এম শাহজাহান চৌধুরী, মো. ফেরদৌস আখতার, মাহফুজুর রহমান সরকার, মো. জাহিদ খোরশেদ, মো. হাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীর ইকবাল টিটো, রিপন সরকার ও জেড এম গোলাম মুতাকব্বের জাহাঙ্গীর চেঙ্গিস।

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

সভাপতি ড. মো. মহিউদ্দিন। সহসভাপতি লিমিয়া দেওয়ান, গাজী কামরুল হাসান। সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক। যুগ্ম সম্পাদক হামিদা আক্তার। কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম। সদস্য– মো. আমিনুল ইসলাম, ফজলে এলাহী খান, জাকির হোসেন খান, শাহ বাবুল আহমেদ, শামসুল আরেফিন, শিমুল আক্তার, মাসুদুর রহমান ও শিখা নন্দী।

বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। সহসভাপতি স্থপতি কাজী আরিফ, মো. আজিম উদ্দিন। সাধারণ সম্পাদক মেজর মো. রাকিব অব.। যুগ্ম সম্পাদক ফাইজ আহমেদ। কোষাধ্যক্ষ ইফতেখার চৌধুরী। সদস্য– বিগ্রেডিয়ার জেনারেল শরীফ আহসান অব., শাহরিয়ার কবীর, দেলোয়ার হোসেন, মো. নুরুল হাসান ফরিদী, মনির হোসেন, আজিজুলন্নাহার শ্যামলী, নুসরাত জাহান, সোহেল রানা, তৌকির আহমেদ, আলমগীর কবীর, সাবরিনা আক্তার ও শেখ আহসান হাবিব।

বাংলাদেশ সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি মেজর জেনারেল এ কে এম মুজাহিদ উদ্দিন অব.। সহসভাপতি খন্দকার সাইফুল ইসলাম, মো. জিহাদ উদ্দিন। সাধারণ সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী রোকন। যুগ্ম সম্পাদক মো. সাদেকুল আরেফিন। কোষাধ্যক্ষ সাইফুল্লাহ সিফাত। সদস্য রাশেদ আলম, রাফে সালমান রিফাত, ফখরুদ্দিন মানিক, সহিদুল আলম, রমজান মিয়া ও মো. আবদুল্লাহ।

বাংলাদেশ সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান। সহসভাপতি আলী আহমেদ রাসেল, রেজাউল আমিন। সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক ঢালি। যুগ্ম সম্পাদক মেজর অব. মো. কামরুল হোসেন। কোষাধ্যক্ষ মো. জামাল হোসেন। সদস্য– শিবলী নোমানী, এ কে এম মাহবুবুর রহমান, লুৎফর করিম সোহেল, মো. আবু হানিফ, শাহাদাত হোসেন, সাইফুল মনির, রাবিতা রানী রায়, নূর হোসেন খান, মো. মাহমুদ হাসান রিয়াজ ও খালিদ সাইফুল্লাহ।

বাংলাদেশ ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি নাসিমুল গনি। সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেকুজ্জামান সাঈদ, মো. হারুন। সাধারণ সম্পাদক মো. আল আমিন চৌধুরী। যুগ্ম সম্পাদক জিহাদুল ইসলাম। কোষাধ্যক্ষ নাহির নাহার ন্যান্সি। সদস্য– ড. শৈবাল চন্দ্র, মো. মাহমুদ হাসান, মো. মহিউদ্দিন, মো. রেজানুল হক, মো. শফিউদ্দিন মাহমুদ শেখ, মো. রিয়াজুল হক ও মো. জাহাঙ্গীর আলম।

বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি ইয়াহিয়া খান। সহসভাপতি মনোয়ারা বেগম তামান্না, মো. আখতারুজ্জামান আপেল। সাধারণ সম্পাদক অপার আহমেদ। যুগ্ম সম্পাদক মীর শামসুল আলম বাবু। কোষাধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল আলম। সদস্য– ইফতেখার নাফিস, মতি রহমান, মো. সাহাব উদ্দিন সিহাব, মো. মাহমুদ রুবায়েদ ও মো. আল মাশরেকুজ্জামান।

বাংলাদেশ বাশাআপ অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি আবু তাহের মো. মাসুদ রানা। সহসভাপতি খালেদ মনসুর চৌধুরী, লে, কর্নেল মো. খালিদ হাসান অব.। সাধারণ সম্পাদক কাজী আরাফাত মাহমুদ সাকিব। যুগ্ম সম্পাদক আক্তার হোসেন বাবুল। কোষাধ্যক্ষ দিল আফরোজ রোজী। সদস্য– আনসার আলী, মো. মনিরুজ্জামান মিয়া, শেখ শরীয়ত উল্লাহ অসীম, মহিউদ্দিন আহমেদ আইকন, রিয়াদ মাহমুদ, কাউসার আহমেদ, উম্মে হাবিবা স্বর্ণা, রুদ্র সরকার, আবদুস সালাম খান খোকন, সালেহ আহমেদ মনা ও আবদুল কাদের।

বাংলাদেশ ব্যুত্থান অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি মেজর জেনারেল কামরুজ্জামান অব.। সহসভাপতি অ্যাডভোকেট কাজী শফিকুল আলম, নজরুল ইসলাম মোল্লা। সাধারণ সম্পাদক গ্র্যান্ডমাস্টার এম এ কামাল ইউরী বজ্রমুনি। যুগ্ম সম্পাদক খালিদ উল্লাহ আশরাফ। কোষাধ্যক্ষ কে এম তানিম উজ জামান। সদস্য–লে. কর্নেল মো. ইউসুফ অব., ক্যাপ্টেন তরিকুল আলম লিঙ্কন অব., অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ, মেহেদি হাসান তমাল, সাঈদ তানভীর রহমান, সাইফুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ সালাম, অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বাবু, কাজী মাহিন মাহমুদ, ডি এম ওজায়ের হোসেন, এম এন রাশিদুল ইসলাম, বিপ্লব কুমার সাহা ও কাওসার মাতব্বর।

বাংলাদেশ থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি প্রফেসর ড. মোবাশ্বের মোমেন। সহসভাপতি নেসার উদ্দিন আহমেদ, মো. দীন ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক ড. শরীফ আরিফুজ্জামান। যুগ্ম সম্পাদক মেজর নূর সিদ্দিকী অব.। কোষাধ্যক্ষ মাসুদ ভিকি। সদস্য– মো. ইউসুফ চৌধুরী, বি এম শহিদুজ্জামান, হেলাল উদ্দিন, ঝর্ণা আক্তার, আবু দাউদ মোল্লা, মো. মোদাচ্ছের হোসেন, প্রতিনিধি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, প্রতিনিধি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রতিনিধি বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিনিধি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ চুকবল অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল এ এস এম ফখরুল ইসলাম অব.। সহসভাপতি আবু নাসের মো. ওয়াহিদ দুলাল, আহসান ইকবাল চৌধুরী আবির। সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাস। যুগ্ম সম্পাদক ফরিদ আহমেদ। কোষাধ্যক্ষ এ কে এম আবদুল হান্নান আকবর। সদস্য– মো. হায়দার আলী, নাসিরুল্লাহ লাবলু, সাইফুল্লাহ মুনীর, লিপি বেগম হীরা, সালাহউদ্দিন রিজন, থুই সিং প্রু লুবু, তৌহিদুর রহমান সোহেল ও রায়হান উদ্দিন রুবেল।

বাংলাদেশ কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি ইশতিয়াক আবেদিন। সহসভাপতি মোর্শেদ আলম চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার বিমল চন্দ্র রায়। সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফিজ। যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম লুৎফর রহমান। কোষাধ্যক্ষ ইশতিয়াক আবেদিন। সদস্য– প্রফেসর রেজওয়ানুল আলম রুমি, আরিফুর রহমান, ড. মো. সোহেল সামাদ, ড. শ্রীনিবাস পণ্ডিত, সালেহউদ্দিন ভূঁইয়া, মারজুকি বিনতে আনোয়ার, ড. লুতফুন নাহার, সিগমা হোসেন, এ কে এম মাসুদুল ইসলাম, মো. গাউসুল বারী ও আরিফ হোসেন।

বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন

সভাপতি মেজর জেনারেল মো. হাবিব উল্লাহ। সহসভাপতি–হাসানুজ্জামান বাবলু, ড. আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল মো. এরশাদুল হক। যুগ্ম সম্পাদক মুসলিম মিয়া। কোষাধ্যক্ষ মির্জা রাজিবুল হাসান। সদস্য–নুরুদ্দিন হোসেন, আবদুল্লাহ ফেরদৌস মান্নান, বেগম কাজী জেবুন তাসমীন, মহিউদ্দিন আহমেদ জামিল, বেগম মরিয়ম ইতি, এম ডি আল আমিন, মো. মোখসেদুর রহমান, আরিফ রাব্বানী, শাহ মো. মঞ্জুরুল হক পাটোয়ারী, জহিরুল ইসলাম, গোলাম সাকলাইন, মো. জাহাঙ্গীর আলম ও প্রতিনিধি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন

সভাপতি সালাহউদ্দিন আলমগীর। সহসভাপতি–শফিউল আলম, মো. তরিকুল ইসলাম চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক রাসেল কবির সুমন। যুগ্ম সম্পাদক বেগম তাপতুন নাসরিন। কোষাধ্যক্ষ মো. রাইসুদ্দিন। সদস্য–মো. কামরুজ্জামান, হাবিব হাসান, রফিকুল ইসলাম বাবুল, রাইসুল আলম খান, ডা. আসাবুল হক সোহান, মো. সালাহউদ্দিন খান, মাহমুদ রিয়াজ, মনির উজ জামান, এ এফ এম আবদুস সাকিব, গৌরব সিং, প্রতিনিধি বাংলাদেশ পুলিশ, প্রতিনিধি বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিনিধি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

উপেক্ষিত আঞ্চলিক ক্রিকেট

সেকান্দার আলী

অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট সিরিজ আয়োজন করে প্রদেশভিত্তিক ক্রিকেট সংস্থা। বাংলাদেশে যেটি আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা হিসেবে পরিচিত। ভারতেও প্রাদেশিক ক্রিকেট সংস্থা ভাগ করে নেয় আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজনের দায়িত্ব। কেন্দ্র থেকে বণ্টন করে দেওয়া হয় খেলাগুলো। পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকের বাইরে জাতীয় প্রতিযোগিতা, প্রাদেশিক সবই থাকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই (বিসিবি) কেবল বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে না। পুরো দেশের ক্রিকেটকে কুক্ষিগত করে রাখায় জুড়ি মেলাভার বিসিবির। যেকোনো আন্তর্জাতিক সিরিজের আয়োজন, জাতীয় লিগ, ঢাকা লিগ, জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, স্কুল ক্রিকেট খেলাগুলো হয় বিসিবির সরাসরি তত্ত্বাবধানে। ফলে ক্রিকেটের গণ্ডি, চিন্তার সংকীর্ণতা এবং পরিসর ছোট হয়ে থাকছে। দেশজুড়ে ক্রিকেটের প্রসারে যেটা বড় অন্তরায় হিসেবে থেকে গেছে।

সেই ২০০১ সালে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। সেই চিন্তা পরিকল্পনায় রূপ নিতে লেগেছে ২২ বছর। বিসিবির বিগত পরিচালনা পর্ষদ আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার ধারা গঠনতন্ত্রে সংযোজন করে ২০২২ সালে। পরীক্ষামূলকভাবে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার কার্যক্রম শুরু করেছিল সিলেট বিভাগে। পরবর্তী সময়ে একটি গঠনতন্ত্রও তৈরি করা হয়েছিল। বিসিবি পরিচালক মাহাবুবুল আনাম আঞ্চলিক গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করার পর অনুমোদন দেয় বিসিবি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অ্যাডহক কমিটিও গঠন করা হয়। সেই কমিটিগুলো বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থাও ধ্বংসের পথে। এই আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে বিসিবির সাবেক পরিচালক আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি বলেন, '২০০১ সাল থেকে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। প্রথম দিকে আইনগত কাঠামো, অবকাঠামো এবং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গঠনতন্ত্রে ঢুকেছে বেশি দিন হয়নি। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মাহাবুবুল আনামকে, তিনি কতটা করতে পেরেছেন জানি না। আমাদের মিটিংয়েও অনেক সময় আলোচনায় এসেছে। কিন্তু কেন যেন সেটা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।'

বিসিবি চেয়েছিল বিভাগীয় ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তুলতে। সাজ্জাদুল আলম ববি যেটার বিরোধিতা করে অঞ্চলভিত্তিক ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অভিমত আছে। আমরা বলছি আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা, কিন্তু করছি বিভাগীয় ক্রিকেট সংস্থা। বিভাগীয় হওয়াতে কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি হবে। একই কাজের ব্যয় বাড়বে। ক্রিকেটের মান কমে যাবে। বরিশালে যেমন চারটি জেলা। সিলেটেও কম। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে আবার জেলার সংখ্যা বেশি। আমার প্রস্তাব ছিল অঞ্চলভিত্তিক ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তোলার। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং সেন্ট্রাল জোনে ভাগ করে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা হলে বেশি কার্যকর হতো।' তিনি মনে করেন বিসিবির মতো পাঁচটি ক্রিকেট সংস্থা থাকলে এবং কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলে- সাংগঠনিক দক্ষতা, ক্রিকেটার তৈরি এবং টুর্নামেন্টও লিগ আয়োজনে ব্যাপ্তি লাভ করত। বিসিবির নীতিনির্ধারকরা যেটা হতে দেননি। আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা কার্যকর রাখা গেলে প্রতিটি বিভাগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু গড়ে তোলা সম্ভব হতো। ঢাকা লিগের মতো বিভাগীয় লিগ পরিচালনা করে হাজার হাজার ক্রিকেটার পাইপলাইনে যোগ করা সম্ভব ছিল। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট লিগ খেলা হলে জাতীয় লিগে মান হতো ভারতের রঞ্জি ট্রফি বা পাকিস্তানের কায়দে আজম ট্রফির মতোই।

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের মতে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তোলার জন্য আঞ্চলিক পরিচালক মনোনিত করা বা কমিটি গঠনের প্রয়োজন নেই। বিভাগগুলোতে বিসিবির সাব অফিস দিয়ে নিখুঁত এবং পরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম চালানো সম্ভব। তিনি বলেন, 'আঞ্চলিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশাল কিছু লাগে না। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বিসিবি যৌথভাবে কাজ করলে যেকোনো কিছু করা সহজ হয়ে যায়। বিসিবি আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার জন্য একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা করে দিলেই হবে। আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার জন্য স্থানীয় লোকবল নিয়োগের প্রয়োজন নেই। বিসিবির একটি সাব অফিস থাকবে, যেখানে একজন ম্যানেজার থাকবেন। বিসিবি সিইও তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন।' সাবেক উইকেটরক্ষক এই ব্যাটারের মতে, 'রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে যে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ থাকবেন, তারাই মাঠ দেখভাল ও খেলা পরিচালনা করবেন। একজন কমার্শিয়াল এক্সজিকিউটিভও রাখা যেতে পারে যিনি যে বিভাগে থাকবেন, সেই বিভাগ থেকে কিছু স্পন্সর যোগার করার চেষ্টা করবেন বা ঢাকা থেকে পাওয়া স্পন্সর দেখভাল করবেন। এ জন্য এখানে কোনো পরিচালক রাখার প্রয়োজন নেই। চেয়ারম্যান লাগে না ক্রিকেট চালাতে। বাড়তি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। আসলে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার কোনো ইচ্ছা বিসিবির নেই। ইচ্ছা থাকলে উপায় হতো। বিসিবি থেকে যে বাজেট আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার জন্য বরাদ্দ থাকবে সেখান থেকে পর্যায়ক্রম, গুরুত্ব অনুযায়ী খেলা চালাবে, প্রশিক্ষণ দেবে ও মাঠ পরিচর্যা করবে।'

বিসিবির টাকায় ঢাকার ক্রিকেট চললেও অন্য বিভাগীয় লিগে ক্লাবগুলোকে কোনো অনুদান দেওয়া হয় না। এমনকি বিভাগীয় ক্রিকেট সংস্থাকে বার্ষিক চার লাখ টাকা অনুদান দেয় বিসিবি লিগ আয়োজন সাপেক্ষে। দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মিনি বিসিবি প্রতিষ্ঠা করা গেলে বিভাগীয় লিগ আয়োজন করা সম্ভব হতো। এ নিয়ে পাইলটের মত হলো, 'ঢাকা মেট্রোপলিন ক্রিকেট লিগ (সিসিডিএম) বিসিবি করতে পারলে, বিভাগীয় ক্রিকেট লিগ চালানো আরও সহজ হবে। প্রতিটি বিভাগে একটি করে সাব অফিস থাকলে ঢাকা লিগের অর্ধেক খরচে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহে লিগ করতে পারবে। ঢাকা বিভাগে ১২টি জেলার জন্য একজন কর্মকর্তা ও কার্যালয় নির্ধারণ করেন। প্রতিটি জেলার ক্রিকেট কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তাঁরা। বার্ষিক বাজেট থাকবে, সেখান থেকে নিয়ম মেনে খরচ করতে হবে। প্রতিটি কাজের এবং খরচের হিসেবে নেবে বিসিবির অডিট বিভাগ। আমার মনে হয় প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে আঞ্চলিক সংস্থা কার্যকর করা উচিত। এখানে পরিচালকদের দিয়ে চালাতে গেলে অঞ্চলভিত্তিক ক্রিকেট হবে না। বিসিবি হয়ে থাকবে ঢাকার ক্রিকেট বোর্ড।'

পাইলটের পরামর্শ হলো, 'আমি মনে করি বিসিবির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার একটি গঠনতন্ত্র বানিয়ে প্রতিটি বিভাগে একটি করে সাব অফিস প্রতিষ্ঠা করে- কাঠামো ঠিক করে কার্যক্রম শুরু করে দিতে পারত। কারণ, প্রতিটি বিভাগে ক্রিকেট স্টেডিয়াম আছে। সেখানে অফিস করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে এবং হোস্টেল গড়ে তোলা সম্ভব। প্রতিটি জেলায় বিসিবির কোচ আছে। তাঁদের কাজে লাগাতে পারে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তাঁরা বসে বসে বেতন নেন। বিভাগীয় অফিস থাকলে কোচদের দিয়ে কাজ করানো যেত।' প্রতিটি বিভাগে একসঙ্গে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা না করে পাইলট প্রকল্প হিসেবে যেকোনো একটি বিভাগকে কার্যক্রম শুরুর পক্ষে জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ক, 'বিসিবির একসঙ্গে আট বিভাগে সাব অফিস খোলার প্রয়োজন নেই। যেকোনো একটি বিভাগকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করতে পারে। একটি বিভাগে মনোযোগ দেন। ভুলভ্রান্তি হলে সেগুলোকে ঠিক করে বাকি বিভাগের জন্য ফিট করতে পারবেন। বিসিবি চিন্তা করেছে পরিচালক দিয়ে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গঠন করবে। লাগবে প্রশাসক। তাঁদের সহযোগিতা করবে সাবেক ক্রিকেটাররা। জাতীয় দল বা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারদের নিবেন।'

চট্টগ্রামের ক্রিকেট সংগঠক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার অস্তিত্ব দেখেননি। তাঁর মতে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গড়ে তোলার নামে বিভাগের ক্রিকেট সংঠকদের সঙ্গে ঠকবাজি করেছেন নাজমুল হাসান পাপন। আলমগীরের মতে, 'ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটকে কুক্ষিগত করে রাখার সব কৌশল নিয়েছে। ২০০৮ সালে যে গঠনতন্ত্রে নির্বাচন হয়েছে সেটাই

ছিল ভুল। বিসিবিকে নিয়ন্ত্রণ করে ঢাকার ক্লাব থেকে নির্বাচিত পরিচালকেরা। সবচেয়ে বেশি ১২ জন পরিচালক ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হন। তাঁরা ক্লাব থেকে নির্বাচিত হন, তাই ক্লাবের স্বার্থ দেখেন। বিসিবি কেন শুধু ঢাকা ক্লাবগুলোর অভিভাবক হবে। প্রতিটি বিভাগেই তো ক্লাব আছে। তারাও বিসিবির অনুদান পাওয়ার অধিকার রাখে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিবির কোনো অফিস নেই। অথচ চাইলেই মিনি বিসিবি গড়ে তোলা সম্ভব। প্রতিটি বিভাগে স্টেডিয়াম আছে, সেখানে সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে ক্রিকেটীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারত।' পাপন আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন নিজস্ব অর্থায়নে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ বা টুর্নামেন্ট আয়োজন করার। বোর্ডের নির্দেশনা মেনে চট্টগ্রামে একটি টি-টোয়েন্টি লিগ হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিবির অনুদান পাওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। বর্তমানে তো আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থাই বিলুপ্ত।

সিলেটে দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্রিকেট ভেন্যু- সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যেখানে জাতীয় দলের কার্যক্রম বেশি পরিচালিত হয়। চট্টগ্রামের থেকেও সিলেটে এখন আন্তর্জাতিক খেলা হয় বেশি। অথচ সিলেটের আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া বা বিসিবির আঞ্চলিক কার্যালয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ নিয়ে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক রাজিন সালের ভীষণ আক্ষেপ, 'আমরা ক্রিকেট খেলেছি নিজের তাগিদে। এখনো সিলেটে থেকে যেসব ক্রিকেটার তৈরি হচ্ছে, তা-ও নিজেদের চেষ্টায়। বিসিবির কোনো কার্যক্রম তো নেই। সিলেটে কেন বিসিবির অফিস থাকবে না? কেন এখানে ঢাকার মতো লিগ হবে না। বিসিবি আন্তরিক হলে সিলেটসহ প্রতিটি বিভাগের জন্য বার্ষিক বাজেট দিত। বিসিবির দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম, লিগ, টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হতো।' রাজিনের মতে, বিসিবির আঞ্চলিক কার্যালয় থাকলে জেলা পর্যায়ের ক্রিকেটে গতি আনা সম্ভব হতো। জেলা কোচদের কার্যক্রম দেখার লোক পাওয়া যেত। সারা দেশে ক্রিকেট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতো।

বাস্কেটবল লিগে ভেলোসিটি ও হরনেটস চ্যাম্পিয়ন

সাদিয়া তাবাসসুম

দ্বিতীয় বিভাগ বাস্কেটবল লিগে পুরুষ বিভাগে ভেলোসিটি এরিনা ঢাকা চ্যাম্পিয়ন ও রেইডার্স বাস্কেটবল ক্লাব রানার্সআপ এবং নারী বিভাগে হরনেটস স্পোর্টস ক্লাব চ্যাম্পিয়ন ও ধুমকেতু বাস্কেটবল ক্লাব রানার্সআপ হয়েছে। এদিকে লিগে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়ে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন রেইডার্সের এমদাদুল হক পিয়াস ও হরনেটসের রাত্রি আক্তার। গত ২৬ মে লিগ শেষে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি ডা. শামীম নেওয়াজের সভাপতিত্বে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ এর সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ। ট্রফি ও মেডেলসহ উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন দলকে ৬০ হাজার টাকা করে ও রানার্সআপ দলকে ৪০ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। লিগের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড।

এ বছর পুরুষ বিভাগে ১৩টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হচ্ছে ভেলোসিটি এরিনা ঢাকা, রেইডার্স বাস্কেটবল ক্লাব, মাস্তাংস বাস্কেটবল ক্লাব, নেট নিপার্স স্পোর্টস ক্লাব, টাইটান্স বাস্কেটবল ক্লাব, বেঙ্গল ফাইটার্স ক্লাব, ভাইকিংস ক্লাব, যোসেফাইটর্স নাইটস বাস্কেটবল ক্লাব, আজাদ বয়েজ ক্লাব, ঢাকা ইউনাইটেড ক্লাব, উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪, মিরপুর ডিওএইচএস ও দিনাজপুর বাস্কেটবল একাডেমি। দলগুলো শুরুতে দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এরপর সুপার লিগ শেষে শিরোপা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো ৮টি দল নিয়ে এবার দ্বিতীয় বিভাগ নারী বাস্কেটবল লিগ কোর্টে

পুরুষ বিভাগে ভেলোসিটি এরিনা ঢাকা চ্যাম্পিয়ন।

গড়িয়েছিল। সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতিতে অংশ নেওয়া দলগুলো হচ্ছে হরনেটস স্পোর্টস ক্লাব, ধুমকেতু বাস্কেটবল ক্লাব, দেশি বলার্স, এপিক স্পোর্টস একাডেমি, ভাইকিংস ক্লাব, মাস্তাংস বাস্কেটবল ক্লাব, দ্য গ্রোয়িং অ্যাপ ক্লাব ও ঢাকা ইউনাইটেড ক্লাব।

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মেজর অব. মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ বলেন, বাস্কেটবলের নিজস্ব ভেন্যু না থাকায় খুবই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। ফলে ভেন্যু প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমাদের নানা রকম আয়োজন করতে হচ্ছে। এক প্রশ্নে বলেন, গত ৪-২৬ মে মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় বিভাগ বাস্কেটবল লিগ আয়োজনে কয়েকবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছে। কারণ এ ভেন্যুতে একাধিক ফেডারেশনের টুর্নামেন্ট হওয়ার কারণে তাদেরকেও মাঝেমধ্যে ভেন্যু ছেড়ে দিতে হয়েছে। এর ফলে লিগ চালিয়ে যেতে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ এর মাঠে করতে হয়েছে। অপর প্রশ্নে বলেন, প্রথমবারের মতো ৮টি দল দিয়ে এবার নারী লিগ করেছি। এখান থেকে শীর্ষ চার দল নিয়ে আগামী বছর প্রথম বিভাগ নারী লিগ আয়োজন করার পরিকল্পনা করছি। এদিকে জাতীয় নারী বাস্কেটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় আশরীন মৃধা বলেন, বিগত সময়ে মেয়েদের নিয়ে জাতীয় বাস্কেটবল কিংবা নানা রকম টুর্নামেন্ট হলেও বাস্কেটবলের ইতিহাসে এবারই নারী লিগ কোর্টে গড়িয়েছে। প্রথমবারের মতো খেলতে এসে মেয়েরা খুবই ভালো খেলেছেন। তাদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি। আমার বিশ্বাস এভাবে নারী বাস্কেটবল এগিয়ে গেলে ভবিষ্যতে শক্তিশালী জাতীয় দল গঠনে ভূমিকা রাখবে।

নারী বিভাগে হরনেটস্ স্পোর্টস ক্লাব চ্যাম্পিয়ন।

প্রিমিয়ার লিগে যথারীতি বিদেশিদের দাপট

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ১ জুন হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি তাবিথ আউয়াল। সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন।

রফিকুল ইসলাম

ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম আসর থেকেই দাপট দেখিয়ে আসছেন বিদেশি ফুটবলাররা। এটা প্রতিষ্ঠিত যে, বেশিরভাগ ম্যাচ জয়ের নায়ক হয়ে আসছেন বিদেশিরা। জয় পাওয়ার জন্য ক্লাবগুলো আক্রমণভাগের বিদেশিই বেশি আনে। ফলে গোলের ক্ষেত্রে তাঁরাই থাকেন এগিয়ে। ব্যতিক্রম হয়নি এবারো। সর্বাধিক ও দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতা বিদেশি। গোলদাতাদের শীর্ষ ১১ জনের মধ্যে ৬ জনই বিদেশি।

শেষ হওয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে দল হিসেবে দাপট দেখিয়েছে মোহামেডান। কাগজ-কলমে এক নম্বর দল না হলেও লিগে তারা শেষ করেছে এক নম্বর হয়েই। দ্বিতীয় পর্ব থেকেই টেবিলের শীর্ষে ছিল সাদাকালোরা। একবারের জন্যও তাদের দুইয়ে নামাতে পারেনি কেউ। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপে রানার্সআপ, ফেডারেশন কাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পর মোহামেডানের সব শক্তি প্রয়োগ ছিল প্রিমিয়ার লিগে। শেষ পর্যন্ত সাদাকালোরা ৩ ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস তৈরি করে।

১০ দলের লিগ। দুই পর্বে প্রত্যেক দল খেলেছে ১৮টি করে ম্যাচ। মোহামেডান ১৩ ম্যাচ জিতে, ৩টি ড্র করে ২টি হেরে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে প্রথমবারে মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মৌসুম শেষ করেছে। মোহামেডানের শিরোপা নিশ্চিতের পর রানার্সআপ হওয়ার দৌড়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী ও পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত আবাহনী লিগ শেষ করেছে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থেকে। বসুন্ধরা কিংস ৩, তাদের পয়েন্ট ৩২। আবাহনী ১৮ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ১০টি। ৫টি ড্র করে ৩টি হেরেছে আকাশি-নীলরা। আর বসুন্ধরা কিংস জিতেছে ৯ ম্যাচ। হেরেছে চারটিতে, ড্র ৫টি।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে মোহামেডানকে সেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি কোনো দল। তবে দারুণ জমেছিল রানার্সআপ ও মাঝামাঝি থাকার লড়াই। প্রিমিয়ার লিগে ফিরে আসা ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবার অনেক ভালো করেছে। পাঁচে থেকে লিগ শেষ করেছে কমলা জার্সিধারীরা। এই পাঁচের জন্য তুমুল লড়াই ছিল ফর্টিস ও পুলিশেরও। চার দলের পয়েন্ট সমান ২৭ হলেও গোলগড়ে এগিয়ে ব্রাদার্স ৫, ফর্টিস ৬ ও পুলিশ ৭ নম্বরে থেকে লিগ শেষ করে।

এবারের লিগে দুই নবাগত ছিল ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স। ইয়ংমেন্স টিকে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের। চট্টগ্রাম আবাহনীর সাথে তারাও নেমে গেছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। জোড়াতালি দিয়ে দল গড়ার পরই বোঝা গিয়েছিল টিকে থাকা কঠিন হবে চট্টগ্রাম আবাহনীর। ১৮ ম্যাচ খেলে মাত্র একটি জয়ে ৩ পয়েন্ট চট্টগ্রাম আবাহনীর পাশে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর পর থেকে কোনো দল এত কম পয়েন্ট পায়নি। এবার সেই লজ্জার রেকর্ডে প্রিমিয়ার লিগকে বিদায় জানিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনী।

এবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ঘটনাবহুল। এই প্রথম মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমন একটি লিগে যে লিগ এবার আয়োজন করতেই বাফুফের দম ফেঁটেছে। দুইটা দল নাম প্রত্যাহার করেছে এবারের লিগ থেকে। নিজেদের রেকর্ড ছিল মোহামেডানের। প্রথমবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে সাদাকালোরা। দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ পর এবার লিগ উপহার দিয়ে ডাবল হ্যাটট্রিক। সেই ২০০৭ সালের পর। আবাহনী প্রথম পর্বে খেলেছে বিদেশি ফুটলার ছাড়া। দ্বিতীয় পর্বে একজন ব্রাজিলিয়ান ও একজন নাইজেরিয়ানকে উড়িয়ে নিয়ে আসে।

নানা ঘটনার এই লিগ শেষ হওয়ার তিন দিনের মাথায় আগামী মৌসুমের আমেজ শুরু হয়েছে। ১ জুন থেকে চলছে পেশাদার ফুটবল লিগের ক্লাবগুলোর খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন। নতুন মৌসুমে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ছাড়াও আরও চারটি টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ, ফেডারেশন কাপ, স্বাধীনতা কাপ ও সুপার কাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন মৌসুমের খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত।

সর্বাধিক গোলদাতা স্যামুয়েল বোয়েটেং

তিন ম্যাচ হাতে রেখে মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়ার পর দলের অধিনায়ক সোলেমান দিয়াবাতে ব্যক্তিগতভাবে সেরা হওয়ার জন্যও চেষ্টা করেছিলেন। আগের মৌসুমে অল্পের জন্য সর্বাধিক গোলের পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিততে পারেননি মালির এই গোলমেশিন। মোহামেডানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারিগর এবার সেই স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছিলেন। দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাকি ৩ ম্যাচে ৫ গোল করেও ব্যক্তিগত চাওয়াটা পূরণ করতে পারেননি মোহামেডানের ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া দিয়াবাতে। তাঁকে টপকিয়ে সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছেন রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়েটেং। দিয়াবাতের গোল ১৯টি, বোয়েটেংয়ের ২১টি।

দিয়াবাতের ১৯ গোল মোহামেডানকে ইতিহাস গড়তে সহযোগিতা করেছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাদাকালোরা। আর বোয়েটেং ২১ গোল করে রহমতগঞ্জকে শীর্ষ চারে রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন। চারে থেকে লিগ শেষ করার পুরস্কার পেয়ে গেছে রহমতগঞ্জ। নতুন মৌসুমে বাফুফে সুপার কাপ ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে। সেই সুপার কাপে লিগের শীর্ষ ৪ দল অংশ নেবে। সুপার কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন ক্লাবটির জন্য অনেক কিছু।

বোয়েটেং গোলদাতাদের লড়াইয়ে এগিয়ে গেছেন প্রথম পর্বে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের বিপক্ষে ডাবল হ্যাটট্রিক করে। শেষ ম্যাচে পুলিশ এফসির বিপক্ষে করেছেন হ্যাটট্রিক। তার আগে হ্যাটট্রিক করেছেন মোহামেডানের বিপক্ষে। তিন ম্যাচে ১২ গোল ব্যক্তিগত এই পুরস্কার জেতার দৌড়ে এগিয়ে দেন ঘানাইয়ান এই ফরোয়াডর্কে। বাকি গোলের মধ্যে বোয়েটেংয়ের জোড়া আছে দুটি ব্রাদার্স ও ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে। একটি করে গোল করেছেন চার ম্যাচে।

বোয়েটেংয়ের ডাবল হ্যাটট্রিকে দেড় যুগ পর এমন কীর্তি দেখেছেন দর্শকরা। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (তখন নাম ছিল বি.লিগ) প্রথম আসরে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে ডাবল হ্যাটট্রিক করেছিলেন পল ম্যাকজেমস নোয়াচুকু নামের মোহামেডানের এক নাইজেরিয়ান। প্রায় দেড় যুগ পর গত ৪ জানুয়ারি ডাবল হ্যাটট্রিক করেন আরেক স্যামুয়েল বোয়েটেং। পল ডাবল হ্যাটট্রিক করেছিলেন ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে, বোয়েটেং করেছেন মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লা.লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।

সদস্য সমাপ্ত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ ১১ গোলদাতার মধ্যে বিদেশিই ৬ জনই। অন্য চারজন হলেন- ১১ গোল করে যৌথভাবে তিনে থাকা মোহামেডানের নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড এমানুয়েল সানডে, ৮ গোল করে পাঁচে থাকা ফর্টিস এফসির গাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড পা ওমর বাবু এবং ৬ গোল করে যৌথভাবে ছয়ে থাকা

সর্বাধিক গোলদাতা রহমতগঞ্জের স্যামুয়েল বোয়াটেং

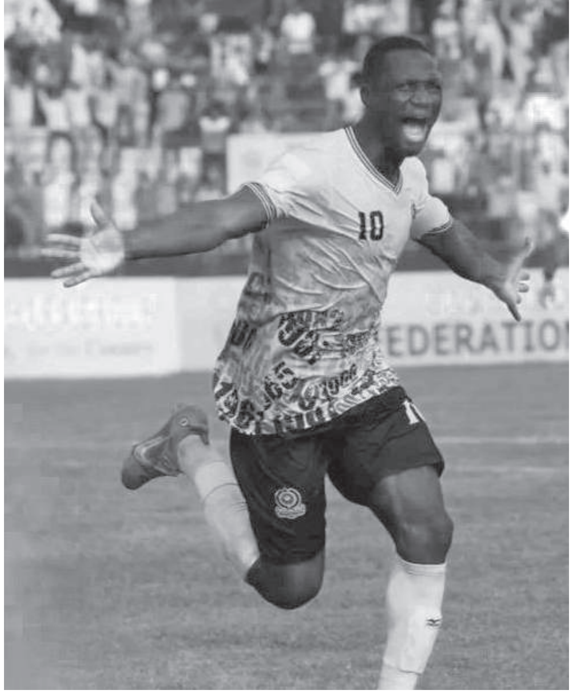

ঢাকা মোহামেডানের সাফল্যের নায়ক সোলেমান দিয়াবাতে

ব্রাদার্সের সেনেগালের ফরোয়ার্ড চিক সেনে ও ইয়ংমেন্সের আইভরিকোস্টের ফরোয়ার্ড ওউতারা বেন ইব্রাহিম।

শীর্ষ ১১ তে স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ১১ গোল করেছেন বসুন্ধরা কিংসের রাকিব হোসেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০ গোল করেছেন পুলিশের আল-আমিন এবং ৬টি করে গোল আছে বসুন্ধরা কিংসের ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, আবাহনীর এনামুল ইসলাম গাজী ও ফর্টিস এফসির পিয়াশ আহমেদ নোভা।

এক ডাবল হ্যাটট্রিক ও পাঁচ হ্যাটট্রিক

এবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ দেখেছেন একটি ডাবল হ্যাটট্রিক ও পাঁচটি হ্যাটট্রিক। রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়েটেং ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের বিপক্ষে এবং হ্যাটট্রিক করেছেন মোহামেডান ও পুলিশ এফসির বিপক্ষে। মোহামেডানের সোলেমান দিয়াবাতে, বসুন্ধরা কিংসের মোরসালিন ও রাকিব হোসেন হ্যাটট্রিক করেছে। সোলেমান দিয়াবাতে ডাবল হ্যাটট্রিকের কাছাকাছি গিয়েও পারেননি। শেষ ম্যাচে ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে করেছেন ৫ গোল। রাকিব হ্যাটট্রিক (৪ গোল) করেছেন ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে এবং মোরসালিন হ্যাটট্রিক করেছেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের বিপক্ষে।

এক নজরে ফলাফল

প্রথম রাউন্ড

২৯.১১.২০২৪: ব্রাদার্স-২ (সিসে, জাকারিয়া) : পুলিশ এফসি-১ (মানিক)
২৯.১১.২০২৪ : ওয়ান্ডারার্স-০ : মোহামেডান-৬ (দিয়াবাতে-২, সানডে, রাকিব, বোয়েটিং, সৌরভ)
২৯.১১.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-৭ (জারেদ-২, রাকিব-২,ফাহিম, মিগুয়েল, জনি) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
৩০.১১.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-৩ (ওশেই, তাজ, ফেলিক্স) : ফর্টিস এফসি-১ (মনজুরুর)
৩০.১১.২০২৪ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : আবাহনী-২ (এনামুল গাজী, জাফর ইকবাল)

দ্বিতীয় রাউন্ড

০৬.১২.২০২৪ : মোহামেডান-১ (দিয়াবাতে) : বসুন্ধরা কিংস-০
০৬.১২.২০২৪ : চট্টগ্রাম আবাহনী-০ : রহমতগঞ্জ-২ (জীবন-২)
০৭.১২.২০২৪ : আবাহনী-১ (সুমন রেজা) : ওয়ান্ডারার্স-০
০৭.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-৪ (আল-আমিন-২, জয়ন্ত, মানিক) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (তুরায়েভ)
০৭.১২.২০২৪ : ফর্টিস এফসি-১ (পা ওমর) : ব্রাদার্স-১ (জাকারিয়া)

তৃতীয় রাউন্ড

১৩.১২.২০২৪ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : ফর্টিস এফসি-৩ (নোভা-২ ,ওমর সার)
১৩.১২.২০২৪ : ব্রাদার্স-২ (চিক সেনে) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
১৪.১২.২০২৪ : ওয়ান্ডারার্স-০ : পুলিশ এফসি-৪ (আল-আমিন-২, দিপক, কাজেম কিরমানি)
১৪.১২.২০২৪ : মোহামেডান-১ (দিয়াবাতে) : আবাহনী-০
১৪.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-৪ (জোনাথন, মিগুয়েল, সোহেল রানা, তপু বর্মন) : রহমতগঞ্জ-১ (জীবন)

চতুর্থ রাউন্ড

২০.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-১ (আল-আমিন) : মোহামেডান-৩ (এমানুয়েল টনি, সানডে, দিয়াবাতে)
২০.১২.২০২৪ : আবাহনী-১ (সুমন রেজা) : বসুন্ধরা কিংস-০
২১.১২.২০২৪ : চট্টগ্রাম আবাহনী-০ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২(জায়েম, জকমনভ)
২১.১২.২০২৪ : ফর্টিস এফসি-১ (ভ্যালেরি) : ওয়ান্ডারার্স-১ (সাকিব)
২১.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-৩ (স্যামুয়েল বোয়েটেং-২, জীবন) : ব্রাদার্স-১ (চিক সেনে)

পঞ্চম রাউন্ড

২৭.১২.২০২৪ : ওয়ান্ডারার্স-১ (শাকিল আলী) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
২৭.১২.২০২৪ : মোহামেডান-১ (এমানুয়েল সানডে) : ফর্টিস-০
২৭.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-১ (মজিবর জনি) : ব্রাদার্স-১ (চিক সেনে)
২৮.১২.২০২৪ : আবাহনী-২ (আকাশ, ইমন) : পুলিশ এফসি-০
২৮.১২.২০২৪ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (তুরায়েভ) : রহমতগঞ্জ-৬ (বোয়েটেং-২, রাজন-২,তাজউদ্দিন, জীবন)

ষষ্ঠ রাউন্ড

০৩.০১.২০২৫ : ফর্টিস এফসি-০ : আবাহনী-০
০৩.০১.২০২৫ : ব্রাদার্স-৩ (মুস্তাফা, চিক সেনে, সাজ্জাদ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০
০৩.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-০ : বসুন্ধরা কিংস-৫ (জোনাথন-২, জনি, রাকিব, মিগুয়েল)
০৪.০১.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-১ (জিতু) : মোহামেডান-৫ (সৌরভ-২, মৌনজুর, সানডে, সেলিম রেজা (আত্মঘাতী))
০৪.০১.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-৬ (বোয়েটেং-৬) : ওয়ান্ডারার্স-১ (সাইয়েস সামসুদ)

সপ্তম রাউন্ড

১০.০১.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-৪ (জোনাথন, ফাহিম, রফিকুল, রাকিব) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (টুটুল বাদশা-আত্মঘাতী))
১০.০১.২০২৫ : মোহামেডান-৩ (জিসান, দিয়াবাতে, এমানুয়েল সানডে) : রহমতগঞ্জ-১ (বোয়েটেং)
১০.০১.২০২৫ : ওয়ান্ডারার্স-১ (সিফাত) : ব্রাদার্স-৪ (ইমন (আত্মঘাতী), মাহবুবুর, কিংসলে, চিক সেনে)
১০.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-১ (মোরশেদুল) : ফর্টিস এফসি-১ (নোভা)
১১.০১.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-০ : আবাহনী-৪ (ইব্রাহিম-২, এনামুল গাজী, আসাদুল মোল্লা)

অষ্টম রাউন্ড

১৭.০১.২০২৫ : চট্ট. আবাহনী-১ (ফাহিম) : পুলিশ এফসি-০
১৭.০১.২০২৫ : ব্রাদার্স-০ : মোহামেডান-১ (সানডে)
১৭.০১.২০২৫ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-৪ (রাফায়েল, কচনেভ, জাকমনভ, তুরায়েভ) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-(সাকিব)
১৮.০১.২০২৫ : ফর্টিস এফসি-১ (আবদুল্লাহ) : বসুন্ধরা কিংস-১ (তপু বর্মন)
১৮.০১.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-০ : আবাহনী-১ (শাকিল)

নবম রাউন্ড

২৪.০১.২০২৫ : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০ : বসুন্ধরা কিংস-৫ (ফার্নান্দেজ, সোহেল রানা, তপু বর্মন, রাকিব, মিগুয়েল)
২৪.০১.২০২৫ : মোহামেডান-০ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (জাকমনভ)
২৪.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-২ (আল-আমিন-২) : রহমতগঞ্জ-১ (ওশিয়ে)
২৫.০১.২০২৫ : ব্রাদার্স-০ : আবাহনী-০
২৫.০১.২০২৫ : ফর্টিস এফসি-১ (ইসা জালো) : চট্ট. আবাহনী-০

দশম রাউন্ড

২১.০২.২০২৫ : পুলিশ এফসি-১ (ড্যানিলো) : ব্রাদার্স-০
২১.০২.২০২৫ : মোহামেডান-৩ (মোজাফফরভ, রহিম উদ্দিন, দিয়াবাতে) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০
২১.০২.২০২৫ : ফর্টিস এফসি-৩ (পা ওমর বাবু-২, ভ্যালেরি) : রহমতগঞ্জ-১ (স্যামুয়েল বোয়েটেং)
২২.০২.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-০ : বসুন্ধরা কিংস-২ (ফাহিম, মিগুয়েল)
২২.০২.২০২৫ : আবাহনী-৬ (এনামুল গাজী-২, রিদয়, ইব্রাহিম, জাফর ইকবাল, মিরাজ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (সায়েম)

একাদশ রাউন্ড

১১.০৪.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-২ (তানভীর, বোয়েটেং) : চট্ট. আবাহনী-০
১১.০৪.২০২৫ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : পুলিশ এফসি-৩ (বাবলু-২, দীপক)

১২.০৪.২০২৫ : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-১ (সাকিব) : আবাহনী-৪ (রাফায়েল-২, সুমন রেজা, রিদয়)

১২.০৪.২০২৫ : ব্রাদার্স-০ : ফর্টিস এফসি-২ (কামাচি, পা ওমর)

১২.০৪.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-১ (রাকিব) : মোহামেডান-২ (দিয়াবাতে-২)

দ্বাদশ রাউন্ড

২৫.০৪.২০২৫ : ফর্টিস এফসি-১ (ডেভিড) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (বেন ইব্রাহিম)

২৫.০৪.২০২৫ : পুলিশ এফসি-১ (জাখোঙ্গির) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

২৬.০৪.২০২৫ : আবাহনী-০ : মোহামেডান-০

২৬.০৪.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-০ : বসুন্ধরা কিংস-০

২৬.৪.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-০ : ব্রাদার্স-২ (জাকারিয়া, এমফন সানডে

ত্রয়োদশ রাউন্ড

০২.০৫.২০২৫ : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-১ (ইউসুফ সিফাত) : ফর্টিস এফসি-০

০২.০৫.২০২৫ : মোহামেডান-৩ (এমানুয়েল সানডে-২, মুজাফফর) : পুলিশ এফসি-১ (দানিলো)

০২.০৫.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-২ (ফাহিম-২) : আবাহনী-০

০৩.০৫.২০২৫ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-৩ (বেন ইব্রাহিম-২, সাইদ হোসেন) : চট্ট. আবাহনী-২ (সৌরভ রাজবংশী, ফয়সাল)

০৩.০৫.২০২৫ : ব্রাদার্স-০ : রহমতগঞ্জ-০

চতুর্দশ রাউন্ড

০৯.০৫.২০২৫ : চট্ট. আবাহনী-১ (ফজলে রাব্বি) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-২ (রাসেল-২)

০৯.০৫.২০২৫ : ব্রাদার্স-০ : বসুন্ধরা কিংস-০

০৯.০৫.২০২৫ : ফর্টিস-১ (পিয়াস নোভা) : মোহামেডান-১ (মাহবুব)

১০.০৫.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-১ (শান্তা (আত্মঘাতী) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২ (ইরফান, শান্তা)

১০.০৫.২০২৫ : পুলিশ এফসি-০ : আবাহনী-০

পঞ্চদশ রাউন্ড

১৬.০৫.২০২৫ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (বেন ইব্রাহিম) : ব্রাদার্স-৪ (এমফন সানডে-২, তুরায়েভ, কৌশিক)

১৬.০৫.২০২৫ : মোহামেডান-৪ (সানডে-২, দিয়াবাতে, মুজাফফর) : চট্ট.আবাহনী-১ (রেদওয়ান সুমন)

১৬.০৫.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-০ : পুলিশ এফসি-১ (দিপক)

১৭.০৫.২০২৫ : আবাহনী-১ (ইয়াসিন) : ফর্টিস এফসি-২ (পা ওমর বাবু, জুম্মন)

১৭.০৫.২০২৫ : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-১ (গুস্তাবো হেনরিক) : রহমতগঞ্জ-৩ (বোয়েটেং, মেহেদী হাসান, তানভীর)

ষষ্ঠদশ রাউন্ড

২০.০৫.২০২৫ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২ (শান্ত টুডু, তিয়াস দাস) : বসুন্ধরা কিংস-৭ (রাকিব-৪, ফাহিম, রফিকুল, গফুর)

২০.০৫.২০২৫ : ব্রাদার্স-৫ (আসান-২, জাকারিয়া-২, উদোহ) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

২১.০৫.২০২৫ : মোহামেডান-৩ (দিয়াবাতে-২, সানডে) : রহমতগঞ্জ-৪ (বোয়েটেং-৩, তাজ উদ্দিন)

২১.০৫.২০২৫ : ফর্টিস এফসি-১ (পা ওমর) : পুলিশ এফসি-১ (আল-আমিন)

২১.০৫.২০২৫ : আবাহনী-৫ (এনামুল গাজী-২, এমেকা, বাবলু, রাফায়েল) : চট্ট.আবাহনী-০

চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
মোহামেডান	১৮	১৩	৩	২	৪৬/১৬	৪২
আবাহনী	১৮	১০	৫	৩	৩১/৮	৩৫
বসুন্ধরা কিংস	১৮	৯	৫	৪	৪৫/১৫	৩২
রহমতগঞ্জ	১৮	৯	৩	৬	৩৯/২৫	৩০
ব্রাদার্স	১৮	৭	৬	৫	২৮/১৮	২৭
ফর্টিস এফসি	১৮	৬	৯	৩	২৪/১৫	২৭
পুলিশ এফসি	১৮	৮	৩	৭	২৪/২৫	২৭
ইয়ংমেন্স ক্লাব	১৮	৬	১	১১	২৩/৫৪	১৯
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স	১৮	৩	১	১৪	১৪/৫৫	১০
চট্ট.আবাহনী	১৮	১	০	১৭	৭/৫০	৩

রোল অব অনার		
মৌসুম	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০০৭	আবাহনী	মোহমেডান
২০০৮-০৯	আবাহনী	মোহামেডান
২০০৯-১০	আবাহনী	মোহামেডান
২০১০-১১	শেখ জামাল	মুক্তিযোদ্ধা
২০১২	আবাহনী	মুক্তিযোদ্ধা
২০১২-১৩	শেখ রাসেল	শেখ জামাল
২০১৩-১৪	শেখ জামাল	আবাহনী
২০১৪-১৫	শেখ জামাল	শেষ রাসেল
২০১৬	আবাহনী	চট্টগ্রাম আবাহনী
২০১৭-১৮	আবাহনী	শেখ জামাল
২০১৮-১৯	বসুন্ধরা কিংস	আবাহনী
২০১৯-২০	*করোনার জন্য বাতিল*	
২০২০-২১	বসুন্ধরা কিংস	শেখ জামাল
২০২২	বসুন্ধরা কিংস	আবাহনী
২০২২-২৩	বসুন্ধরা কিংস	আবাহনী
২০২৩-২৪	বসুন্ধরা কিংস	মোহামোন
২০২৪-২৫	মোহামেডান	আবাহনী

সপ্তদশ রাউন্ড

২৩.০৫.২০২৫ : মোহামেডান-৩ (দিয়াবাতে-২, মেহেদী হাসান মিঠু) : ব্রাদার্স-৩ (দিয়ারা, সানডে, আবু সাঈদ)

২৩.০৫.২০২৫ : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-১ (খুসান গনিজানভ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২ (বিন ইব্রাহিম-২)

২৪.০৫.২০২৫ : আবাহনী-১ (এমেকা) : রহমতগঞ্জ-১ (বোয়েটেং)

২৪.০৫.২০২৫ : পুলিশ এফসি-২ (আল-আমিন-২) : চট্ট.আবাহনী-১ (সাইফুল ইসলাম)

২৪.০৫.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-১ (মোরসালিন) : ফর্টিস এফসি-১ (আবদুল্লাহ)

অষ্টদশ রাউন্ড

২৭.০৫.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-৫ (মোরসালিন-৩, রাকিব, রাহুল) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-৩ (সাদিক, শহিদুল, মঞ্জুরুল)

২৭.০৫.২০২৫ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (শান্ত টুডু) : মোহামেডান-৬ (দিয়াবাতে-৫, সৌরভ)

২৭.০৫.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-৪ (বোয়েটেং-৩, সলোমন কনফার্ম) : পুলিশ এফসি-১ (দানিলো)

২৭.০৫.২০২৫ : আবাহনী-৩ (বাবলু, রাফায়েল, মিরাজুল) : ব্রাদার্স-০

২৯.০৫.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-০ : ফর্টিস এফসি-৪ (নোভা-২, পা ওমর বাবু-২)

শীর্ষ ১১ গোলদাতা

২১টি : স্যামুয়েল বোয়েটেং (রহমতগঞ্জ)।

১৯টি : সোলেমান দিয়াবাতে (মোহামেডান)।

১১টি : রাকিব হোসেন (বসুন্ধরা কিংস), এমানুয়েল সানডে (মোহামেডান)।

১০টি : আল-আমিন (পুলিশ এফসি)।

৮টি : পা ওমর বাবু (ফর্টিস এফসি)।

৬টি : ফয়সাল আহমেদ ফাহিম (বসুন্ধরা কিংস), এনামুল ইসলাম গাজী (আবাহনী), পিয়াশ আহমেদ নোভা (ফর্টিস এফসি), চিক সেনে (ব্রাদার্স) ও ওউয়াতারা বেন ইব্রাহিম (ইয়ংমেন্স ক্লাব)।

অবসর নিলেন 'দ্য ওয়াল' খ্যাত রানা

ওমর ফারুক রুবেল

আশরাফুল ইসলাম রানা। লাল সবুজের গোলপোস্টের নিচে দ্য ওয়াল খ্যাত তিনি। তারকা খরায় ভুগতে থাকা দেশের ফুটবলে যে কজন নিজেদের আলাদা করে চিনিয়েছিলেন, তাদেরই একজন রানা। তেকাঠির নিচে বিগত দেড় দশকে যে কজন গোলরক্ষক ছিলেন সেরার আলোচনায়, তাদেরই একজন তিনি। ২৩ মে প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডানের বিপক্ষে ব্রাদার্সের হয়ে ম্যাচের ৪৩ মিনিটে তেকাঠির নিচ থেকেই অবসর নেন আশরাফুল ইসলাম। ইতি টানলেন দীর্ঘ ফুটবল ক্যারিয়ারের। ক্যারিয়ারের শেষটা তিনি মেলাতে যাচ্ছেন শুরুর সঙ্গে। পেশাদার ফুটবলের শুরুটা হয়েছিল সাদা-কালো জার্সিতে। শেষটায়ও ছিল মোহামেডান। তবে রানা শেষ ম্যাচটি খেলেন প্রিয় দলের প্রতিপক্ষ হিসেবে।

বয়স ৪০ ছুঁই ছুঁই। তার শুরুর সঙ্গীদের বেশির ভাগ এখন সাবেক। কিন্তু রানা ব্যতিক্রম। বয়সকে স্রেফ সংখ্যায় রূপ দিতে ফিটনেসে তার নজর ছিল সবসময়। পেটানো শরীরে এ মৌসুমেও খেলেছেন নিয়মিত। ব্রাদার্সের হয়ে লিগ ও ফেডারেশন কাপে তিনবার পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ফর্ম আর ফিটনেস থাকতে থাকতেই অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত শুধুই তরুণদের সুযোগ করে দিতে। আর ১০ জনের মতো বোঝা হয়ে ক্যারিয়ার লম্বা করতে চাননি। একটা বড় সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হয়ে খেলা রানার কথা, 'অবসরের কারণ স্রেফ নতুনদের সুযোগ করে দেওয়া। এটাই অবসরের সঠিক সময় মনে হয়েছে। আর মোহামেডানের বিপক্ষে ম্যাচকে বেছে নেওয়ার কারণ এই ক্লাবের হয়েই আমার পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল। প্রিয় ক্লাবের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা খেলে বুট ও গ্লাভস জোড়া খুলে রেখেছি।'

মানিকগঞ্জের কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে শুধু জাতীয় দলেই খেলেননি, অধিনায়কত্বের সম্মানও পেয়েছিলেন রানা। তবে অধিনায়কত্বের সেই স্মৃতি ভুলে যেতে চান তিনি, '২০১৬ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচ আমার নেতৃত্বে খেলেছিল বাংলাদেশ। সেবার ভুটানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচের আগে আমার নাম অধিনায়ক হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে আক্ষেপ হলো সেই দুই ম্যাচের একটি ড্র ও একটি হেরে আমরা ১৬ মাসের জন্য আন্তর্জাতিক নির্বাসনে চলে গিয়েছিলাম। এই দুঃস্মৃতি এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়।'

জাতীয় দলের ক্যাম্পে প্রথম ডাক পেয়েছিলেন ২০১৫ সালে মোহামেডানে খেলার সুযোগ পাওয়ার পরপরই। এর পর থেকে জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেছেন ২০২২ সাল পর্যন্ত। একটু বেশি বয়সেই পেশাদার ফুটবল শুরু করতে হয়েছিল তাকে। এর কারণ দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে থাকায়। রানা অবশ্য ফুটবলার হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে সেনাবাহিনীর বড় অবদানের কথা বলেছেন, 'আমার অ্যাকাডেমিক কোনো ফুটবল শিক্ষা নেই। গ্রামে ছোটবেলায় খেলতাম। বড় ভাইরা সবাই স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতেন। আর ছোটদের জোর করে দাঁড় করিয়ে দিতেন পোস্টের নিচে। আমার ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছিল। এভাবেই গোলকিপার হয়ে ওঠা। আর ফুটবলকে পেশা হিসেবে নিতে বড় ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ২০০৩ সালে আর্মিতে যোগ দিয়েছিলাম ফুটবলার হিসেবে। সেখানে লম্বা সময় খেলেছি। তবে আর্মিতে থাকলে পেশাদার ফুটবলার হওয়ার সুযোগ ছিল না। জাতীয় দলেও হয়তো কখনো খেলতে পারতাম না। বিষয়গুলো নিয়ে আর্মির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলি এবং মুক্তিযোদ্ধা, মোহামেডান, শেখ জামালসহ বিভিন্ন ক্লাবে যোগাযোগ করি। ২০১৪ সালে আলফাজ ভাই, নকীব ভাই ও সাবেক ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম বাবু ভাই আমাকে মোহামেডানে নেন। পেশাদার ফুটবলার পরিচয়টা প্রথম মোহামেডান থেকেই পেয়েছি। মোহামেডানের হয়ে এক ম্যাচ খেলার পরেই জাতীয় দলে ডাক পাই। তখন থেকে কন্টিনিউ ২০২২ সাল পর্যন্ত খেলেছি জাতীয় দলে।' রানা ২০২৩ সাল থেকে জাতীয় দলে ব্রাত্য। তবে লাল সবুজ দল থেকে অবসর নেওয়া হয়নি। এখন মাঠের সব খেলা থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার কথা, '২০২৩ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলে ডাক পেতাম। যদিও সেই সময় জিকোই খেলেছে। তখন মনে হয়েছিল জাতীয় দল থেকে আনুষ্ঠানিক অবসরের ঘোষণা দেই। যাতে নতুনরা সুযোগ পায়। কোচকে বলেছিলাম কিন্তু সেই সুযোগটা হয়ে উঠেনি। এ নিয়ে খানিকটা আক্ষেপ রয়েছে তাই ক্লাব পর্যায়েই আনুষ্ঠানিকভাবে (বিদায়) নিয়েছি।'

জাতীয় দলের গোলকিপার শহীদুল আলম সোহেল, মাজহারুল ইসলাম হিমেল, আনিসুর রহমান জিকোদের সঙ্গে লড়াই করতে হতো জাতীয় দলের একাদশে সুযোগ পেতে। বয়সে তাদের চেয়ে বেশি হলেও রানা ঠিকই দেশের হয়ে খেলেছেন ২৫ ম্যাচ। এর মধ্যে ৯ ম্যাচ দলকে ক্লিনশিট রাখতে পারেন। জাতীয় দলে খেলাটা তাই রানার কাছে বিশেষ কিছু, 'আলহামদুলিল্লাহ, জাতীয় দলে অনেক ভালো সময় কাটিয়েছি। আমার জীবনের সেরা অর্জন বলতে পারেন। জাতীয় দল আমাকে বাংলাদেশের রানা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। একটি অজপাড়াগাঁয়ের কৃষক পরিবার থেকে এসে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য বিশাল একটা ব্যাপার। বাংলাদেশ দলে খেলাটা মোটেই সহজ ছিল না। এ জন্য আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ।'

প্রায় এক যুগ সেনাবাহিনীর চাকরি করে রানা আসেন মূল ধারার ফুটবলে। মোহামেডান দিয়ে শুরু। এরপর চট্টগ্রাম আবাহনী ও ধারে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব ঘুরে তিনি থিতু হন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রে। পাঁচ বছর এই ক্লাবের পোস্ট সামলে তিনি ফিরেছিলেন চট্টগ্রাম আবাহনীতে। চলতি মৌসুমেও এই দলে খেলার কথা ছিল তার। তবে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চট্টগ্রাম আবাহনী ভালো দল গড়ার পথ থেকে সরে এলে রানা যোগ দেন ব্রাদার্সে। সেখানে খেলেছেন অধিনায়ক হিসেবে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে কোনো দলগত অর্জন নেই রানার। ঘরোয়া ফুটবলেও কখনো লিগ শিরোপার স্বাদ পাননি। বিদায়বেলায় এই অপ্রাপ্তি সঙ্গী হচ্ছে তার, 'আমার বড় আক্ষেপের জায়গা হলো দেশকে কিছু দিতে না পারা। দেশের মানুষ যেভাবে ফুটবলকে ভালোবাসে, যেভাবে মনের মধ্যে লালন করে, ওইভাবে ফুটবলকে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। সোনালি প্রজন্মের তারকা যেমন ছাঈদ হাছান কানন ভাই, আমিনুল ভাই, সাব্বির ভাই, আসলাম ভাই এদের নাম যেভাবে মানুষ সবসময় মুখে মুখে বলেন, সেভাবে আমরা তাদের মতো করে কেউ হতে পারিনি। এটা আমার আক্ষেপের। আর বড় ক্লাবে খেললেও কখনো লিগ শিরোপার স্বাদ পাইনি। একাধিকবার রানার্সআপ দলের সদস্য ছিলাম। তবে কাঙ্ক্ষিত শিরোপা ছুঁয়ে দেখিনি।'

ফুটবল খেলা ছাড়লেও ফুটবলকে একেবারে ছাড়েননি রানা। এএফসি 'বি' কোচিং লাইসেন্স নিয়েছেন, গোলকিপিংয়ের ওপর বিশেষায়িত কোর্স করে কাজ করতে চান দেশের ফুটবলে। রানা বলেন, 'আমার ইচ্ছা গোলকিপিং কোচিংয়ে আসার। ফুটবল আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, এটাকে ছাড়তে পারব না। ফুটবলের সঙ্গে থেকে এর সেবা করতে চাই। পাশাপাশি কোনো একটা ব্যবসা হয়তো শুরু করব দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে।'

প্রথম ম্যাচে আশিকুর রহমান শিবলি ও দ্বিতীয় ম্যাচে ইফতেখার হোসেন ইফতির ব্যাট থেকে আসে সেঞ্চুরি

রাকিবুলের ফাইফার, শিবলি ও ইফতির সেঞ্চুরি

মো. মুলতানুর রহমান

দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলের বিপক্ষে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে তিন ম্যাচের আনঅফিসিয়াল ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিয়েছিল বাংলাদেশ ইমার্জিং দল। কিন্তু চার দিনের ম্যাচের সিরিজটি একেবারেই জমেনি। আসলে ব্যাট-বলের দ্বৈরথ জমতেই দেয়নি বৃষ্টি! প্রকৃতির কারসাজিতে উভয় ম্যাচে একাধিক দিনের খেলায় বিঘ্ন ঘটায় আনঅফিসিয়াল দুটি টেস্টই হয়েছে ম্যাড়মেড়ে ড্র। দু'দলের মধ্যকার সিরিজও তাই থেকে গেছে অমীমাংসিত।

অবশ্য ড্র সিরিজ থেকেও বাংলাদেশের কিছু প্রাপ্তি রয়েছে। বিশেষ করে রাকিবুল হাসানের 'ফাইফার' অর্জন এবং আশিকুর রহমান শিবলি ও ইফতেখার হোসেন ইফতির সেঞ্চুরি ছিল উল্লেখযোগ্য দিক। পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করেছিলেন আকবর আলী আর লংগার ভার্সনে নেতৃত্ব দেন শাহাদাত হোসেন দীপু। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম চার দিনের ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ অলআউটের আগে সংগ্রহ করে ৩০৮ রান। আশিকুর রহমান শিবলি তুলে নেন সেঞ্চুরি। ডানহাতি এই ওপেনারের ১৪৩ বলে ১০৪ রানের ইনিংসে ছিল ১৬টি বাউন্ডারি ও ১টি ছক্কার মার। এ ছাড়া অধিনায়ক শাহাদাত ৪৪ ও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান প্রীতম কুমার ৩১ রান করেন। প্রোটিয়া বোলারদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার টিয়ান ফন ভুরেন ৩টি এবং ডানহাতি পেসার ডিয়ান ফরেস্টার ও অফ স্পিনার টিসেপো এনটুলি উভয়েই ২টি করে উইকেট পান। এরপর সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে ২৪৩ রানে। হাফ সেঞ্চুরি করেন অধিনায়ক জর্জ ফন হার্ডিন (৬৩), রিচার্ড সেলেটসওয়ানি ও আন্দিলে মোকগাকানি দু'জনের ব্যাট থেকেই আসে ৪৩ রান। বাংলাদেশ উদীয়মান দলের বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান 'ঘূর্ণি যাদু' দেখিয়ে ৩১.৪ ওভারে ৬৪ রান খরচে একাই শিকার করেন ৭ উইকেট! ২ উইকেট তুলে নেন ডানহাতি পেসার রিপন মন্ডল। দ্বিতীয় ইনিংসে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়া বাংলাদেশ ইমার্জিং দল ৫ উইকেটে ৮৩ রান তোলার পর চতুর্থ দিনের খেলা শেষের আগেই দু'দলের অধিনায়ক মিলে ড্র মেনে নেন। দুর্দান্ত বোলিং করা রাকিবুলের হাতে ওঠে ম্যাচসেরার পুরস্কার।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচেও আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া বাংলাদেশ ইমার্জিং দল এক পর্যায়ে ৫৮ রানে ৫ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত স্কোরবোর্ড জমা করে ৩৭১ রানের বড় সংগ্রহ। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে শতক হাঁকান ইফতেখার হোসেন ইফতি। বাঁহাতি এই তরুণ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান তাঁর ১০৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস সাজান ২৯১ বলের মোকাবেলায়, যেখানে ছিল ১৪টি দর্শণীয় চার। অফস্পিন অলরাউন্ডার মঈন খান সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে আউট হন ব্যক্তিগত ৯১ রানের মাথায়। শেষ দিকে দুই পেসার মেহেদী হাসান অপরাজিত ৪৪ ও রিপন মন্ডল ৪৩ এবং বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ৩১ রান করলে পৌনে চারশ'র কাছাকাছি চলে যায় স্বাগতিকদের স্কোর। আন্দিলে মোকাগানি ৪টি, টিসেপো এনটুলি ৩টি ও এনকোবানি মোকোইনা ২টি উইকেট দখল করেন। ৬ উইকেটে ১৫২ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে প্রোটিয়ারা। ওপেনার মুহাম্মদ মানাক ৫৪ রানে আউট হন, ২৯ রান করেন রোমাশান পিল্লাই। সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা শাহাদাতের দল ওই অবস্থায় নিশ্চয় ম্যাচ জয়ের স্বপ্নই দেখেছিল। কিন্তু তাতে বাধ সাধে বৃষ্টি! জৈষ্ঠের অঝোর বর্ষণে পরের দুদিন মাঠে গড়াতে পারেনি একটা বলও। ফলে ড্র থেকে যায় দ্বিতীয় ম্যাচও।

ইনিংসে ৭ উইকেট শিকারের পর বল দেখাচ্ছিলেন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান

তিন ক্রিকেটারের শাস্তি

দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে বাগ্‌বিতণ্ডা ও হেলমেট ধরে টানাটানির ঘটনায় শাস্তি পেয়েছেন দুই দলের তিন ক্রিকেটার। এর মধ্যে দু'জন দক্ষিণ আফ্রিকার টিসেপো এনতুলি ও মিকায়েল প্রিন্স, অন্যজন বাংলাদেশের রিপন মণ্ডল। আইসিসির কোড অব কন্ডাক্ট অনুযায়ী তাঁদেরকে সাসপেনশন পয়েন্ট দিয়েছেন ম্যাচ রেফারি সেলিম শাহেদ। 'বাজে ভাষা' ব্যবহার করে এনতুলিকে উত্তপ্ত করার কারণে ২টি সাসপেনশন পয়েন্ট পেয়েছেন বাংলাদেশের পেসার রিপন। আর রিপনকে ধাক্কা মারা ও হেলমেট ধরে টানায় ৪টি সাসপেনশন পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এনটুলিকে। একই ঘটনায় রিপনের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলায় ১টি সাসপেনশন পয়েন্ট পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিকায়েল প্রিন্স। এই পয়েন্ট অনুযায়ী ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড।

বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ ইমার্জিং দল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলের মধ্যকার ২টি চার দিনের ম্যাচই ড্র হয়েছে

৭ম জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিকেএসপি

জাতীয় যুব আর্চারির সেরা বিকেএসপি

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

তীর ৭ম জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জপদক জিতে সবার ওপরে থেকে আসর শেষ করেছে। প্রতিযোগিতার শেষদিনে ২১টি ইভেন্টের সবগুলোর পদক নিষ্পত্তি হয়। বাংলাদেশ আনসার ১টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জপদক জিতে রানার্সআপ হয়েছে। তৃতীয় স্থান অর্জন করতে নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জপদক অর্জণ করে। এ ছাড়া বিকেএসপি আর্চারি ক্লাব ৭টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জপদক জিতে চতুর্থ, আর্মি আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জপদক জিতে ৫ম স্থান লাভ করে। চূড়ান্ত খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সভাপতি ড. মো. মোখলেস উর রহমান। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তুষার কান্তি চাকমা, মালিক মোহাম্মদ সাঈদ, কোষাধক্ষ্য এ কে এম শহীদুজ্জামান ও ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার ফাস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ চপল। জাতীয় যুব আসরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ষষ্ঠ, গোমতী আর্চারি ক্লাব, ফরিদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও চুয়াডাঙ্গা আর্চারি ক্লাব ৭ম স্থান লাভ করে। এবারের আসরিট গাজীপুরের টঙ্গীর আর্চারি ট্রেনিং একাডেমিতে শুরু হয় যুব আসর। চার দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা গত ২৮ মে শুরু হয়ে ৩১ মে শেষ হয়। অনূর্ধ্ব-১৫, অনূর্ধ্ব-১৮ ও অনূর্ধ্ব-২১ এই তিন বয়সভিত্তিক ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড ডিভিশনের ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শুরুর দিন ম্যানেজারস মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ ও ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার ফাস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ চপল।

অংশগ্রহণকারী দলসমূহ

বিকেএসপি, বিকেএসপি আর্চারি ক্লাব, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, আর্মি আর্চারি অ্যাসোসিশেয়ন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, স্পাইডার আর্চারি ক্লাব, গ্রিনউড আর্চারি ক্লাব, চুয়াডাঙ্গা আর্চারি ক্লাব, সিটিজি আর্চারি ক্লাব, নাজিব স্পোর্টিং আর্চারি ক্লাব, ফরিদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা, গোমতী আর্চারি ক্লাব, নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন আর্চারি ক্লাব।

চূড়ান্ত পদক তালিকা

দল	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট পদক
বিকেএসপি	১৯	৯	৬	৩৪
বাংলাদেশ আনসার	১	৩	২	৬
নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা	১	১	২	৪
বিকেএসপি আর্চারি ক্লাব	০	৭	২	৯
আর্মি আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন	০	১	২	৩
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	০	০	৩	৩
গোমতী আর্চারি ক্লাব	০	০	১	১
ফরিদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা	০	০	১	১
চুয়াডাঙ্গা আর্চারি ক্লাব	০	০	১	১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি (টিএফপি) স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত টিএফপি ইন্ট্রা ডেপ্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টিএফপি ১১তম ব্যাচ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনা চত্বরে দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্টে অংশ নেয় চারটি দল। ২৭ মে ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৫২ রান করে ৮ম ব্যাচ। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ১১তম ব্যাচ। ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন ১১তম ব্যাচের মিজান মুনসি। এই অলরাউন্ডার টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করে টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার ও সেরা ব্যাটার নির্বাচিত হন। ৮ উইকেট নিয়ে বোলিং গড়ে সেরা বোলার নির্বাচিত হন ৮ম ব্যাচের ইমন। তবে ১১তম ব্যাচের মানজুর আরমান দীপ্রও ৮ উইকেট নেন। খেলা শেষে ১১তম ব্যাচের অধিনায়ক মানজুর আরমান দীপ্রর হাতে ট্রফি তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি আবু সুফিয়ান আকিব।

জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে ১০ রেকর্ড

ওমর ফারুক রুবেল

বিজয়ীর হাতে পদক তুলে দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম

জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে একক আধিপত্য থাকে কেবলই বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি)। এবারও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। ৪০টি ইভেন্টের খেলা শেষে ২৫টি স্বর্ণ, ১৩টি রৌপ্য ও ৯টি ব্রোঞ্জ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বিকেএসপি। ৭টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ জিতে রানার্সআপ আনসার ও ভিডিপি। ২টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জপদক নিয়ে তৃতীয় হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা। গত ৩০ ও ৩১ মে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ৩৯তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাঈম আশফাক চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল আলম। আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মো. ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম।

এবারের জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসের চারটি গ্রুপে (বালক ও বালিকা এবং কিশোর ও কিশোরী) ৪২টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বালক-বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৬) ১৪টি এবং কিশোর-কিশোরী (অনূর্ধ্ব-১৮) ২৮টি ইভেন্টে খেলা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৩৬টি সংস্থার ৩৬৮ জন অ্যাথলেট অংশ নেন। বালক ১০৩জন, বালিকা ৮০জন, কিশোর ১৩৭ ও কিশোরী ৪৮জন ছিলেন।

দ্রুততম বালক মারুফ ও বালিকা সাইফা

জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে বিকেএসপির আধিপত্য থাকলেও বালকদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে তা কেড়ে নেয় চট্টগ্রামের মারুফ হাসান। ১১.১০ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্রুততম বালকের খেতাব জিতে নেয়। দ্রুততম বালিকার খেতাবও গেছে বিকেএসপির বাইরে। আনসারের সাইফা আক্তার ১২.৮০ সেকেন্ড সময় নিয়ে এই খেতাব জিতে নেয়।

দ্রুততম কিশোর অনিক, কিশোরী আজমি

১০০ মিটার স্প্রিন্টের বালক বিভাগে সেরা হয়ে দেশের দ্রুততম কিশোরের খেতাব জিতেছেন বিকেএসপির মো. রবিউল হাসান অনিক। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের নতুন ট্র্যাকে তিনি ১১.১০ সেকেন্ড সময় নিয়ে দৌড় শেষ করে স্বর্ণপদক জেতেন। এই ইভেন্টের বালিকা বিভাগে একই সংস্থার আজমি খাতুন ১২.৪০ সেকেণ্ড সময় নিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে প্রথম স্থান পেয়ে দ্রুততম কিশোরী হন। অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে আজমি ১২ দশমিক ৪০ সেকেন্ড সময় নিয়ে ভেঙেছেন ২০২৪ সালে বিকেএসপির হয়ে সুমাইয়া আক্তারের (১২ দশমিক ৪৯ সেকেন্ড) গড়া রেকর্ড। জুনিয়র মিটে প্রথম স্বর্ণ জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে মাগুরা থেকে উঠে আসা আজমির লক্ষ্য আগামী বছর অনুষ্ঠেয় পাকিস্তান এসএ গেমসে বাংলাদেশ দলে জায়গা করে নেওয়া।

দুই দিনে ১৩টি নতুন জাতীয় রেকর্ড

জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসের দুই দিনে ১৩টি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। প্রথম দিন ৫টি এবং শেষ দিনে আরও আটটি। এই রেকর্ডগুলোর মধ্যে ১০টিই গড়েছেন বিকেএসপির ছাত্র-ছাত্রীরা। বাকি তিনটির মধ্যে নোয়াখালীর অ্যাথলেটেরা দুটি এবং আনসারের এক অ্যাথলেট এই রেকর্ড গড়েন।

দুটি ইভেন্ট স্থগিত

জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে ৪২টি ইভেন্টের মধ্যে দুটির পদক নিষ্পত্তি হয়নি। দুইটি ইভেন্ট আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে ফেডারেশন থেকে জানানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বালকদের শটপুট (বালক) ও কিশোরীদের ডিসকাস থ্রো ইভেন্ট দুটির ফলাফল স্থগিত করা হয়। জুরি অব আপীল বোর্ডের সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

প্রাইজমানির চমক

এবারের আসরে ১৩টি ইভেন্টে নতুন রেকর্ডধারীর প্রত্যেকে পেয়েছেন ১০ হাজার টাকা করে। যা অ্যাথলেটিকসের ইতিহাসে এবারই প্রথম। এ ছাড়া প্রত্যেক ইভেন্টের স্বর্ণজয়ী তিন হাজার, রৌপ্যজয়ী দুই হাজার এবং ব্রোঞ্জজয়ী এক হাজার টাকা করে প্রাইজমানি পেয়েছেন।

১৩টি নতুন জাতীয় রেকর্ড

১০০মি. (কিশোরী) নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন বিকেএসপির আজমি খাতুন সময় নিয়েছেন ১২.৪০ সেকেন্ড সময় নিয়ে। গত বছর এই ইভেন্টে একই সংস্থার সুমাইয়া আক্তার ১২.৪৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন। ১১০ মি. হার্ডলস (কিশোর) মুহাইমেনুন আক্তার, নোয়াখালী জেলা ক্রীড়া

আজমি খাতুন

রবিউল হাসান অনিক

জেসমিন খাতুন

আল মাবুদ

সাফিয়া আক্তার

সজল

সুমাইয়া

তাসমিন হোসেন

তাসমিয়া হোসেন

জাকিয়া সুলতানা

মিরাজ

সংস্থা সময় নিয়েছেন ১৪.৮০ সে. পূর্বের রেকর্ড এই ইভেন্টে যশোর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মো. সিফাত শেখ ২০২০ সালে সময় ছিল ১৫.৫০ সে.। লংজাম্প (বালিকা) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ৫.৫০মিটার লাফিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েন। ২০১৬ সালে নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাদিয়া খানম ৫.২১ মিটার লাফিয়ে আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন।

৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলে (কিশোরী) নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বিকেএসপি'র সানজিদা আফরিন পরশমনি, মিম আক্তার, সুমাইয়া আক্তার, আজমি খাতুন। তাঁরা সময় নেন ৪৯.৪০ সেকেন্ড। ২০১১ সালে একই সংস্থার অ্যাথলেটরা ৫৫.১২ সেকেন্ড সময় নিয়ে আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন।

৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে (কিশোর) ২২ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বিকেএসপি'র শিপন, দেলোয়ার, হাবিবুল্লাহ ও জিসান। তাঁরা সময় নেন ৪২.৭০ সেকেন্ড। ২০০৩ সালে একই সংস্থার অ্যাথলেটরা আগের রেকর্ডটি গড়তে সময় নিয়েছিলেন ৪৩.০০ সেকেণ্ড।

ট্রিপল জাম্প (কিশোরী) বিকেএসপি'র তাসমিয়া হোসেন ১১.৫৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নিজের রেকর্ড ভেঙে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন। গত বছর প্রথম রেকর্ডটি গড়েছিলেন ১৪.৫৬ মিটার দূরত্বে লাফিয়ে।

ট্রিপল জাম্প (কিশোর) বিকেএসপির তামিম হোসেন ১৪.৬৭ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন।

৪০০ মিটার স্প্রিন্ট (বালক) বিকেএসপির সিয়াম ইসলাম ৫০.৬০ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন। ২০১৫ সালে এই ইভেন্টে ৫০.৭২ সেকেন্ডে আগের রেকর্ডটি করেছিলেন একই সংস্থার আশরাফুজ্জামান।

৪০০ মিটার স্প্রিন্ট (কিশোর) বিকেএসপির হাফিজুর রহমান ৪৯.২০ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন। ২০০৩ সালে ৪৯.৬০ সেকেন্ডের রেকর্ডটি ছিল একই সংস্থার তানজিল আকরামের।

৪০০ মিটার স্প্রিন্ট (কিশোরী) বিকেএসপির সুমাইয়া আক্তার ৫৮.৩০ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। গত বছর ৫৮.৫৮ সেকেন্ডে রেকর্ডটি করেছিলেন একই সংস্থার আজমি খাতুন।

৮০০ মিটার দৌড়ে (কিশোরী) বিকেএসপির সুমাইয়া আক্তার ২ মিনিট ২৪.৫০ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। গত বছর এই ইভেন্টে কিশোরগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়ে রেকর্ডটি গড়েছিলেন স্মৃতি আক্তার। তিনি সময় নিয়েছিলেন ২ মিনিট ২৭.৫৫ সেকেণ্ড।

ডিসকার থ্রো (কিশোরী) নোয়াখালী জেলা ক্রীড়া সংস্থার নুসরাত জাহান দিপ্তি ৩১.৪৮ মিটার দূরত্বে ফেলে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন। ২০২১ সালে নোয়াখালী জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিবি হাজেরার গড়া রেকর্ডটি ছিল ২৯.৮৮ মিটারের।

৪ গুণিতক ৪০০ মিটার রিলেতে (কিশোর) বিকেএসপির মো. কবির হোসেন, মো. নিয়ামুল শেখ, মো. হাফিজুল রহমান, মো. রবিউল হাসান অনিক ৩ মিনিট ২৮.০০ সেকেণ্ড সময় নিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন। ২০১৯ সালে আগের রেকর্ডটি ছিল ৩ মিনিট ৩০.৩৩ সেকেন্ডে একই সংস্থার শাকিল, সোহেল রানা, ছারজিল হাসান, আসলামের।

দলীয় পদক তালিকা

দল	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
বিকেএসপি	২৫	৩	৯
আনসার ও ভিডিপি	৭	০	৩
কুড়িগ্রাম ডিএসএ	২	৩	৪
নোয়াখালী ডিএসএ	২	২	৩
চট্টগ্রাম ডিএসএ	১	২	৩
রাজশাহী বোর্ড	১	২	১
গোপালগঞ্জ ডিএসএ	১	২	১
মুন্সিগঞ্জ ডিএসএ	১	০	০

কুক্ষিগত না করে দেশব্যাপী আর্চারি ছড়িয়ে দিতে চাই : তানভীর আহমেদ

মোরসালিন আহমেদ

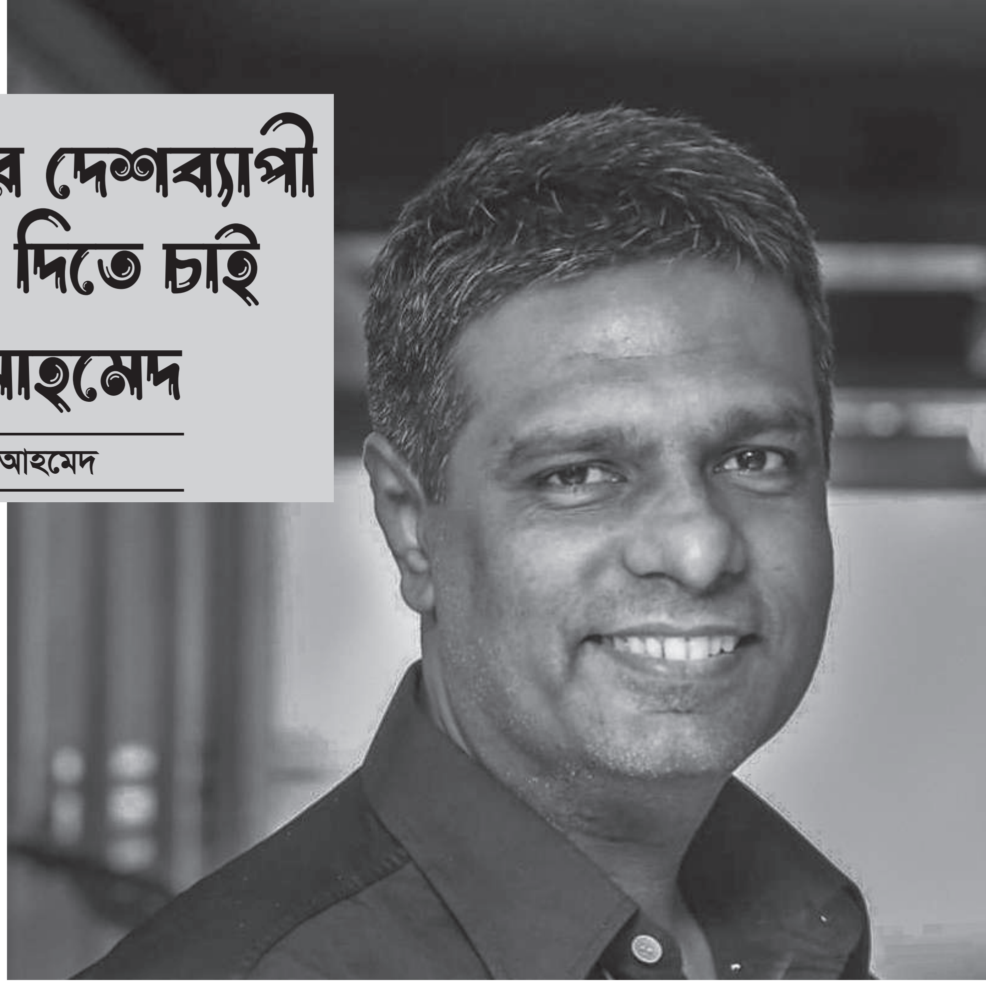

অনেক দিন ধরেই 'স্কুল আর্চারি' শুরুর জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পাওয়া কোনো কর্মকর্তারাই সে পথে হাঁটতে চাননি। অথচ নতুন প্রতিভা তুলে আনতে হলে স্কুল আর্চারির বিকল্প নেই। এমন কি, বহুবার অ্যাডভাইস দিয়েছি ঢাকা কেন্দ্রিক আর্চারিকে কুক্ষিগত না করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু চাকচাক্যময় রাজধানী ছেড়ে কেউ মেঠো পথে যেতে চাননি। এখন আমার সুযোগ হয়েছে কমিটির সবাইকে নিয়ে বন্ধুর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে চাই। তবে সব প্ল্যান সবসময় বাস্তবায়ন করা যায় না, এটি চিরন্তন সত্যি। এটি মেনেই আমাকে ভবিষ্যৎ গন্তব্য ঠিক করতে হবে। এর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি চেঞ্জ আনতে পারি তাহলে সেটাই হবে আর্চারির জন্য ভালো কিছু করা। পুরোনো ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের আর্চারির টার্নিং পয়েন্ট খুঁজে পেতে চাই। আর্চারির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলাভাবে এ কথাগুলো বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইন্টারন্যাশনাল জাজ তানভীর আহমেদ। একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। খেলাটির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : অন্যসব খেলাধুলা থাকতে আর্চারিতে এলেন কীভাবে?

তানভীর আহমেদ : ২০০৬ কি ২০০৭ সালের কথা। তখন ভারতীয় ইনস্ট্রাক্টর রথিন দত্ত এবং সি কে দাসের সহায়তায় ঢাকায় একটি কোচেস অ্যান্ড জাজেজ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ওই কোর্স থেকেই আর্চারির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা। কোর্সে যে ক'জন পাস করেছিলেন তাঁদের একজন ছিলাম। পাস করার পর ন্যাশনাল জাজ হিসেবে আমার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এভাবেই এগিয়ে চলা শুরু হয়। তারপর কন্টিনেন্টাল জাজ হওয়ার দুই বছর পর ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট শুরু করি। এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, অলিম্পিক গেমসে দায়িত্ব পালন করেছি। এর বাইরে নেপাল, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বেশকিছু দেশে ওদের অর্গানাইজিং কমিটিতে আমরা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজড করেছি। অর্থাৎ লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি যে কাজগুলো করে-সেই কাজগুলো বিদেশে গিয়ে ওদের পক্ষ হয়ে করেছি। ওই সব করতে গিয়ে জাজের পাশাপাশি অর্গানাইজার হিসেবেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য ঠিক সেভাবে কখনো ফেডারেশনে ছিলাম না। কেন আমাকে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে রাখা হয়নি জানি না। সেটা জানার চেষ্টাও করিনি। এখন কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : আপনি কখনো এক্সিকিউটিভ কমিটিতেই ছিলেন না। এ নিয়ে কী চাপ অনুভব করছেন?

তানভীর আহমেদ : বিষয়টি মোটেও এভাবে দেখছি না। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলতে কতগুলো পার্ট রয়েছে। যেমন অভিজ্ঞতা কী? এ সর্ম্পকে আমার যদি নলেজই না থাকে তাহলে কিছুই করতে পারব না। আর্চারিতে আমার দেড় যুগের কাছাকাছি এক্সপেরেন্স আছে। এটার সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা রয়েছে। সো এটাকে কোনো চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছি না। হয়ত বলতে পারেন বিগত সময় এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ছিলাম না। কিন্তু আমি তো এর আশপাশেই ছিলাম। আমি বাংলাদেশ কান্ট্রি গেম ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। সেখানেও একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে। ফেডারেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোটামুটি জানি, আমি নিজেও একজন ব্যবসায়ী। সেদিক থেকে আমার সাংগঠনিক দক্ষতা অনেক স্ট্রং। কাজেই এ নিয়ে চাপ অনুভব করার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন : যখন দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন তখন ফেডারেশনের ফান্ড কেমন ছিল?

তানভীর আহমেদ : এসব ইন্টারনাল বিষয়গুলো জনসম্মুখে না আনাই ভালো। আমি এখনো অ্যাকাউন্ট বুঝে পাইনি। সেখানে এক টাকা আছে নাকি বিশ টাকা আছে জানি না। তবে ভালো একটা ফান্ড পাব বলে আশা করছি। ফিক্সড ডিপোজিট এবং রানিং যে টাকা রয়েছে এ নিয়ে আমি মোটামুটি হ্যাপি। তবে ঋণ আছে কি না বা রেখে গেছে কি না খোঁজখবর নিতে হবে। এ মুহূর্তে সে রকম কিছু পাইনি। মাত্র তো দায়িত্ব নিলাম। এখনো ফাইলপত্র দেখা হয়নি।

প্রশ্ন : যে প্রক্রিয়ায় ফেডারেশনে এসেছেন, সেখানে কী ধরনের সংস্কার করতে চাচ্ছেন?

তানভীর আহমেদ : অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু সব প্ল্যান সব সময় বাস্তবায়ন করা যায় না, এটি চিরন্তন সত্য। এটি মেনেই আমাকে ভবিষ্যতের পথে এগোতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি চেঞ্জ আনতে পারি, তাহলে সেটাই হবে আর্চারির জন্য ভালো কিছু করা। যেমন পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নানা রকম পরিকল্পনার মধ্যে ফেডারেশনকে সাজাতে চাচ্ছি। সব ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছি। প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। দীর্ঘদিনের বঞ্চিতদের যোগ্য সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করব। কারও মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলে মিটিয়ে ফেলব। আর্চারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ দেখব। সর্বোপরি জবাবদিহিতা থাকবে। ফেডারেশনে এমন একটা সংস্কার করে যেতে চাই, যেটা পরবর্তী কমিটি এসেও মনে করবে ভালো কিছু করা হয়েছে।

প্রশ্ন : দেশের আর্চারি সম্পর্কে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম?

তানভীর আহমেদ : ঘরোয়া আর্চারির বয়স এখন দুই যুগে দাঁড়িয়ে। আমার জাজেজ ক্যারিয়ার ১৭ বছরের কাছাকাছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গত ২৪ বছরে আর্চারদের কোয়ানটিটি ৪০০ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি! এটা কী এক্সসেপ্টটেবল? বলতে পারেন কীভাবে ৪০০ বললাম। সংখ্যাটা একটু বেশি ধরে বলেছি। বাস্তবতা হচ্ছে ন্যাশনালে আমরা কিন্তু প্লেয়ার, অফিশিয়াল, জাজেজ এবং এর সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট সবাইকে টিএ ডিএ দিচ্ছি। তার মানে বাংলাদেশে যত প্লেয়ার আছেন সবাই পার্টিসিপেন্ট করেন। সে হিসেবে এখানে ৩০০ থেকে সোয়া তিন শর মতো হয়। এ সংখ্যা আমি হাজারে নিয়ে যেতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যত বেশি আর্চার হবে, তত বেশি কম্পিটিশন হবে। তত বেশি মানসম্পন্ন আর্চার পাব। ভবিষ্যতের পাইপলাইন ঠিক রাখতে 'এ' টিম; 'বি' টিম; 'সি' টিম করে ধাপে ধাপে আর্চারদের জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় উঠিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। আর্চারিকে একটা সিস্টেমে আনার লক্ষ্যেই কাজ করছি।

প্রশ্ন : ফাইলপত্রে কখনো যদি বিদায়ী কমিটির অনিয়ম, দুর্নীতি খুঁজে পান সেক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা কী হবে?

তানভীর আহমেদ : দেখুন, আমরা যারা সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত হয়ে এ ফেডারেশনে এসেছি সেখানে কমিটির অর্ধেক মানুষ একেবারেই নতুন। প্রত্যেকেই যার যার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা দেওয়ার মনমানসিকা নিয়ে এসেছি, নেওয়ার জন্য নয়। এখানে আমাদের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি কিংবা স্বজনপ্রীতি করার সুযোগ নেই। প্রতিটি কর্মকাণ্ডেই অডিট থাকবে। আমার বিশ্বাস অতীতে এমন কিছু হয়েছি বলে আমি মনে করি না। যদি বিদায়ী কমিটির ফাইলপত্রে কখনো অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি খুঁজে পাই সে ক্ষেত্রে কমিটির সবার মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।

প্রশ্ন : তারকা আর্চাররা আজকাল বিদেশে থিতু হচ্ছেন। এ থেকে তাঁদের বিরত রাখবেন কীভাবে?

তানভীর আহমেদ : নো কমেন্টস। এ নিয়ে মন্তব্যই করতে চাচ্ছি না। এটা আমার সময় হয়নি। এটার ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বিদায়ী কমিটি। আপনি বলছেন রোমান সানা, দিয়া সিদ্দিকী, অসীম কুমার দাস, হাকিম আহমেদ রুবেল ক্যারিয়ার সেরা ফর্মে থাকতে বিদেশে থিতু হয়েছেন। আবার অনেকে পাইপলাইনে আছেন। তাঁদের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে বিদায়ী কমিটির কি হয়েছিল জানি না। এখানে পক্ষ-বিপক্ষ ব্যাপার নয়, একজন যদি চিন্তা করেন আমি থাকবই না, চলে যাব- তার পেছনে লজিকগুলো ফেডারেশনের দেখা উচিত ছিল। এটাও ঠিক, একটা প্লেয়ার যে দেশে থাকবেন ওর' তো ভবিষ্যৎ আছে। এ ক্ষেত্রে টাকার দরকার হতে পারে, ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার আছে। কিন্তু টাকাটাই সবকিছু নয়। অন্তত সংসার চালাতে মোটামুটি কমবেশি আর্ন থাকলে কিংবা ওদের রিকোয়ারমেন্টগুলোর যদি কাছাকাছি কিছু করা যেত তাহলে এটা নাও হতে পারত। এখন যদি প্লেয়াররা ডিসাইড করেই ফেলেন তাহলে তো আর বলার কিছু নেই। আমার মনে হয় এসব বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

প্রশ্ন : বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে এক তারকা দম্পতির প্রকাশ্যে বিরোধ ছিল। এ ধরনের বিরোধ কী আপনার বেলায় অন্যদের সঙ্গে দেখা যাবে?

তানভীর আহমেদ : বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ চপল এবং রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকী দম্পতির কিছু কিছু বিরোধের কথা ও পাল্টাপাল্টি মন্তব্য পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। এটা কারোর জন্যই শোভনীয় ছিল না। ওরা যেসব অভিযোগ-অনুযোগ করেছিল সেগুলো আমার কাছে মনে হয় না খুব একটা এক্সেসেপ্টেবল। ফেডারেশন আগে দেশের স্বার্থ দেখবে। ফেডারেশনের দরকার প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স। এখন দেখতে হবে যে প্লেয়ারটা বিদেশ চলে যাচ্ছেন, তখন ওই সময়ে তাঁর পারফরম্যান্সটা কেমন ছিল? সে যদি পারফরম্যান্সই করতে না পারেন তাহলে তাঁকে টিমে রেখে লাভ কী, কিংবা দেশকেই বা তারা কী দেবেন! ফেডারেশন কখনোই চাইবে না একজন ভালো প্লেয়ার বাইরে চলে যাক। দেখুন, প্লেয়াররা হচ্ছেন ফেডারেশন অলঙ্কার। কর্মকর্তারা তাঁদের কাছে সাফল্য চান। তাঁরা যদি সেই সামর্থ্যটুকু দেখাতে না পারেন, ফর্মে না থাকেন তখন তো বিকল্প খুঁজতেই হবে। এ জন্য তাঁদের মনক্ষুণ্ন না হয়ে অনুশীলনে মনোযোগী হয়ে টিমে ফেরার তো সুযোগ রয়েছে। এখন সেটাও যদি না মানেন তাহলে কিইবা করার আছে?

প্রশ্ন : তাহলে যেসব আর্চার পারফরম্যান্স করতে পারছেন না তাঁদের নিয়ে বিকল্প কিছু ভেবেছেন?

তানভীর আহমেদ : এ মুহূর্তে যেসব দেশসেরা আর্চার ভালো করতে পারছেন না কিংবা বয়সের কারণে সেভাবে তাঁরা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না- এমন আর্চারদের নিয়ে আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথমত তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চাই, কিছুটা হলেও ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে চাই। এ ক্ষেত্রে জাজেজ বানিয়ে, কোচ বানিয়ে তাঁদের মেধা কাজে লাগানো যেতে পারে। এতে মান্থলি তাঁদের আয়ের একটা উৎস হতে পারে। নতুন আর্চার সৃষ্টির লক্ষ্যে শুরুতে ১০ থেকে ১৫টি জেলার ২০০ স্কুল নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি। সেখানে আমাদের প্রচুর কোচ লাগবে। তাঁরা যদি কোচ হন তাহলে তাঁদের মাথায় বিদেশ যাওয়ার চিন্তা আসবে না। তাঁরা আর্চার, আর্চারি লাভার, আর্চারির মানুষ, আর্চারির সঙ্গে থাকতে চান। তাঁদের যোগ্য সম্মান দিয়ে আমাদের সঙ্গে রাখার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমাদের কোচ এবং জাজেজ মান কোন পর্যায়?

তানভীর আহমেদ : আমাদের বেশকিছু মানসম্পন্ন কোচ রয়েছেন। তাঁদের স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি ভালো। মো. জিয়াউল হক এখন সৌদি আরবের ন্যাশনাল কোচ। মো. সাজ্জাদ হোসেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি ক্লাবকে কোচিং দিচ্ছেন। যদি কোয়ালিটি ভালো না থাকত তাহলে তো তাঁদের কেউ নিতেন না। দেশে যাঁরা আছেন তাঁদের বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে আরও দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করব। আমরা চাই তারাও বাইরের দেশে তাঁদের কোচিং ক্যারিয়ার মেলে ধরুক। যাঁরা জাজেজ রয়েছেন, তাঁদের মানও বেশ ভালো। জাতীয় পর্যায় ভালো করছেন। আন্তর্জাতিক পর্যায় কয়েকজন সুনামের সঙ্গে জাজিং করছেন। এ মুহূর্তে আমাদের পাঁচ জন কনটিনেন্টাল জাজ রয়েছেন। কাজেই কোচ কিংবা জাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

প্রশ্ন : দেশে যে ভেন্যু রয়েছে সেটা কতটা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন?

তানভীর আহমেদ : সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গাজীপুরের টঙ্গিতে 'আর্চারি ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' নামে আমাদের নিজস্ব একটি ভেন্যু রয়েছে। সেখানে বছরব্যাপী ন্যাশনাল টিমের কোচিং চলছে, ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রাম, কোচেস ও জাজেজ ট্রেনিং হচ্ছে। অবশ্যই এটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভেন্যু। এর স্টান্ডার্ড নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে মহাসড়ক ঘেঁষে ভেন্যু হওয়ায় বাতাসে ধুলোবালু মাঠে এসে যায়। ঢাকায় এমন সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ভেন্যু নিয়ে আমাদের তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললে চলবে না। এ রকম ভেন্যু সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন : অনেক কিছুই জানালেন, কিন্তু আর্চাররা কী ধরনের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছেন?

তানভীর আহমেদ : ইকুইপমেন্টগুলো সব বাইরের। আর্চাররা সব সময় ওয়ার্ল্ডের লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে থাকেন। ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড রাখতে হলে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইকুইপমেন্টই ব্যবহার করতে হবে। এটি ব্যয়বহুল হলেও এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : ন্যাশনাল পুলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কেমন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন?

তানভীর আহমেদ : এ মুহূর্তে যাঁরা ন্যাশনাল পুলে রয়েছেন, তাঁদের ফুললি রেসিডেনসিয়াল বিয়ার করছি। ওদের মান্থলি একটা পেমেন্ট দিচ্ছি। যাঁরা সার্ভিস দলে রয়েছেন, সেখান থেকেও তাঁরা মান্থলি বেতন পাচ্ছেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে যাবতীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে। এমনকি, পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করেও বিশেষ বোনাস দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : অতীতে এমন যা হয়নি, তেমন কোনো পরিকল্পনা করছেন কী?

তানভীর আহমেদ : ফেডারেশনের বাইরে থাকার পরও একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অ্যাডভাইস করেছি অন্তত 'স্কুল আর্চারি' শুরু করুন। কেননা নতুন প্রতিভা তুলে আনতে স্কুল আর্চারির বিকল্প নেই। অনেক বোঝানোর পরও কাজ হয়নি। এখন সে সুযোগ এসেছে। আমাদের সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান স্যারকে স্কুল আর্চারির কথা বললে উনি সম্মতি দিয়েছেন। এটলিস্ট ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করতে বলেছেন। এরপর জেলা পর্যায়ও যাব। বর্তমান যুগে ফেডারেশন ডিজিটালাইজেশন হয়নি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা কেন্দ্রিক আর্চারি কুক্ষিগত না করে দেশব্যাপী তা ছড়িয়ে দিতে চাইছি। ভবিষ্যৎ আর্চারির জন্য ভালো কিছু করে যেতে চাই। অতীত সাফল্য আকড়ে আরও দূরে যেতে চাই। এমন কি, যেসব টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ পাব সব কটিয় অংশগ্রহণের চেষ্টা করব। জাতীয় পর্যায় মেডেল ট্রফির বাইরে প্লেয়ারদের আর্থিকভাবে কীভাবে পুরস্কৃত করা যায় এ নিয়েও ভাবছি। আশা করছি অনেক কিছুতে চেঞ্জ দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন : বিদায় বেলায় আর্চারি কোথায় রেখে যেতে চান?

তানভীর আহমেদ : জানি না, আমাদের কমিটির মেয়াদ কত দিনের কিংবা কত দিন দায়িত্ব পালন করব। তবে শেষ দিনটি পর্যন্ত আর্চারির মানোন্নয়নে চেষ্টা করে যাব। আর্চারির মাপকাঠি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। একটি মাপকাঠি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি কতটা ওপরে উঠলাম। আরেকটি মাপকাঠি হলো দেশে খেলাটি কতটা ছড়ালাম। আবার মাপকাঠি হতে পারে প্রশাসনিক কাজ কতটুকু প্রফেশনালাইজ হলো। এ তিনটি সেক্টর ডেভেলপ করার প্ল্যান রয়েছে। অর্থাৎ আর্চারিকে এমন একটা জায়গায় সেট করে দিয়ে যেতে চাই যেখানে এটলিস্ট বাংলাদেশের আর্চারিটা টার্নিং পয়েন্ট খুঁজে পাবে।

দেশে সুযোগ না পাওয়ায় সালমা হতাশ

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

২০২৫ সালের জন্য ফিফার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাংলাদেশের ১১ জনের মধ্যে অন্যতম সালমা আক্তার মনি। ফিফার প্রথম এলিট নারী রেফারিও তিনি। বাংলাদেশের নারী ফুটবলে রেফারিদের মধ্যে জয়া চাকমার পর মনি ফুটবল মাঠে সহকারী রেফারি হয়েছেন। ফিফার স্বীকৃত সহকারী রেফারি হিসেবে পুনরায় ফিফার ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মনি নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর ফিফার রেফারি হলেও বিপিএল ও বিসিএলে প্রত্যাশিত ম্যাচ পাচ্ছেন না তিনি। অথচ ফিফা-এএফসি থেকে নিয়মিতই ডাক আসে তাঁর। ম্যাচ পরিচালনার বকেয়ার পাশাপাশি সম্প্রতি মাঠে রেফারিদের নাজেহালের বিষয়টিও ভাবাচ্ছে মনিকে। ২০১৬ সালে জাতীয় রেফারি, ২০২০ সালে ফিফা ও ২০২৩ সালে ফিফা এলিট প্যানেলের রেফারি হয়েছেন আমাদের মনি। এত অর্জনের পর হাতাশা রয়েছে তাঁর। বিপিএল ও বিসিএলের প্যানেলভুক্ত সহকারী রেফারি হলেও বিপিএলের এবারের আসরে একটি মাত্র ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। অ্যাথলেটিকস, ফুটবল, হ্যান্ডবল আর টেনিস খেললেও থিতু হয়েছেন রেফারিংয়ে। নেত্রকোনা সদরের মো. শহর আলী ও রেখা আক্তার দম্পতির এক পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে সবার ছোট মনি। ব্যবসায়িক বাবা আর গৃহিণী মায়ের ছোটটি এখন দেশের গর্ব। নেত্রকোনা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকার বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে স্নাতক করেছেন ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজ থেকে। নানা চড়াই উতরাই আর চ্যালেঞ্জের মধ্যে রেফারিদের ম্যাচ পরিচালনা করতে হয়। একজন রেফারি হিসেবে নিজের হতাশা, কষ্ট, অপূর্ণতা আর রেফারিং জীবনের গল্প শুনেছেন **মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল**।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : সবশেষ ফিফা পরীক্ষায় বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ১১ জন উত্তীর্ণ হয়। তাঁদের মধ্যে আপনি একজন এবং একমাত্র নারী প্রতিনিধি। এমন অর্জনের পরও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফুটবলে প্রত্যাশিতভাবে ম্যাচ না পাওয়ায় আপনি কতটা হতাশ?

সালমা আক্তার মনি : যখন কোনো লিগ কিংবা টুর্নামেন্ট হয় সেখানে আমি ম্যাচ না পাই তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি হতাশ। আমার নিজের দেশে কেনো পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছি না, যা করছি তার সবই দেশের বাইরে করছি। তাঁরা (বাফুফে) প্রতিবছর আমাকে একটা করে ম্যাচ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে রাখে। পরবর্তীতে আর কোনো ম্যাচ দেয়না।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ফিফার স্বীকৃতি পাওয়ার পরও কি কারণে বিপিএল এ ম্যাচ পাচ্ছেন না বলে মনে হয়?

সালমা আক্তার মনি : এবারের লিগে যা ম্যাচ পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি সেটা পত্রিকার লেখালেখির কারণেই। বিসিএলে ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছি। আর বাফুফে থেকে আমাকে কিছু বলে নাই, কি কারণে ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছি না সে সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। বাফুফে থেকে বলেছে এখন মাঠের অবস্থা ভালো না। এটা বলে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : যে বয়সে আপনার এখনো মাঠে খেলায় ব্যস্ত থাকার কথা সেই বয়সে আপনি ফিফা রেফারি। নিজেকে প্রমাণের সুযোগ না পাওয়াকে কিভাবে দেখছেন?

সালমা আক্তার মনি : আসলেই আমি দেশে নিজেকে প্রমাণের কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। আমাকে বারবারই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ চাই।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ২০২১ সাল থেকে টানা ২০২৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর ধরে ফিফা রেফারি হিসেবে ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছেন। যেখানে জয়া চাকমার মতো সিনিয়র একজন চলতি বছরের পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। আপনি কিভাবে ফিটনেস ধরে রাখেন?

সালমা আক্তার মনি : জয়া (জয়া চাকমা) আপু এবার ফিফা রেফারি নেই। আর ফিটনেসের বিষয়টি সম্পূর্ণ নিজের কাছে। আপনি যদি রেফারিং করেন তাহলে আপনাকে ফিটনেস ধরে রাখতেই হবে। আমি একটা জায়গায় চাকুরি করতাম, সেটি আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাই এখন আপাতত কিছুই করছি না। আর ফিটনেস ধরে রাখতে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। নিজের তাগিদেই ফিটনেস নিয়ে কাজ করেছি। চাকুরির সময় দিনে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেতাম না, রাতেই প্র্যাকটিস করতাম। আমি যেখানে থাকি সেখানে লোকাল মাঠ হওয়ায় দিনে অনুশীলনের সুযোগ পেতাম না। আমার খেলাধুলার শুরুটা হয় রাত দিয়ে। আমি যখন জুনিয়র লেভেলে টেনিস খেলতাম তখন রাতেই খেলতাম।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনি তো এবারের বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে (বিসিএল) মাত্র ৫টি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন। সহকারী রেফারি হিসেবে ম্যাচগুলো পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা হয়নি?

সালমা আক্তার মনি : আমি যেহেতু এসিস্ট্যান্ট রেফারি তাই আমাকে সহকারী রেফারি হিসেবেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিসিএলের ৫টি ম্যাচে। ওই ম্যাচগুলো পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : গত মৌসুমে বিপিএলে মাত্র একটি ম্যাচে (শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব-ব্রাদার্স ইউনিয়ন) পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন, আর এবার পেয়েছেন আরও একটি ম্যাচ। অথচ নারী ফুটবল লিগের খেলা হলেই আপনার ডাক পড়ে?

সালমা আক্তার মনি : গত মৌসুমে সেটাই ছিল একমাত্র ম্যাচ। আর এবারের বিপিএলেও একটি ম্যাচ পেয়েছি সেটি ফর্টিস এফসি-ইয়ংমেন্স ক্লাব ফকিরেরপুলের মধ্যকার ম্যাচে। আর নারী লিগ হলে তো কোনো সমস্যা নেই, আমরা যারা নারী রেফারি রয়েছি তাঁদের ডাক পড়ে।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : দেশে ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ না পেলেও দেশের বাইরে অর্থাৎ ফিফা ও এএফসির ম্যাচে ঠিকই ডাক পাচ্ছেন। এই দুই বছরের কতগুলো ম্যাচ পরিচালনা করেছেন?

সালমা আক্তার মনি : দেশ থেকে দেশের বাইরে ফিফা ও এএফসির অনেক ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছি। ছোট-বড় বয়সভিত্তিক আর জাতীয় দলের ম্যাচ মিলিয়ে গত দুই বছরে ১৫টির মতো ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে পেশাদারিত্বের পাশাপাশি বেশ সম্মানও পাওয়া যায়।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনার কাছে কি মনে হয় নারী রেফারি হিসেবে ক্লাবগুলোর কোনো আপত্তির কারণেই ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন না?

সালমা আক্তার মনি : আমার জানা মতে কেনো ক্লাবই এমন আপত্তির কথা বলেছে বলে শুনিনি। বিসিএলে যে ম্যাচগুলো পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি সেখানকার ক্লাবগলো পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। তাইতো কোনো ক্লাব আমাদের বিষয়ে নৈতিবাচক কি না সেটা আমার জানা নেই।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনাকে দেখে অনেক মেয়েই রেফারি হতে চাইবে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখবে যে সিনিয়র একজন হিসেবে আপনি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন না তখন তো হতাশই হবেন?

সালমা আক্তার মনি : বিষয়টি তাঁদের জন্য অবশ্যই হতাশার। যখন দেখবে এখানে কিছু নেই তখন তো অনেকেই আর রেফারি হতে চাইবে না। সে কারণেই আমি একজন ফিফার এলিট রেফারি হিসেবে দেশে নিয়মিত ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ চাই। দেশে বসে থাকার পর যখন বিদেশে ম্যাচ পরিচালনার ডাক আসে তখন মানিয়ে নিতে কিছুটা সমস্যা হয়। তাই নিয়মিত ম্যাচ পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই। ফিফা-এএফসিতে নিয়মিত ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পেলেও দেশে সেটি পাচ্ছিনা বলে আমি হতাশ।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : যতদূর জানি বিপিএলে ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ না পাওয়ার বিষয়টি খোদ বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালও জানেন। তিনি কি সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন?

সালমা আক্তার মনি : বাফুফে সভাপতি আমার ম্যাচ না পাওয়ার বিষয়টি জানেন। তবে আমাদের রেফারিজ কমিটি নেই। আমরা কিন্তু সরাসরি বাফুফে সভাপতির সাথেই কথা বলি। উনি সমাধানে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনি কি রেফারিংকে পেশা হিসেবে নিয়ে কোনো ভুল করেছেন বলে মনে হয়?

সালমা আক্তার মনি : সেটা বলার তো এখনো সময় আসেনি। আমি পরীক্ষা দিয়ে বারবার পাশ করে নিজেকে প্রমাণ করেছি। কারণ রেফারি হিসেবে আমার সামনে অনেক সময় পরে আছে বলে মনেকরি। আর যখন শুরু করেছিলাম তখন অনেক স্বপ্ন ছিল। আশা করি সামনের দিনগুলোতে আমাদের জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে। এখন তো রেফারিংটা পাকাপাকিভাবে নিতে পারছি না। এভাবে নিজের টাকায় কতদিন চলতে পারব জানি না। তিন বছর বলে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ২০২৩ সালে দেশের প্রথম নারী হিসেবে ফিফার এলিট প্যানেলের রেফারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন তো অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন?

সালমা আক্তার মনি : সেটা ছিল আমার কাছে স্বপ্নের মতো বিষয়। জাতীয় রেফারি থেকে ফিফা রেফারি হয়ে এলিট প্যানেলে দেশের প্রথম নারী রেফারি আমি। এটা আমার জন্য বিশেষ এক সম্মান। এই সম্মানের সাথে দেশের সম্মানও জড়িত। তখন যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটা এখনো দেখছি।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনি তো ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টের পাশাপাশি দীর্ঘ লাফ, উচ্চ লাফে পারদর্শী ছিলেন। রেফারি হতে মন চাইল কেনো?

সালমা আক্তার মনি : আমার সেই ছোটবেলায় থাকার সময় অ্যাথলেটিকসের প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্ট, দীর্ঘ লাফ ও উচ্চ লাফে নিয়মিত অংশ নিয়েছি। ২০১২ সালে জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে দীর্ঘ লাফে ব্রোঞ্জও জিতেছি। আর রেফারি হওয়ার বিষয়টা ভিন্ন।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ফুটবলের পাশাপাশি আপনি হ্যান্ডবলও খেলেছেন। আর খেলোয়াড় হিসেবে ফুটবল ক্যারিয়ার লম্বা না হওয়ার কি কারণ?

সালমা আক্তার মনি : অ্যাথলেটিকস, ফুটবলের পাশপাশি হ্যান্ডবলও খেলেছি। ময়মনসিংহ অঞ্চলের হয়ে জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৬ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপের দলে ছিলাম। ফুটবলে জেলা পর্যায়েই গন্ডি পার হতে পারিনি। নেত্রকোনা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকা সময় অ্যাথলেটিকস অনুশীলন শেষ করেই ফুটবল নিয়ে নেমে পড়তাম। ফুটবলের সঙ্গে পরিচয় আসলে সেখান থেকেই। খেলোয়াড় হিসেবে ভালো করতে পারব না বলেই রেফারিংয়ে মনযোগী হয়েছিলাম।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনার রেফারিংয়ে আসার শুরুর গল্পটা শুনতে চাই?

সালমা আক্তার মনি : বাফুফে থেকে ২০১৩ সালে আমাদের নেত্রকোনায় ৭ দিনের রেফারিং কোর্স করেছিলাম। সেখানে ছেলেদের সঙ্গে একমাত্র নারী হিসেবে কোর্সে অংশ নেই। শুরুতে বাধা এসেছিল আমাদের নেত্রকোনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে। তাঁরা অভিযোগ করেছিল রেফারি হিসেবে আমার নাকি বয়স অনেক কম। তারপরও আমি কোর্সটা সম্পূর্ণ করেছিলাম। প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে সেখানে ছিলেন সাবেক রেফারি এমআর মুকুল স্যার। কোর্সে ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি তৃতীয় হয়েছিলাম। এরপরই রেফারিং হিসেবে ক্যারিয়ার গড়া শুরু করি।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ২০১৬ সালে জয়া চাকমার সাথে জাতীয় রেফারি হয়েছিলেন, তখনকার পরিস্থিতির সাথে এখনকার পরিস্থিতির কি কোনো মিল খুজে পান?

সালমা আক্তার মনি : জয়া চাকমা আপু আমার সিনিয়র। তাঁর সাথে রেফারিং নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা আমি দিয়েছি। ২০১৬ সালে প্রথমবার জাতীয় রেফারি হয়েছিলাম। তখন তো অনেক খুশি হয়েছিলাম। তবে তখনকার পরিস্থিতির সাথে এখনকার খুব একটা মিলও খুজে পাই না।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : এরপর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রেফারিং প্রশিক্ষণ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। কি কারণে এই সিদ্ধান্ত ছিল আর ফিরে আসলেন কিভাবে?

সালমা আক্তার মনি : একবার মনে হয়েছিল রেফারিং ছেড়ে দেই। এসব নিয়ে ব্যাক্তিগত বেশকিছু কারণে আমি ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রেফারি প্রশিক্ষণ থেকে অনেক দূরে ছিলাম। পরে অনেকটা ভালবাসার টানে আমি আবার রেফারিংয়ে ফিরে আসি। আমার এই ফিরে আসার পেছনে নাহিদ ভাইয়ের (রেফারি মাহমুদ জামাল ফারুকী নাহিদ) অবদান অনেক বেশি। তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়ে আমি আবার অনুশীলন শুরু করে দ্বিতীয়বারের মতো ফিফা রেফারি হওয়ার পরীক্ষায় অংশ নেই। দ্বিতীয় পরীক্ষাতেই পাশ করলেও ২০১৭ সালে প্রথমবার দিয়েছিলাম। সেবার পাশ করতে না পারলেও পরে ঠিকই পাশ করেছি।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : আপনি তো একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেখানে থাকতে রেফারিংয়ের জন্য সময় বের করতে কোনো অসুবিধা হতো না?

সালমা আক্তার মনি : আমি একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি। তাঁরা আমাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে গেছেন। প্রতিষ্ঠানটির একজন ফিফা রেফারি হওয়ায় তাঁরা গর্বিত ছিল আমাকে নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ করে প্রধান শিক্ষক মারা যাওয়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তবে নিয়মিত রেফারিং করতে স্কুলের চাকুরিটাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। অথচ দেখেন আমি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগই পাচ্ছি না।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ঘরোয়া ফুটবলে ম্যাচ না পাওয়ার বিষয়টির পাশাপাশি দাবী দাওয়া নিয়ে কি বাফুফে সভাপতির সঙ্গে কোনো কথা হয়েছিল?

সালমা আক্তার মনি : এবারের ফুটবল মৌসুম শুরুর আগে রেফারিদের নিয়ে একটা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কয়েক মিনিট বাফুফে সভাপতির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তখন আমরা যারা ফিফা রেফারি রয়েছি তাঁদের বেতনের আওতায় আনার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। মৌসুম শেষে যদিও এ বিষয়টির কোনো অগ্রগতি হয়নি। আশা করছি সামনে হয়তো ভালো কিছু হবে।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : ২০২০ সালে প্রথমবার ফিফা রেফারি হয়েছিলেন। তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল?

সালমা আক্তার মনি : আমি ২০১৯ সালেই ফিফা রেফারি হতে পারতাম। কিন্তু বয়স কয়েকমাস কম হওয়ায় ফিফা থেকে না করে দেওয়া হয়। এরপর ২০২০ সালে প্রথম ফিফা রেফারি হই। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে ফিফা রেফারি হওয়ার অনুভূতি চমৎকার ছিল। আশা ছিল বেশি বেশি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পাব।

পাক্ষিক ক্রীড়াজগত : রেফারিং নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

সালমা আক্তার মনি : নিজেকে যথাসম্ভব ফিট রেখে বেশি বেশি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ চাই। বসে থেকে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। মেয়েদের ফুটবল নিয়ে অপেক্ষা না করে নিয়মিত ছেলেদের ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ চাই। আশা করি বাফুফে আমাকে ভবিষ্যতে সেই সুযোগটা করে দেবে।

নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচের সিরিজে পেরে ওঠেনি বাংলাদেশ ‘এ’ দল

চার দিনের ম্যাচের সিরিজ হারল বাংলাদেশ ‘এ’ দল

রফিকুল ইসলাম কামাল

এক দিনের ম্যাচের সিরিজ জয়ের ধারাবাহিকতা চার দিনের ম্যাচের সিরিজে ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ ‘এ’ দল। সফরকারী নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিপক্ষে ২ ম্যাচের আনঅফিশিয়াল টেস্ট সিরিজটি ১-০ ব্যবধানে হেরে গেছে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেরা দলটি। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম চার দিনের ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে বাংলাদেশের কপালে হার জোটে শেষ বেলার ব্যাটিং বিপর্যয়ে। এরপর মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় ম্যাচটি ড্র হলে সিরিজ জয়ের হাসি হাসে কিউইরা।

জয়ের পথ আচমকা বেঁকে গেল হারের গন্তব্যে

প্রথম চার দিনের ম্যাচে সিলেটের পেস সহায়ক উইকেটে টসে জিতে বোলিং বেছে নিতে ভুল করেননি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। কন্ডিশনের ফায়দা নিয়ে ১০১ রানেই কিউইদের ৬ উইকেট তুলে নেন বাংলাদেশের পেসাররা। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮ উইকেটে ২২৬ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করে সফরকারীরা। মূলত সপ্তম উইকেটে মিচেল হে ও ডিন ফক্সক্রফটের মধ্যকার ৯৮ রানের জুটিতেই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় নিউজিল্যান্ড এবং দ্বিতীয় দিনে তাদের ইনিংস শেষ হয় ২৫৬ রানে। সর্বোচ্চ ৮১ রান আসে মিচেল হে’র ব্যাট থেকে, ডিন ফক্সক্রফট করেন ৪৭। বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল বোলার খালেদ আহমেদ। ডানহাতি এই পেসার ৫৯ রান খরচে শিকার করেন ৬ উইকেট। সর্বশেষ জাতীয় ক্রিকেট লিগে সর্বোচ্চ ৩৬ উইকেট নিয়ে ছায়া থেকে আলোয় আসা চব্বিশ বছর বয়সী ডানহাতি পেসার এনামুল হক তুলে নেন ৩ উইকেট।

ব্যাটিংয়ে নেমে আত্মবিশ্বাসী শুরু করা বাংলাদেশ ‘এ’ দল ৩৫ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙার পর ৭ রানের ব্যবধানে দ্বিতীয় উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে। ভালো শুরুর পরও ‘পুরোনো রোগে’ আক্রান্ত হয়ে ২৪ রানের মাথায় ‘জীবন’ দেন এনামুল হক বিজয়, তাঁর সঙ্গী জাকির হাসান করেন ১২ রান। এরপর মাহমুদুল হাসান জয় ১৮ রান করে আউট হন। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানবন্যা বইয়ে দেওয়া অমিত হাসানের ‘অমিত সম্ভাবনা’ শেষ হয় ২৪ রান করে। ৮১ রানে ৪ উইকেট হারানো বাংলাদেশ যখন ধুঁকতে শুরু করেছিল, ওখান থেকেই প্রতিরোধ গড়েন নুরুল হাসান সোহান। তাঁকে বেশ ভালোই সঙ্গ দিয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। পঞ্চম উইকেটে ১৩২ রানের চমৎকার জুটির অবসান হয় অঙ্কনের (২৫) বিদায়ে। উইকেটের অন্য প্রান্তে শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিলেন সোহান। কিউই বোলারদের আচ্ছাসে পিটিয়ে ১০৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। মাত্র ৩৩ বলে হাফ সেঞ্চুরির পর একটু রয়েসয়ে খেলা তাঁর ৮৮ বলের ইনিংসে ছিল ১১টি চার ও ৫টি ছক্কার মার। সোহানের পর দ্রুতই বিদায় নেন খালেদ আহমেদ। শেষ বিকেলে ৭ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশ লোয়ার-অর্ডারে নাঈম হাসান ও হাসান মুরাদের লড়াকু জুটির কল্যাণে তৃতীয় দিনে অলআউটের আগে করতে পারে ২৬৮ রান এবং ১২ রানের লিড নিতে সমর্থ হয়। নিউজিল্যান্ডের দুই পেসার জস ক্লার্কসন ৪টি এবং ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ৩টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিংয়ে নামা নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দল শুরুতেই হারায় রিস মারিয়ুকে (৬)। এরপর উইকেটের জন্য কেবলই অপেক্ষা বাড়ে খালেদ-মুরাদদের। শুরুর ধাক্কা সামলে জুটি গড়ে তোলেন জো কার্টার ও নিক কেলি। এই জুটি কোথায় গিয়ে থামতো বলা মুশকিল, যদি না কার্টার রিটায়ার্ড হয়ে মাঠ ছাড়তেন। ছন্দে থাকা কার্টার এনামুল হকের বাউন্সারে মাথায় আঘাত পেয়ে এক ওভার পর অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়লে থেমে যায় কার্টার-কেলির ৯৭ রানের জুটি। এরপর নতুন ব্যাটসম্যানদের থিতু হতে দেয়নি বাংলাদেশ। মূলত বাংলাদেশের দুই ঘূর্ণি বোলারই স্বস্তি দেননি সফরকারীদের। বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ ৬১ রানে তুলে নেন ৫ উইকেট। অফস্পিনার নাঈম হাসানের পকেটে যায় ৪ উইকেট। ২৫৭ রানে গুটিয়ে যায় কিউইদের দ্বিতীয় ইনিংস। সেঞ্চুরি (১২২) তুলে নেন নিক কেলি, হাফ সেঞ্চুরি করেন অধিনায়ক জো কার্টার (৫৮)।

প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট শিকার করেন খালেদ আহমেদ

জয়ের জন্য চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৪৬ রানের। চতুর্থ দিনের তখনো বাকি ছিল প্রায় আড়াই সেশন, ৭৫ ওভার। দেখেশুনে খেললে টার্গেট চেজ করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এনামুল হক বিজয় যেন টি-টোয়েন্টি স্টাইলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন সব। লক্ষ্যের পানে ছুটতে নেমে প্রথম বলেই বাউন্ডারি, পরের বলে ছক্কা, এক বল পর ফের বাউন্ডারি। তবে ঝোড়ো সূচনাকে বড় করতে পারেননি, ৮ বলে ব্যক্তিগত ১৬ রান করে প্যাভেলিয়নে ফেরেন এই ওপেনার। অল্প সময়ের ব্যবধানে বাজে শটে বিদায় নেন মাহমুদুল হাসান জয় (৪) ও অমিত হাসানও (৫)। ১ রানে স্লিপে ক্যাচ দিয়েও বেঁচে যাওয়া জাকির হাসান এরপর অবশ্য দৃঢ়তা দেখান। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে নিয়ে গড়েন জুটি। তাঁদের ৪৮ রানের চতুর্থ জুটি ভাঙে জাকিরের বিদায়ে। আউটের আগে ৬টি চার ও একটি ছয়ে ৫০ রান তুলে নেন তিনি। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান সোহান আবারও ইতিবাচক ব্যাটিং করেন। চা-বিরতির আগে আর কোনো উইকেট হারায়নি বাংলাদেশ। তবে শেষ সেশনের আগে নামে বৃষ্টি, খেলা বন্ধ থাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক। ফলে মনোযোগে চিড় ধরে ব্যাটসম্যানদের। বৃষ্টি থামার পর ব্যাটিংয়ে নেমে খানিক পরে লেনক্সের সোজা বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন সোহান (২৭)। পরের ওভারে নাঈমকে (৬) তুলে নেন আদিত্য অশোক। তবে লড়াইয়ে ছিলেন অঙ্কন, ১৩৯ বলে করেন ফিফটি। তবে অঙ্কনকে একপ্রান্তে রেখে শেষবেলায় ভেলকি দেখান অশোক। চার বলের মধ্যে তিন উইকেট

নিয়ে ঘুরিয়ে দেন ম্যাচের চিত্র। প্রথমে মুরাদকে স্লিপে ক্যাচে পরিণত করেন, এক বল পর এনামুল হকও একই পথ ধরেন। ঠিক পরের বলে ইবাদত হোসেনকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন। দুই ওভার পর খালেদকে তুলে নেন লেনক্স। নন-স্ট্রাইক প্রান্তে দাঁড়িয়ে হতাশার পরাজয় দেখেন ব্যক্তিগত ৫৭ রানে অপরাজিত থাকা অঙ্কন। মাত্র ৩১ রানের মধ্যে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রানে অলআউট বাংলাদেশ নিজেরাই যেন 'ডেকে আনে' ৭০ রানের পরাজয়! লেগ স্পিনার আদিত্য অশোক নেন ৫ উইকেট, বাঁহাতি স্পিনার জেইডেন লেনক্সের পকেটে যায় ৩ উইকেট। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বোলিংয়ের সুবাদে ম্যাচসেরার পুরস্কার ওঠে আদিত্য অশোকের হাতে।

বৃষ্টির বাধায় ম্যাচ ড্র, সিরিজ কিউইদের

সিরিজ বাঁচাতে জয়ের বিকল্প ছিল না বাংলাদেশ 'এ দলের। দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামার আগে ঘুরে দাঁড়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টার ঘোষণা দিয়েছিলেন অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। কিন্তু প্রকৃতি তা হতে দিলো কই? মিরপুরে প্রথম দিন থেকেই বাগড়া দিল বৃষ্টি এবং তা চললো একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত। প্রথম দিন খেলা হয় ৫৭.৩ ওভার, দ্বিতীয় দিন ৬১.২ ওভার, তৃতীয় দিনে ৬২ ওভার। ম্যাচের শেষ তথা চতুর্থ দিনে ৫৮.২ ওভার খেলা শেষেই সমঝোতায় এসে ড্র মেনে নেন দুই দলের অধিনায়ক। ফলে বাংলাদেশকে হতাশ করে ১-০ তে সিরিজের ট্রফি জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড 'এ' দল।

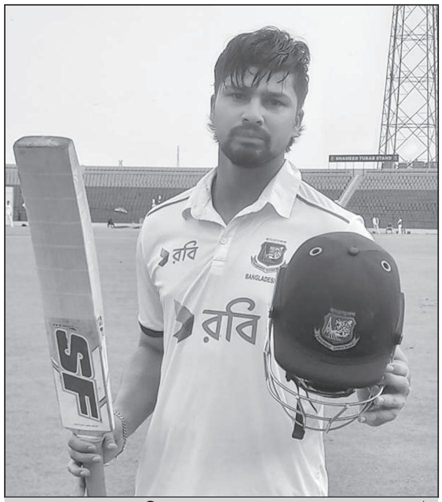

প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি আসে নুরুল হাসান সোহানের ব্যাট থেকে

টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ ওপেনার নাঈম শেখের ৮২, অমিত হাসানের ৬৭ ও সাইফ হাসানের ৫১ রানের পাশাপাশি এনামুল হক বিজয় এবং নুরুল হাসান সোহান উভয়ের ৪৮ রানের ওপর ভর করে প্রথম ইনিংসে স্কোরবোর্ডে জমা করে ৩৫৭ রান। ৩টি করে উইকেট নেন বেন লিস্টার ও জেইডেন লেনক্স, জাকারি ফকস ২টি। জবাবে ৩৭৯ রানে অলআউট হওয়া কিউইদের ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন নিক কেলি (১০৩), এ ছাড়া পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস আসে কার্টিস হেফাই (৭১), জো কার্টার (৬২) ও

প্রথম ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ফাইফার অর্জন করেন হাসান মুরাদ

ম্যাথিউ বয়েলের (৫৮) ব্যাট থেকে। বাংলাদেশ 'এ' দলের নাঈম হাসান ৪টি এবং খালেদ আহমেদ ৩টি কনে উইকেট দখল করেন। ২২ রানে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে প্রায় এক সেশনের মতো ব্যাট করে। স্কোরবোর্ডে ২ উইকেটে ৮৭ রান ওঠার পর চতুর্থ দিনের বাকি সময়ে ফল আসা অসম্ভব হওয়ায় দুই দল মিলে ড্র মেনে নেয়। ম্যাচ নিস্ফলা থাকলেও কিউইদের সেঞ্চুরিয়ান নিক কেলি বিবেচিত হন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে হিটেই বাদ অ্যাথলেটরা

ওমর ফারুক রুবেল

দেশের গণ্ডিতে বাঘ হলেও বিদেশে সেই হুংকারের ছিঁটেফোটাও দেখা যায় না বাংলাদেশের অ্যাথলেটদের। ফি বছর আন্তর্জাতিক অনেক আসরে অংশ নিলেও ঘরোয়া ফলাফলের ধারেকাছেও থাকেন না তাঁরা। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে চীনের নানজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নিয়েছিলেন দেশসেরা অন্যতম অ্যাথলেট জহির রায়হান। কিন্তু নানজিংয়ের ট্র্যাকে মুখ থুবড়ে পড়ে তার ঘরোয়া সাফল্য। এবার এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপেও হলো একই দশা।

এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ

গত ২৭-৩১ মে দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের ২৬তম আসর। প্রায় ৩৮টি দেশের পাঁচ শতাধিক অ্যাথলেট অংশ নেন এই আসরে। বাংলাদেশও অংশ নিয়েছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পদক জয়তো বহুদূর, নিজেদের সেরাটাও দিতে পারেননি তারা। ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ১০০ মিটার স্প্রিন্টের সেমিফাইনাল অবদি পৌঁছেছিলেন প্রবাসী অ্যাথলেট ইমরানুর রহমান। ব্যাস, ওই পর্যন্তই শেষ।

এবার যাঁরা গিয়েছিলেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে

এশিয়ান অ্যাথলেটিকসে নির্বাচিত বাংলাদেশের পাঁচ অ্যাথলেট অংশ নেন। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শিরিন আক্তার ও মো. ইসমাইল. হাইজাম্পে মাহফুজুর রহমান ও রিতু আক্তার এবং ৪০০ মিটার হার্ডলসে নাজিমুল হাসান রনি।

ঘরোয়া আসরে হিরো, আন্তর্জাতিক আসরে জিরো

ঘরোয়া আসরে এই পাঁচ অ্যাথলেটই সেরাদের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। জিতেছেন অনেক স্বর্ণপদক। কিন্তু আন্তর্জাতিক আসরে গিয়ে যেন ট্র্যাকেই হারিয়ে ফেলেন নিজেদের। ঘরোয়া আসরে একেকজন হিরো হলেও আন্তর্জাতিক আসরে জিরোই দেখা যায় তাদের।

ইসমাইলের খেই হারিয়ে ফেলা

গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। এই আসরে চার বছর পর (সবশেষ ২০২১ সাল) দেশের দ্রুততম মানবের খেতাব জিতে নেন মো. ইসমাইল। সেরা হতে ইসমাইল ইলেকট্রনিক বোর্ডে সময় নেনন ১০.৬১ সেকেন্ড। অথচ এশিয়ান অ্যাথলেটিকসে সেই টাইমিংকে ছাড়িয়ে যাওয়া দূরঅস্ত, বরং টাইমিং আরও বাড়িয়েছেন। ১০০ মিটার পাড়ি দিতে এই স্প্রিন্টার সময় নিয়েছেন ১১.০৩ সেকেন্ড। ফলে চতুর্থ হিটে আটজনের মধ্যে সপ্তম হন। অথচ এই হিট থেকে ১০.৪১ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে কোয়ালিফাই করেছেন ওমানের মালহাম আল বালুশি।

একই দশা দ্রুততম মানবী শিরিনেরও

জাতীয় মিটে দ্রুততম মানবী হতে শিরিন সময় নিয়েছিলেন ১২.০১ সেকেন্ড। অথচ নানজিংয়ে এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের ১০০ মিটার স্প্রিন্টের তিন নম্বর হিটের লেনে দাঁড়িয়ে তিনি সময় নিয়েছেন ১২.৩১ সেকেন্ড, যা শিরিনকে অনেক পেছনে ঠেলে দিয়েছে। হিটে সাতজনের মধ্যে সপ্তম হয়েছেন। এই টাইমিংয়ের কারণে এই ইভেন্টে ২১ জনের মধ্যে ১৮তম হন শিরিন। চীনের লিয়াং প্রথম হয়েছেন ১১.২২ সেকেন্ডে। ব্যবধান ১ সেকেন্ডেরও বেশি সময়। দৌড় শেষে লিয়াংকে জড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে ভুলেননি শিরিন।

দুর্ভাগ্য হাইজাম্পার মাহফুজের

নেপাল এসএ গেমসে রুপা জিতেছিলেন মাহফুজুর রহমান। জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ২.১০ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে স্বর্ণও জেতেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আসরে গিয়ে তার অবনমন হয়েছে। এশিয়ান অ্যাথলেটিকসে তিনি ২.০৫ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে বাদ পড়েন। দুর্ভাগ্য তার। মাহফুজের গ্রুপে (এ-গ্রুপ) ২.০৫ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে উজবেকিস্তানের ভাদিম চিকোলাভ ও ফিলিপাইনের লিওনার্দ গ্রোস্প দ্বিতীয় রাউন্ডে কোয়ালিফাই করেন। কারণ, তিনবারের চেষ্টার মধ্যে শেষ দুইবার তিনি ডিসকোয়ালিফাই হন।

হতাশ করেন রিতু আক্তারও

ঘরোয়া আসরে ১.৭৩ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন দেশসেরা নারী হাইজাম্পার রিতু আক্তার। নানজিংয়েও খুব একটা খারাপ করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, এরচেয়ে অনেক বেশি উচ্চতায় লাফিয়ে পদক নিয়ে গেছেন ভারত, কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তানের হাইজাম্পাররা। নানজিংয়ে রিতু ১.৭০ উচ্চতায় লাফান। ঘরোয়া আসরের চেয়েও .৩ মিটার কম উচ্চতায় লাফাতে পেরেছেন তিনি। এই ইভেন্টে ভারতের পূজা ১.৮৯ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে স্বর্ণ জেতেন।

সময় বেশি নেন নাজিমুলও

গত জাতীয় আসরে পুরুষদের ৪০০মিটার হার্ডেলস ইভেন্টে ৩২ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন নাজমুল হোসেন রনি। তিনি সময় নিয়েছিলেন ৫০.৮৪ সেকেন্ড। ১৯৯৩ সালে এই ইভেন্টে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আবদুর রহিম নঈম এর রেকর্ড ছিল ৫১.৮৭ সেকেন্ডের। ঘরোয়া আসরে প্রায় তিন যুগ আগের রেকর্ড ভাঙলেও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি সময় নেন ৫২.৩৬ সেকেন্ড। ফলে প্রথম রাউন্ডে ১৭ জনের মধ্যে ১৩তম হন নাজিমুল।

চট্টগ্রাম আবাহনী

চট্টগ্রাম আবাহনী ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের অবনমন

রফিকুল ইসলাম

দেশের অন্যতম দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও চট্টগ্রাম আবাহনী নেমে গেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে। চট্টগ্রাম আবাহনী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রায় নিয়মিত ক্লাব, ওয়ান্ডারার্স ক্লাব এবারই প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে উঠেছিল। তবে ঐতিহাসিক মৌসুমটা তাঁদের জন্য সুখকর হয়নি। উঠেই আবার নেমে গেছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিনশিপ লিগে।

২০০৭ সালে পেশাদার লিগের প্রথম আসর থেকেই খেলে আসছিল চট্টগ্রাম আবাহনী। মাঝে একবার অবনমন হয়েছিল ২০১১-১২ মৌসুমে। দুই মৌসুম পর আবার তারা উঠে আসে শীর্ষ লিগে। এই ক্লাবটি কখনই শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে দল গঠন করেনি। মিডিওকার দল হিসেবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলে আসছিল চট্টলার আকাশি-নীলরা। এবার তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল করুণ। দলই করার কথা ছিল না তাদের। শেষ পর্যন্ত কোনো মতে জোড়তালি দিয়ে একটা দল তৈরি করে মাঠে নামলেও তাদের আর্থিক দৈন্যতা এতটাই ছিল যে টিকে থাকার মতো অবস্থা ছিল না।

গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চট্টগ্রাম আবাহনীর কর্মকর্তারা আড়ালে চলে যান। অর্থকড়ি দিয়ে দল গঠনের মতো কেউ ছিলেন না তখন। এই ক্লাবের সাবেক দুই ফুটবলার জাহিদ হাসান এমিলি ও মামুনুল ইসলাম এগিয়ে আসেন ক্লাবটির চরম দুর্দিনে। যখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল চট্টগ্রাম আবাহনী এবার দলবদলে অংশ নেবে না, তখন হাল ধরেন এমিলি-মামুনুল। দলবদলের শেষ দিনে রাত ১২টার দিকে বাফুফেতে খেলোয়াড় তালিকা জমা দিয়েছিলেন জাতীয় দলের সাবেক এই দুই তারকা ফুটবলার।

দলবদলে অংশ নিলেও মৌসুমজুড়ে দলকে চালানো, পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হয়নি ক্লাবটির। শুরু থেকেই অভাব-অনটনের মধ্যে কাটছিল তাদের দিন। তাই তো বোঝা গিয়েছিল একটা দল তৈরির জন্যই তৈরি করা হয়েছে। দুই সাবেক খেলোয়াড় দলটিকে দাঁড় করালেও পরিচালনার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। যে কারণে ফলটাও তেমন হয়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকেই সবার নিচে ছিল চট্টগ্রাম আবাহনী। ১০ দলের এই লিগে ১০ নম্বর থেকে কখনো ৯ এ উঠতে পারেনি তারা। শেষ পরিণতি অবনমন। দ্বিতীয়বারের মতো চট্টগ্রামের জায়ান্টরা নেমে গেল পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তরে।

শুরু থেকে টানা ৭ হারের পর অষ্টম রাউন্ডে পুলিশ এফসির বিপক্ষে জয়ে প্রথম পয়েন্ট পেয়েছিল চট্টগ্রাম আবাহনী। এর পর হারের মধ্যেই ছিল দলটি। তিন ম্যাচ হাতে রেখে তাদের অবনমন হওয়া নিশ্চিত হয়। ঢাকার বাইরের বড় দলগুলোর অন্যতম চট্টগ্রাম আবাহনী আবার কবে শীর্ষ লিগে ফিরতে পারবে সেটাই দেখার বিষয়। ২০০৭ সাল থেকে এই মৌসুম পর্যন্ত যে ১৫টি লিগ খেলেছে সেখানে এবারের মৌসুমে তিনটি প্রতিযোগিতা হয়েছে। মৌসুম শুরু হয়েছিল গতবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও ফেডারেশন কাপ রানার্সআপ মোহামেডানের ম্যাচের চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই চট্টগ্রাম আবাহনী ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব খেলেছে ফেডারেশন কাপ ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। মৌসুমজুড়েই ব্যর্থতা লেগে ছিল এই দুই ক্লাবের সঙ্গে। ফেডারেশন কাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনী। চার ম্যাচের তিনটি হেরেছে, একটি ড্র করেছে।

ফেডারেশন কাপে আবাহনীর কাছে ৩-০ গোলে হার দিয়ে মৌসুম শুরু করেছিল চট্টলার দলটি। মোহামেডানের কাছে হেরেছিল ৬-০ গোলে। তৃতীয় ম্যাচে তারা ২-২ গোলে ড্র করে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচে রহমতগঞ্জের কাছে ৩-০ গোলে হেরে বিদায় নেয় গ্রুপপর্ব থেকেই। চট্টগ্রাম আবাহনী ফেডারেশন কাপে চার ম্যাচে পেয়েছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। ১৪ গোল খেয়ে দিতে পেরেছিল মাত্র দুটি। লিগে তো সবার নিচে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে রেলিগেশন নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তাদের ঝুলিতে ছিল মাত্র ৩ পয়েন্ট।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে চট্টগ্রাম আবাহনীর সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল রানার্সআপ হওয়া। লিগের দশম আসরে রানার্সআপ হয়ে অন্যদের চমকে দিয়েছিল চট্টলার দলটি। পরের আসরে চট্টগ্রাম আবাহনী লিগ শেষ করে তৃতীয় হয়ে। এ দলটি সব সময়ই তারুণ্য নির্ভর ছিল। মধ্যমসারির দল হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল চট্টগ্রামের আকাশি-নীলরা। চট্টগ্রাম আবাহনীর লিগের সব আসরের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় মোটামুটি একটা ফলাফল করে আসছিল তারা। প্রথম আসরে ১১ দলের মধ্যে দশম, দ্বিতীয় আসরে ১১ দলের মধ্যে অষ্টম, তৃতীয় আসরে ১৩ দলের মধ্যে একাদশ, চতুর্থ আসরে ১২ দলের মধ্যে দ্বাদশ হয়ে প্রথমবারের মতো অবনমন হয়েছিল ক্লাবটি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ আসরে লিগে ছিল না দলটি। সপ্তম আসরে ১০ দলে অষ্টম, অষ্টম আসরে ১১ দলের মধ্যে নবম, নবম আসরে ১২ দলের লিগে রানার্সআপ, দশম আসরে ১২ দলের মধ্যে তৃতীয়, একাদশ আসরে ১৩ দলের মধ্যে অষ্টম, দ্বাদশ আসরে ১৩ দলের মধ্যে পঞ্চম, ত্রোয়োদশ আসরে ১২ দলের মধ্যে সপ্তম চতুর্দশ আসরে ১১ দলের মধ্যে অষ্টম, পঞ্চদশ আসরে ১০ দলের মধ্যে সপ্তম এবং এবার ১০ দলে সবার নিচে থেকে লিগ শেষ করেছে দলটি। দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স এবারই প্রথম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে নাম লিখিয়েছিল। তবে অভিষেকটা ভালো হয়নি দলটির। উঠেই আবার নেমে গেছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। পঞ্চাশ-ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ফুটবলে বিশাল এক শক্তি ছিল ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। ৮৮ বছর বয়সী এই ক্লাবটি পঞ্চাশ-ষাটের পরাশক্তির তকমা হারিয়ে ফেলেছিল আগেই। এক সময় ছিল যখন মোহামেডানের সাথে টক্কর দিতো এই ক্লাবটি। ঢাকা লিগে চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া ওয়ান্ডারার্স গত মৌসুম বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে উঠেছিল। ঘরোয়া ফুটবলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স এখন আর শক্তিধর দল নয়। দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই ওয়ান্ডারার্স ক্লাব আলোচনায় এসেছিল প্রিমিয়ার লিগে নাম লিখিয়ে। আবার আলোচনায় তারা প্রিমিয়ার লিগ থেকে নেমে যাওয়ায়। গত আগস্টে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়ও পরিবর্তন আসে। নতুন ম্যানেজমেন্ট হলেও সেভাবে দলের পেছনে অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। ক্লাবটির লক্ষ্য ছিল প্রথম আসরে তারা যেন প্রিমিয়ারে টিকে থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেটাও পারেনি। দলটি যে প্রিমিয়ার লিগে ভালো করতে পারবে না তার আভাস মিলছিল ফেডারেশন কাপেই। চার ম্যাচের চারটিই হেরেছিল তারা।

ব্রাদার্সের কাছে ৮-০ গোলের হার দিয়ে শীর্ষ ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল ওয়ান্ডারার্সের। দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশের কাছে ২-১ গোলে হারের পর ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত হয় বসুন্ধরা কিংসের কাছে। শেষ ম্যাচে ফর্টিস এফসির কাছে ৩-০ গোলে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স। লিগের ১৭তম রাউন্ডে টিকে থাকার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা ছিল ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের। মুখোমুখি হয়েছিল প্রিমিয়ারে আরেক নবাগত ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের। ওই ম্যাচ ২-১ গোলে হেরে যাওয়ার পর এক ম্যাচ হাতে রেখেই অবনমন নিশ্চিত হয় ওয়ান্ডারার্সের। শেষ দুই ম্যাচ জিতলে ও ইয়ংমেন্স শেষ দুই ম্যাচ হারলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হলেও হতে পারতো ওয়ান্ডারার্সের। ১৭ তম ম্যাচ পর্যন্ত ওয়ান্ডারার্স হেরেছিল ১৩ ম্যাচ। একটি ড্র করে জিতেছিল ৩টিতে। অবস্থানের হিসেবে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও চট্টগ্রাম আবাহনী অবনমন হলেও সেটা কার্যকর করবে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটি ও বাফুফের নির্বাহী কমিটি। অনেক উদাহরণ আছে

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স

অবনমন হয়েও আবার আবেদন করে টিকে গেছে। তাই শেষ পর্যন্ত ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে আগামী মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে নাকি চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে দেখা যাবে সেটা সময়ই বলে দেবে। ক্লাবসূত্রে জানা গেছে, ওয়ান্ডারার্স বাফুফের কাছে আবেদন করবে প্রিমিয়ার লিগে রেখে দেওয়ার জন্য। যদি শেষ পর্যন্ত তারা আবেদন করে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বাফুফে। তবে চট্টগ্রাম আবাহনী ছিল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। তাই তারা প্রিমিয়ার লিগে থেকে যাওয়ার জন্য আবেদন করবে কি না, সেটাও সময় বলে দেবে। চট্টগ্রাম আবাহনীর দলটি পরিচালনার জন্য সংগঠক খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে। এবার মামুনুল ইসলাম ও জাহিদ হাসান এমিলি এগিয়ে না আসলে তো লিগেই খেলা হতো না তাঁদের। নতুন মৌসুমেকে এগিয়ে আসবেন ক্লাবটির জন্য?

সার্ভিসেস কাবাডি লিগে সেনাবাহিনী অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

সাদিয়া তাবাসসুম

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হেসে খেলে সার্ভিসেস কাবাডি লিগে (জুনিয়র) অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শিরোপা জয়ের মিশনে তাদের দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে কোনো দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি। গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে দলটির একচ্ছত্র আধিপত্যে ছিল চোখে পড়ার মতো। পল্টন কাবাডি স্টেডিয়ামে স্বপ্নের ফাইনালে সেনাবাহিনী ৪১-২৫ পয়েন্টে বাংলাদেশ পুলিশকে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২৩-১২ অর্থাৎ ১১ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধেও পুলিশ ছন্দ খুঁজে পায়নি ম্যাচে। ফলে ফাইনালে তারা বেশ শোচনীয়ভাবে হেরে যায়। এর আগে সেমিফাইনালে সেনাবাহিনী ৬৪-২২ পয়েন্টে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে এবং পুলিশ ৩৮-৩৩ পয়েন্টে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে পরাজিত করে। গ্রুপ পর্বে অবশ্য চ্যাম্পিয়ন সেনাবাহিনী ৪৫-২৭ পয়েন্টে পুলিশকে এবং ৩৩-২৩ পয়েন্টে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (বিজিবি) পরাজিত করে। অপর দিকে রানার্সআপ পুলিশ গ্রুপ পর্বে সেনাবাহিনীর কাছে হারলেও ৪১-২৬ পয়েন্টে বিজিবিকে হারিয়েছে।

সেনাবাহিনী দলগতভাবে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি দলের খেলোয়াড়রাও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দেখিয়ে পুরস্কার পেয়েছেন। ফাইনালে সেনাবাহিনীর মেহেদি ম্যাচসেরার এবং ইব্রাহিম মল্লিক লিগ সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, দলের আকাশ হয়েছেন সেরা কেচার। কিন্তু সেরা রেইডার হয়েছেন পুলিশের রবিউল আলম। এদিকে জমজমাট লিগ শেষে ৩১ মে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন ফরচুন বরিশালের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান। এর আগে ২৬ মে এ লিগের উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি। লিগ শেষে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ এক প্রশ্নে বলেন, কাবাডির মানোন্নয়নে আমরা নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণসহ নানা রকম টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছি।

উল্লেখ সার্ভিসেস কাবাডি জুনিয়র লিগে এ বছর মোট ৬টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। শুরুতে দলগুলো দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে মোকাবিলা করে। এরপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল নিয়ে সেমিফাইনাল পরবর্তী বিজয়ী দুটি দল নিয়ে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়ানো এ লিগে শক্তি সার্মথ্য অনুযায়ী প্রতিটি দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের মাধ্যমে আসরটি জমজমাট করে তুলে। এমনকি চমৎকার ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে সেনাবাহিনীর ইব্রাহিম মল্লিক, নৌবাহিনীর সোলায়মান হোসাইন, পুলিশের রবিউল আলম ও ফায়ার সার্ভিসের হাসিবুল হোসেন সবার নজর কেড়েছেন।

সার্ভিসেস কাবাডি লিগ উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি

রিশাদ যেখানে, শিরোপা সেখানে!

মো. রেজাউল হক

লাহোর কালান্দার্সের হয়ে প্রথমবার পিএসএল খেলতে গিয়েই শিরোপা হাতে পেয়ে উৎফুল্ল রিশাদ হোসেন

প্রশ্ন- পিএসএলে এবার কীভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে লাহোর কালান্দার্স? উত্তর- রিশাদ হোসেনকে দলে নিয়েছিল বলে! একটু কৌতুকপূর্ণ শোনালেও এটাই তো সত্যি! স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ফাইনালে সর্বোচ্চ ২০২ রান তাড়া করে লাহোরের বিশ্ব রেকর্ড গড়া শিরোপা জয়ের 'নেপথ্য রহস্য' কিন্তু বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনারই। দলকে সাফল্যের ভেলায় চড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নোঙর করিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ইতোমধ্যেই যিনি পরিচিতি পেতে শুরু করেছেন। দেশে-বিদেশে যে দলেই যোগ দিচ্ছেন রিশাদ; সে দলই হাসছে শেষ হাসি! বিষয়টা এমন- রিশাদ যেখানে শিরোপা সেখানে! ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ট্রফি লাগবে আপনার? তাহলে সহজ বন্দোবস্ত হলো এই টাইগার লেগ স্পিনারকে দলে নিন! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই ২০২৫ সালে এলপিএল (লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ) কিংবা সিপিএলের (ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগ) কোনো আগ্রহী ফ্র্যাঞ্চাইজি চাইলে রিশাদকে আগাম 'বুকিং' দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। নইলে পরে ড্রাফট বা নিলামে তাঁকে নিতে নিশ্চয় টানাটানি পড়ে যাবে!

যেন এক সৌভাগ্যের দূত!

২৩ বছর বয়সী রিশাদ হোসেনকে নিয়ে এমন বাড়তি আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টির কারণ এতক্ষণে নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন। ট্রফি জেতার পরিক্রমায় তিনি যেন 'সৌভাগ্যের দূত'! একজন কার্যকরী লেগ স্পিনারের জন্য বাংলাদেশের ক্রিকেটের হাপিত্যেশ ছিল অনেক দিনের। রিশাদের আগমনে সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে। বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে সাদা বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক যদিও ২০২৩ সালে। তবে নিজেকে মেলে ধরে দলের মধ্যমণিতে পরিণত হওয়া গত বছর থেকে। টাইগারদের হয়ে এখনো কোনো শিরোপার দেখা পাননি রিশাদ। পাবেনই বা কীভাবে, বাংলাদেশ তো নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত বৈশ্বিক কোনো ট্রফিই জিততে পারেনি। দ্বিপক্ষীয় সিরিজের বাইরে উল্লেখযোগ্য অর্জন বলতে সেই ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় (ওয়ানডে) সিরিজের ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

বাংলাদেশ ট্রফি জিততে না পারলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সৌজন্যে রিশাদ হোসেনের হাতে একের পর এক শিরোপা উঠছেই। তাঁর হাতে ট্রফি, মুখে হাসি; এমন দৃশ্য সবশেষ দেখা গেছে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে, ২৫ মে রাতে। পাকিস্তান সুপার লিগের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সকে এক বল আগে নাটকীয়ভাবে ৬ উইকেটে হারিয়ে উৎসবে মাতোয়ারা হয়েছে রিশাদের দল লাহোর কালান্দার্স। যদিও একই দলে ছিলেন বাংলাদেশের দুই স্পিন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ও মেহেদী হাসান মিরাজও, কিন্তু তাঁদের একজনকেও ফাইনালে খেলানো হয়নি। শেষ মুহূর্তে লাহোরে ডাক পাওয়া মিরাজ অবশ্য কোনো ম্যাচেই মাঠে নামার সুযোগ পাননি।

না খেলে দলের অংশ হয়েই...

গত বছরের জুনে যুগ্মভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট শিকারের পরই মূলত বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পান রিশাদ। সেই

সুবাদে অল্প সময়ের মধ্যেই টি-টোয়েন্টি লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এই লেগ স্পিনার, যাঁর ব্যাটিংয়ের হাতটাও মন্দ নয়। বিশ্বকাপের পর কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগের দল টরেন্টো ন্যাশনালস নিজেদের ডেরায় ভিড়িয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত কানাডায় যেতে পারেননি বলে রিশাদের খেলা হয়নি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত ওই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মন্ট্রিয়েল টাইগার্সকে হারিয়ে ঠিকই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রিশাদের দল টরেন্টো ন্যাশনালস।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগের সবশেষ মৌসুমে রিশাদ হোসেনকে কিনেছিল হোবার্ট হারিকেন্স। আসরটি মাঠে গড়ায় ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। ওই সময় বাংলাদেশ জাতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থাকায় এই লেগ স্পিনারকে এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) দেয়নি বিসিবি। রিশাদ খেলতে না পারলেও তাঁর দল ঠিকই হেসেছিল শেষ হাসি। সিডনী থান্ডারের বিপক্ষে ফাইনাল জিতে শিরোপা ছুঁয়েছিল হোবার্ট হারিকেন্স।

রংপুরের হয়ে প্রথম ট্রফির ছোঁয়া

গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি ও বিগ ব্যাশ, পরপর দুটো আসরে মাঠে নামতে না পারা এবং ট্রফি হাতে নিতে না পারার আক্ষেপের মাঝেই অবশ্য প্রথম শিরোপার স্বাদ পান রিশাদ হোসেন। গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে গায়ানায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সুপার লিগের (জিএসএল) প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রংপুর রাইডার্স। শিরোপাজয়ী ওই দলের সদস্য ছিলেন এই লেগ স্পিনার। প্রথম দুই ম্যাচে হেরে বাজেভাবে টুর্নামেন্ট শুরু করা রংপুর প্রায় ছিটকে পড়ার দ্বারপ্রান্ত থেকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে এবং অস্ট্রেলিয়ার দল ভিক্টোরিয়াকে পরাজিত করে হাসে শিরোপার হাসি। ফাইনালে ২৬ রানে ২ উইকেট পাওয়া রিশাদ টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে মোট ৬ উইকেট শিকার করে রংপুর রাইডার্সের ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বরিশালের জার্সিতে বিপিএল শিরোপা

এরপর গত বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটে রিশাদকে দলভুক্ত করে ফরচুন বরিশাল। ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্দা নামা আসরে তামিম ইকবালের নেতৃত্বে শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বরিশালের জার্সি গায়ে অবশ্য তেমন একটা সুবিধা করতে পারেননি এই লেগ স্পিনার, বোলিংয়ে ১১ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ৩১.২৮ গড়ে ৭ উইকেট দখলের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ৩ ইনিংসে ৩৪.০০ গড়ে করেন ৬৮ রান। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে ফাইনালে প্রথমে ২ ওভারে ২৬ রান দিয়ে উইকেটশূন্য থাকা রিশাদ পরে ম্যাচের স্নায়ুক্ষয়ী মুহূর্তে ব্যাট হাতে আট নম্বরে নেমে ৬ বলে ২ ছক্কায় অপরাজিত ১৮ রানের যে বিস্ফোরক ইনিংসটি খেলেছিলেন, ১৯৫ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করে তিন বল হাতে রেখে বরিশালের ৩ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ে সেটির অবদান ছিল

রিশাদ হোসেন : লেগ স্পিনের মায়াবী ঘাতক

অনেক।

পিএসএলে ৭ ম্যাচে ১৩ উইকেট

এবার পিএসএলের ফাইনালেও বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৪২ রান দিয়ে নিয়েছিলেন কেবল আভিস্কা ফার্নান্ডোর উইকেটটি। এদিন শাহীনশাহ আফ্রিদি বাদে অন্য সব বোলারই বেধড়ক পিটুনি খেয়েছেন। পরে অবশ্য ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি এই লেগ স্পিনারকে। পঞ্চম উইকেটে কুশল পেরেরা ও সিকান্দার রাজার দাপুটে জুটিতে ২০২ রান চেজ করে ৬ উইকেটের জয়ে শিরোপা নিজেদের করে নেয় লাহোর কালান্দার্স। টুর্নামেন্টে দলটির হয়ে রিশাদ সব মিলিয়ে ৭ ম্যাচ খেলে ১৭.২৩ গড়ে নিয়েছেন ১৩ উইকেট, দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বলাই যায়। নিজের প্রথম ৩ ম্যাচে ৯ উইকেট পাওয়া রিশাদ চতুর্থ ম্যাচে উইকেটশূন্য থাকায় এরপর তাঁকে পরপর তিন ম্যাচে বসিয়ে রাখা হয়। পরে ফিরে ২৮ রানে নেন ১ উইকেট। হঠাৎ করে শুরু হওয়া পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের কারণে পিএসএল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে দেশে ফিরে বাংলাদেশের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্ট সিরিজ খেলে রিশাদ পুনরায় যোগদান করেন লাহোর কালান্দার্সে এবং দলটির শেষ দুই ম্যাচে (দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল) দখল করেন আরও ৪ উইকেট।

এক বছরে পাঁচে পাঁচ

রিশাদ খেলুন আর নাই খেলুন, টি-টোয়েন্টি লিগে গত ১২ মাসে যে ফ্র্যাঞ্চাইজিরই অংশ ছিলেন তিনি, কাকতালীয়ভাবে তারাই শিরোপার দেখা পেয়েছে! এই সময়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলের সংখ্যা ৫! তাই এই লেগ স্পিনারকে 'মহাসৌভাগ্যবান' না বলে উপায় নেই। অবশ্য এর আগে ২০২৪ বিপিএলে তিনি খেলেছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে এবং অনিয়মিতভাবে ৪ ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে ৩ ইনিংসে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট, ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি একবারও; ফাইনালেও খেলানো হয়নি তাঁকে। ফরচুন বরিশালের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় কুমিল্লাকে। রিশাদ দলে থাকার পরও ফাইনালে উঠে কুমিল্লার চ্যাম্পিয়ন হতে না পারা আসলেই ব্যতিক্রম। আর কে না জানে, ব্যতিক্রম তো নিয়মকেই প্রমাণ করে! অবশ্য রিশাদ স্বীকৃত ক্রিকেট ক্যারিয়ারের প্রথম শিরোপা জিতেছিলেন সেই ২০২০ সালেই। সেবার করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে বিপিএল আয়োজন করতে না পারায় তার পরিবর্তে শুধু স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠে নামানো হয়েছিল একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। বিসিবির তত্ত্বাবধানে গঠিত পাঁচ দলের ওই আসরের ফাইনালে গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জেমকন খুলনা। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের নেতৃত্বাধীন খুলনা দলে ছিলেন রিশাদ হোসেন। যদিও তখন পর্যন্ত সেভাবে আলোচনায় না আসা এই লেগ স্পিনারকে ফাইনালে খেলানোর কথাই ভাবা যায়নি। কাকতালীয়ভাবে ২ ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়ে রিশাদ নিয়েছিলেন ২ উইকেট, ব্যাটিংয়ে ১ ইনিংসে করেছিলেন ৩ রান।

শীর্ষে সাকিব, তারপর রিশাদ

বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে এ পর্যন্ত সর্বাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন সাকিব আল হাসান। সবশেষ পিএসএলে লাহোর কালান্দার্স চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মোট ৬ দলের হয়ে সাকিব জিতেছেন ৮টি ট্রফি। এর আগে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের (২০১২ ও ২০১৩) হয়ে ২ বার ও ঢাকা ডায়নামাইটসের (২০১৬) হয়ে একবার বিপিএল, কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ২ বার আইপিএল (২০১২ ও ২০১৪) এবং জ্যামাইকা তালাওয়াস (২০১৬) ও বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টসের (২০১৯) হয়ে একবার করে সিপিএল জিতেছিলেন এক সময়ের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। সাকিবের পর রিশাদ, মাত্র বছরখানেকের মধ্যেই ৫টি শিরোপাজয়ী দলের অংশ হয়েছেন, যা চাট্টিখানি কথা নয়। ৩৮ বছর বয়সী সাকিবের ক্যারিয়ার প্রায় শেষের পথে, ২৩ বছর বয়সী রিশাদের তো মাত্রই শুরু হলো।

এক নম্বরে ডোয়াইন ব্র্যাভো

টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ১৭টি ট্রফি জয় করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্র্যাভো। এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ৫টি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ের রেকর্ড আরেক ক্যারিবীয় তারকা আন্দ্রে রাসেলের দখলে। ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সিডনি থান্ডারের জার্সি গায়ে বিগ ব্যাশ, ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের অংশ হয়ে পিএসএল, জ্যামাইকা তালাওয়াসের প্রতিনিধিত্ব করে সিপিএল এবং ঢাকা ডায়নামাইটসে খেলতে এসে বিপিএল শিরোপা জিতেছিলেন তিনি।

সাগর

হিমেল

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে যাচ্ছেন বাংলাদেশি দুই সাঁতারু সাগর-হিমেল

ওমর ফারুক রুবেল

১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে মোট ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সাঁতারু ব্রজেন দাস। তখন এই চ্যানেল সবচেয়ে কম সময়ে পার হওয়ার রেকর্ডও গড়েছিলেন তিনি। এরপর ১৯৬৫ সালে আবদুল মালেক দ্বিতীয় বাংলাদেশি এবং ১৯৮৭ সালে মোশাররফ হোসেন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ৩৭ বছর পর এবার সাহসী সেই উদ্যোগ নিলেন বাংলাদেশের আরও দুই সাঁতারু মাহফিজুর রহমান সাগর ও নাজমুল হক হিমেল। সব ঠিক থাকলে ১৭ জুলাই চ্যানেলে ঝাঁপ দেবেন এই সাঁতারু। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন ভারতের আরও দুই সাঁতারু ইলভিস ও লিমু। চারজন ৩৪.৫ কিলোমিটার পথ রিলের মাধ্যমে পাড়ি দেবেন। প্রত্যেকে এক ঘণ্টা করে সাগরে সাঁতরাবেন। চার ঘণ্টা পর ফের প্রথমজন সাঁতার কাটবেন ইংলিশ চ্যানেলে। এভাবে ১৩-১৫ ঘণ্টা সাঁতারে তাঁরা পাড়ি দেবেন ইংলিশ চ্যানেল।

ইংলিশ চ্যানেল কি?

পশ্চিম ইউরোপের একটি সংকীর্ণ সাগর যা দক্ষিণে ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখণ্ডস্থিত রাষ্ট্র ফ্রান্স এবং উত্তরে গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপকে পৃথক করেছে এবং উত্তর সাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬২ কিলোমিটার এবং প্রস্থ অবস্থানভেদে সর্বোচ্চ ২৪০ কিলোমিটার থেকে সর্বনিম্ন ৩৪ কিলোমিটার (ডোভারের প্রণালীতে) হতে পারে। এটি ইউরোপীয় মহীসোপানের কাছাকাছি অবস্থিত অগভীর সাগরগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম; এর আয়তন প্রায় ৭৫ হাজার বর্গকিলোমিটার। পূর্বদিকে এর বিস্তার কমে মাত্র ৩৪ কিলোমিটার এবং সেখানে এটি ডোভার প্রণালীর মাধ্যমে উত্তর সাগরের সাথে সংযুক্ত।

আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে যেমন এক করেছে জিব্রাল্টার প্রণালী, একইভাবে উত্তর সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে এক করেছে ইংলিশ চ্যানেল। এটি মূলত আটলান্টিক মহাসাগরের একটি অংশ, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার এবং অবস্থানভেদে প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৪০ কিলোমিটার থেকে সর্বনিম্ন ৩৪ কিলোমিটার। ইংলিশ চ্যানেল যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অংশকে ফ্রান্সের উত্তর অংশ থেকে আলাদা করেছে। সেখানে সাঁতার কাটা ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদার ম্যারাথন হিসেবে বিবেচিত। এমন ইতিহাসের অংশই হতে চাচ্ছেন দুই বাংলাদেশি।

ছয়বারের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ব্রজেন দাস

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের কুচিয়ামোড়া গ্রামে ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর জন্ম ব্রজেন দাসের। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা ও কলকাতায়। তারুণ্যেই তুখোড় সাঁতারু হিসেবে নাম কুড়িয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম এশীয় ব্রজেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে মোট ছয়বার চ্যানেলটি অতিক্রম করেন। ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি দেশ অংশ নেয়। সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে ফ্রান্সের তীর থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রচন্ড প্রতিকূল পরিবেশে সাঁতার কেটে পরদিন বিকেলবেলায় প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংল্যান্ড তীরে এসে পৌছান ব্রজেন দাস। ব্রজেন দাস সর্বমোট ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন: ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১ সালে। ১৯৬১ সালে ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে তিনি বিশ্বরেকর্ড গড়েন। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকে বিভক্ত করা আটলান্টিক মহাসাগরের এই চ্যানেল সবচেয়ে কম সময়ে সাঁতারে পার হওয়ার রেকর্ডও গড়েছিলেন তখন। ১৯৯৮ সালের ১ জুন কলকাতায় মারা যান এই প্রখ্যাত সাঁতারু, পরের বছরই তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে বাংলাদেশ সরকার। ১৯৯৮ সালে ভারতের কলকাতায় ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইংলিশ চ্যানেল জয়ী দ্বিতীয় বাংলাদেশি আবদুল মালেক

আবদুল মালেক ১৯৩৮ সালের ৪ অক্টোবর চাঁদপুরে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। লন্ডনের ডোবার কেন্টে তিনি সাঁতারের কোচ ছিলেন। ওই বছর তিনি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৫ মে ঢাকা থেকে রওয়ানা হন। বিরূপ আবহাওয়া ও অবিরাম সাঁতারে ১৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে তিনি চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরন করেন আবদুল মালেক।

ইংলিশ চ্যানেল জয়ী তৃতীয় বাংলাদেশি মোশাররফ

ব্রজেন দাস

আবদুল মালেক

হোসেন খান

ইংলিশ চ্যানেল জয়ী তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে সাবেক দেশসেরা সাঁতারু মোশাররফ হোসেন খানের। যিনি ১৯৮৫ সালে ঢাকা সাফ গেমসে একাই জেতেন পাঁচ স্বর্ণ। সাফ গেমসের দ্বিতীয় ওই আসরে স্বাগতিক বাংলাদেশ সর্বমোট স্বর্ণপদক জিতেছিল নয়টি। যার অর্ধেকের বেশি স্বর্ণ একাই এনে দিয়েছিলেন মোশাররফ। সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের হয়ে এক আসরে একজন অ্যাথলেটের পক্ষে পাঁচ স্বর্ণ জয় যে নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাবে না। জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি কখনও দ্বিতীয় হননি। তাঁর নামের পাশে ৯৬ স্বর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাংলাদেশি সাঁতারু হিসাবে মোশাররফ হোসেন খান ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন ১৯৮৮ সালে। প্রথম বাঙালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রজেন দাসের নাম। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রথম সাঁতারু হিসেবে এই কৃতিত্ব দেখান মোশাররফ।

চতুর্থ ও পঞ্চম বাংলাদেশি হবেন সাগর-নাজমুল

নাজমুল কিশোরগঞ্জের ছেলে। তাঁর বাবা আবুল হাসেম ছিলেন আশির দশকের জাতীয় সাঁতারু। জাতীয় পর্যায়ে একাধিক পদকে জিতেছেন নাজমুল। যার মধ্যে আছে জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতারে ২০টি স্বর্ণ, ১৫টি রৌপ্য। এ ছাড়া ২০০৬ থেকে ২০০৮ সালে জাতীয় সাঁতারে জেতেন পাঁচ স্বর্ণপদক ও চার রৌপ্যপদক। বিকেএসপির সাবেক ছাত্র নাজমুল উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান চীনে। বেইজিং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি থেকে শারীরিক শিক্ষায় স্নাতকোত্তার ডিগ্রি নেন। ২০১২ সালে চীনে অল বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল ফরেন স্টুডেন্টস সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হন।

আরেক সাঁতারু মাহফিজুর রহমান ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে বাংলাদেশের পতাকা বহন করেছেন। ২০১৬ সালে রিও ডি জেনিরোর পুলে নেমেছেন। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০টির মতো স্বর্ণ জিতেছেন। ২০১০ এসএ দুটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ, ২০১৬ গুয়াহাটি এসএ গেমসে সাতটি ব্রোঞ্জ, ২০১৯ নেপাল এসএ গেমসে একটি ব্রোঞ্জ জেতেন। ২০১৬ থাই ওপেনে সোনা জেতেন মাহফিজুর।

মোশাররফ হোসেন খান

দুই বারের অলিম্পিয়ান সাগর মূলত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার স্লট খুঁজতে থাকেন। তাঁর সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যান হিমেলকে, যিনি চীন প্রবাসী। এক সময়ের জাতীয় দলের সাঁতারু হিমেল এই সুযোগ পেয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত। অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু সেসবের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন এই দুই সাঁতারু। হিমেল বলেন, 'ওখানে জেলি ফিশ আছে। পানির তাপমাত্রা সেখানে ১৫ থেকে ১৯ ডিগ্রি। তবে আমি চীনে ১৯ ডিগ্রিতে সাঁতার কেটেছি। খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তবে ১৫ ডিগ্রি হলে চ্যালেঞ্জিং থাকবে। এ জন্য ড্রামের মধ্যে বরফ দিয়ে সেখানেই অনুশীলন করছি।' ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে একজন সাঁতারুর প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন থেকেও তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের দুই সাঁতারু মূলত ২০২৮ সালের আগে কোনও স্লট পাচ্ছিলেন না। তবে কলকাতার দুই সাঁতারুর সহযোগিতায় এই বছরে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার সুযোগ মিলেছে তাঁদের। সাগরে সাঁতরানো এমনিতেই কঠিন। তার ওপর ইংলিশ চ্যানলে সাঁতার কাটা! নাজমুল অবশ্য আশার কথাই শুনিয়েছেন, 'দেখুন, সাগরে সাঁতরানোটা খুবই কঠিন। মাঝেমধ্যে জেলি ফিশ আক্রমণ করে, এর বাইরে যেকোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। তারপরও আমরা আশাবাদী। যেহেতু এটা রিলে পদ্ধতির সাঁতার। একজনের পর আরেকজন সাঁতরাবেন। চিন্তার বিষয় হলো, চারজনের মধ্যে একজনও যদি অযোগ্য হন, তাহলে পুরো সাঁতারই বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।' ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে সাঁতারুদের ৪০-৫০ কিলোমিটার সাঁতরাতে হয়। স্রোত ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে ১০-১৫ ঘণ্টাও লাগে। চারজনের রিলে হওয়ায় এককে জনের ৪ ঘণ্টার বেশি পানিতে থাকতে হবে। সাগর ও হিমেলের ৩ ঘণ্টার মতো পানিতে টানা থাকার রেকর্ড রয়েছে। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার কিছু গাইডলাইন রয়েছে। সেটা ভঙ্গ হলে অকৃতকার্য হবেন সাঁতারুরা, ফলে রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য ব্যয় গচ্চাই যাবে, তেমনটা হলে পুনরায় আবার নতুন স্লটের জন্য আবেদন করতে হবে।

কাতারে সুচি ও মজিবুরের স্বর্ণপদক জয়

সাদিয়া তাবাসসুম

২০১৯ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় স্বর্ণপদকের মুখ দেখছে না বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন। তবে অর্ধ যুগ পর সুসংবাদ দিলেন দেশের দুই সাবেক কৃতী ভারোত্তোলক শাহরিয়া সুলতানা সুচি ও মজিবুর রহমান। সদ্যসমাপ্ত প্রথম এশিয়ান মাস্টার্স ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে তারা দেশকে দুটি স্বর্ণপদক উপহার দিয়েছেন। ৭১ কেজি ওজন শ্রেণিতে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারোত্তোলক ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহকারী পরিচালক শাহরিয়া সুলতানা সুচি এবং ৬৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে প্রবীণ ভারোত্তোলক ও বাংলাদেশ আনসারের কোচ মজিবুর রহমান এ কৃতিত্ব দেখান। গত ২৭-৩১ মে অনুষ্ঠিত এ চ্যাম্পিয়নশিপে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ অংশগ্রহণ করে।

এ চ্যাম্পিয়নশিপে সুচি ৪৩+ বয়স গ্রুপে ৭১ কেজি ওজন শ্রেণিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্ন্যাচে ৫২ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ৭০ কেজি মোট ১২২ কেজি উত্তোলন করে স্বর্ণপদক জয় করেন। খেলোয়াড়ি জীবনে সুচি ২০১২ সালে নেপালে প্রথম সাউথ

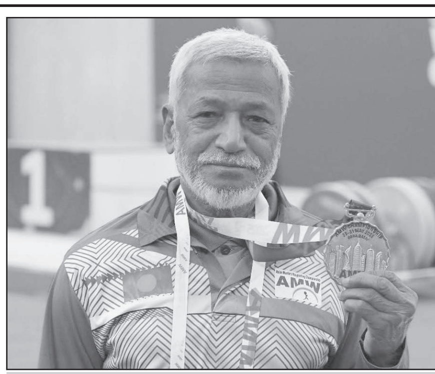
মজিবুর রহমান

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। নারী ভারোত্তোলন প্রচলনে প্রথমসারির যোদ্ধা সুচির জাতীয় পর্যায়ে অসংখ্যবার স্বর্ণ জেতার কৃতিত্ব রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কোচিং ক্যারিয়ারেও তিনি নতুন নতুন ভারোত্তোলক সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর হাতে গড়া অনেক নারী ভারোত্তোলকই এখন আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, সাফল্য এনে দিচ্ছেন। সুচি আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল অফিশিয়াল হিসেবে বিদেশের মাটিতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন।

এদিকে ৮৩+ বয়স গ্রুপের ৬৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে মজিবুর অংশগ্রহণ করে স্ন্যাচে ৪০ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ৪৫ কেজি মোট ৮৫ কেজি উত্তোলন করে স্বর্ণপদক জয় জিতেছেন। এক সময়ের এ কৃতী ভারোত্তোলকের পাকিস্তান আমলেও পদক জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে। দেশে নারী ভারোত্তোলন

শাহরিয়া সুলতানা সুচি

প্রচলন ও নারী ভারোত্তোলক সৃষ্টিতে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর হাত ধরে অসংখ্য নারী ভারোত্তোলক তৈরি হয়েছে। যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলনে দেশকে পদক উপহার দিয়েছেন। তিনি দেশীয় মাস্টার্স ভারোত্তোলনেও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। এবার বিদেশের মাটিতে সেই কৃতিত্ব তুলে ধরলেন। উল্লেখ্য, প্রথম এশিয়ান মাস্টার্স ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে সুচি ও মজিবুরের স্বর্ণপদক জয় এখন দেশের অপর প্রবীণ ভারোত্তোলকদের ওই ধরনের আসরে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। এদিকে আগামী ৪-১৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক বিশ্বমাস্টার্স এবং অ্যাডাপটিভ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছেন সুচি।

৪৮ বর্ষ ২১ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. আবাহনী

২. তপু বর্মন

৩. মেহেদী হাসান শ্রাবণ

৪৮ বর্ষ ২১ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুন ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ২১ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। কাওলান কারীমা, ই-৩/৪, বহুতলা সরকারি কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ২। খাদিজা আক্তার, বাখরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ৩। ইরম জাহান মারিয়া, মমিনপুর, সোমপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী; ৪। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট+থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৫। দোলন সরকার, সরকার ভিলা, হমার টাউন, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; ৬। আমাতুল্লাহ সরকার, বাসা-৭, রোড-২, এল ব্লক, আফতাব নগর, ঢাকা; ৭। মহিমা বেগম, আলী সাহরদী, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ৮। মনি মুক্তা, ৪২/এস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অ/এ, আজিমপুর, ঢাকা; ৯। জাহিদ হোসেন, গ্রাম+পোস্ট- আলগীবাজার, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ১০। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ১১। তৌহিদুল ইসলাম, ৪/১৮, শিল্পকলা একাডেমি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১২। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৩। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ১৪। আব্বাস উদ্দিন, দরবেশকাটা, মকবুলাবাদ, চকরিয়া, চট্টগ্রাম; ১৫। রাশেদ আহমেদ, চ-১৩৫, গুপিপাড়া, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা; ১৬। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৪৮ বর্ষ ১৫ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী
মো. পাভেল

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। **- সম্পাদক**

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■২৩ সংখ্যা■ ১৬ জুন ২০২৫

প্রশ্ন : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে কত বছর পর মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়?

প্রশ্ন : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন দলের নাম কী?

প্রশ্ন : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে এবার রানার্সআপ হয় কোন ক্লাব?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় উশু জাজেস ট্রেনিং কোর্স-২০২৫' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব আমিনুল ইসলাম, এনডিসি। উপস্থিত ছিলেন টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান এস এম শহীদুল হক ভূঁইয়া ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব দিলদার হাসান দিলু।

শেখ গোলাম আকবর

মোহামেডানের সাফল্য : প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম একটাই নাম মোহামেডান। গণঅভ্যুত্থানে সংগঠিত করা জেন-জির কাছে মোহামেডান একটা গল্পের নাম হয়ে ওঠেছিল। সাফল্য নেই, আশা নেই, ভরসা নেই-একেবারে হাল হারানো নৌকার মতো দুলছিল। এক সময়তো রেলিগেশন ফাইট দিয়েছিল। ২০১৯ সালে ক্যাসিনো উত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্লাবে পুনর্জাগরণ এনেছিলেন বাদল রায়। দুর্নীতি, লুটপাট আর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে ক্লাবকে টেনে তুলেছিলেন। তারপর ৪র্থ, ৩য়, ২য় থেকে ২৪-২৫ মৌসুমে ২৩ বছরের অপ্রাপ্তি কাটিয়ে একেবারে চ্যাম্পিয়ন। মাঝে ক্রিকেট হকি বা ফেডারেশন কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলেও সমর্থকদের এসবে মন ভরেনি। মোহামেডান বরাবরই ক্রিকেটে ভালো টিম গড়ে, কিন্তু তেমন সাফল্য আসে না। অথচ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল নিয়েও বিদেশি রিক্রুটদের পারফরম্যান্সে এগিয়ে মোহামেডান কিস্তিমাত করেছে।

ধৈর্য ধরে আলফাজ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটু একটু করে এগিয়েছে। মাঝে শুধু ফকিরেরপুলের সাথে বাধ সেদেছে। সমর্থকদের মনে সব সময় শঙ্কা ছিল যে, পেমেন্ট না পেয়ে ফুটবলাররা বোধ হয় বেঁকে বসবে। কিন্তু না তা হয়নি। সমর্থকদের মন জুগিয়ে চলেছে দিয়বাতে কোম্পানি।

শত সহস্র লাখো মানুষের ভালোবাসার দল ছিল মোহামেডান। তারপর এক প্রজন্ম গত হয়েছে। এখন ইউরোপিয়ান ফুটবল ভক্ত প্রজন্ম। তাদের কাছে মোহামেডান-আবাহনী নিয়ে কোনো আবেগ নেই। মিডিয়াও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে প্রায়। খেলা চলে গেছে ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লা-ময়মনসিংহ। কিন্তু মোহামেডান তো রেনেসাঁর টিম। ওস্তাদের মাইর শেষ রাতের মতো। মৌসুমের প্রথম স্বাধীনতা দিবস ফুটবলে রানার্সআপ হয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। দেশের ফুটবলের কেন্দ্রবিন্দু (প্রিমিয়ার বা পেশাদার যে নামেই ডাকুন) লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাজিমাত করেছে। মোহামেডান ২-১ গোলে জায়ান্ট আবাহনীকে হারানোর পরেই ক্লাব আনন্দে ভেসে উঠেছিল। খেলোয়াড়, কোচ ও অধিনায়ক এই তিন পজিশনেই সেরা নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এই সাফল্যের পিছনে প্রধান তিন কারিগর হলেন ফুটবল কর্মকর্তা প্রকৌশলী গোলাম আলমগীর, আলফাজ আহমদ ও সোলায়মান দিয়াবাতে। ক্লাবের চরম আর্থিক সংকটে আলমগীর ত্রাতার ভূমিকায় অংশ নেন। গত ৪/৫ বছর ধরেই তিনি অসামান্য অবদান রাখছেন। মোহামেডানে বেশ কয়েকজন বিদেশি কোচ এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সাফল্য আনতে পারেননি। বিপদে ঘরের ছেলে আলফাজই ভারপ্রাপ্ত কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন বছর দুয়েক আগে। ১৯৯১ সালে তিনি স্ট্রাইকার হিসেবে মোহামেডানে খেলে লিগ চ্যাম্পিয়ন করান। ২005 সালে তাঁর অধিনায়কত্বে মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অবশ্য এর আগে ২২-২৩ মৌসুমে দুর্বল দল নিয়েও মোহামেডানকে ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন করেন।

ছয় বছর আগে ঢাকার মাঠে খেলতে আসেন মালির ফুটবলার সোলায়মান দিয়াবাতে। এখন মোহামেডানের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন তিনি। গত দুই বছর ধরে দলকে নেতৃত্ব দেন। ভুরি ভুরি গোল করেন প্রতিবছর। গোল মেশিন দিয়াবাতের এবারের ১৯ গোল দলকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে বড় অবদান রেখেছে। অনেক ক্লাব তাঁকে বেশি দরে নিতে চাইলেও টাকার কাছে পরাস্ত হননি সোলায়মান। প্রায় একই দল নিয়ে খেলায় মোজাফর ও সানডের সাথে তাঁর চমৎকার বোঝাপড়া। কোনো দলাদলি, রেফারির সাথে দুর্ব্যবহার তাঁর মধ্যে নেই। জানেন শুধু গোল করতে। তাঁর গোলই বাঁচিয়ে দিয়েছে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স হতে যাওয়া মোহামেডানকে। ২০ বারের লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানকে পুনরুজ্জীবিত করার পিছনে দিয়াবাতের অবদানই বেশি।

মোহামেডান তাঁর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য অটুট রাখতে পেরেছে। এর আগে তারা প্রিমিয়ার লিগে ১৯ বার, আগাখান গোল্ড কাপে ৩ বার, স্বাধীনতা কাপে ৮ বার, ফেডারেশন কাপে ৩ বার, সুপারকাপে ২ বার, জাতীয় ক্লাব কাপে ২ বার, মামলি কাপে ১ বার ও ভারতের আশীষ জব্বারে ১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

উপমহাদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করতে ক্রিকেট ক্লাব হাম্মাদিয়া ক্লাবের পথ বেয়ে মোহামেডান প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তারপর শুধুই সাফল্য আর জাগরণের গল্প। জাতির উন্মেষ ও দেশের স্বাধীনতার পিছনে মোহামেডানের অবদান রয়েছে। এবারের লিগ শিরোপা জয় করে মোহামেডান নতুন প্রজন্মের কাছেও টিকে গেল।

যশোরে ফুটবল উৎসব

নিয়ম করে প্রতি বছরের ২৩ মে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের-এএফসি ডে উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ এই দিনটিকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। এবারের দিনটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে দিনব্যাপী ফুটবল উৎসব উৎযাপন করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ঢাকার বাইরে যশোরের শামস-উল-হুদা ফুটবল একাডেমিতে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে এএফসি গ্রাসরুট ফুটবল ডে ও ওয়ার্ল্ড ফুটবল উইক আয়োজন করে বাফুফে। ফুটবল উৎসবে অংশ নিয়েছে খুলনা বিভাগের ১৫টি ফুটবল একাডেমির ৬০০ জন খুদে ফুটবলার। এই আয়োজনে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত এইচই মার্শেলো কার্লোস সিসা। দিয়াগো ম্যারাডোনা, লিওনেল মেসি দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের ফুটবলীয় সম্পর্ক আরও নিবিড় ও বন্ধুসূলভ করতেই আর্জেন্টাইন রাষ্ট্রদূতকে বাফুফের পক্ষ থেকে যশোরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কার্লোস সিসা একাডেমিতে নতুনভাবে তৈরি ভাষাসৈনিক মুসা মিয়া ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এএফসি গ্রাসরুটস ফুটবল ডে ও বিশ্ব ফুটবল সপ্তাহ। শামস-উল-হুদা ফুটবল একাডেমির খেলোয়াড়দের আবাসনের জন্য মুসা মিয়া ভবন তৈরি করা হয়।

২৩ মে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের-এএফসি ডে উদযাপন করা হয়

এএফসি ডে তে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত কার্লোস সিসা উপস্থিত হয়ে দারুণ কিছু সময় অতিবাহিত করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফুটবলের সফলতা কামনা করে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘বাংলাদেশের ফুটবল উন্মাদনা নিয়ে আমার একটা ধারণা রয়েছে।

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

ইউসিবি বাফুফে অ-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ ২০২৫ এর ফাইনালে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন খুলনা মহানগর জাতীয়তাবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক সফিকুল আলম তুহিন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেনসহ অন্যরা

শব্দজট-৬২৮

ফা	হি	মা	খা	তু	ন			পু
রু						লি		স্ক
ক		পি	টা	র	বা	ট	লা	র
আ				মি		ন		ক্ষি
হ		রি	শা	দ				সা
মে						শা		মি
দ		মি	তু	ল		র		মো
		রা				মি		
	ফ	জ	লে	হো	সে	ন	রা	ব্বি

শব্দজট-৬৩০

১								২
		৩				৪		
				৫				
৭			৮					
৯								

শব্দজট-৬২৮ বিজয়ী

মনি মুক্তা
৪২/এস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অ/এ,
আজিমপুর, ঢাকা;

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ জুনের ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

নাম ....

ঠিকানা ....

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট-৬২৮ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট+থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ২। দোলন সরকার, সরকার ভিলা, হমার টাউন, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; ৩। আমাতুল্লাহ সরকার, বাসা-৭, রোড-২, এল ব্লক, আফতাব নগর, ঢাকা; ৪। মহিমা বেগম, আলী সাহরদী, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ৫। মনি মুক্তা, ৪২/এস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অ/এ, আজিমপুর, ঢাকা; ৬। ইরম জাহান সারিয়া, মমিনপুর, সোমপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী; ৭। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ৮। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ৯। আব্বাস উদ্দিন, দরবেশকাটা, মকবুলাবাদ, চকরিয়া, চট্টগ্রাম; ১০। কাওলান কারীমা, ই-৩/৪, বহুতলা সরকারি কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১১। খাদিজা আক্তার, বাখরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ১২। জাহিদ হোসেন, গ্রাম+পোস্ট- আলগীবাজার, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ১৩। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৪। তৌহিদুল ইসলাম, ৪/১৮, শিল্পকলা একাডেমি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১৫। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ১৬। রাশেদ আহমেদ, চ-১৩৫, গুপিপাড়া, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।

শব্দজট ৬৩০-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি :

১। এশিয়ান জোনাল দাবায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক মাস্টার। ৩। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক এর নামের শেষ অংশ। ৫। আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের লেগ স্পিনার। ৭। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ৯। বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক।

সূত্রঃ উপর-নিচ :

১। ইংলিশ অলরাউন্ডার। ২। এশিয়ান জোনাল দাবায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশি নারী ফিদেমাস্টার। ৩। বাংলাদেশ জাতীয় নারী কাবাডি দলের অধিনায়ক। ৪। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের তরুণ পেসার। ৬। যে খেলার অপর নাম চতুরঙ্গ। ৮। বাংলাদেশি অলরাউন্ডার।

মোঃ নাজমুল ইসলাম (নাঈম), বাসা#২১, বিল্ডিং#১৯, বহুতলা সরকারি কলোনি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০১৮৮৬২১০০১৮

২৮ মে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে পরিষদ আয়োজিত 'প্রিন্সিপাল অব গুড গভর্ন্যান্স ইন স্পোর্টস সেক্টর প্র্যাকটিসড ওয়ার্ল্ডওয়াইড' শীর্ষক কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি। এ বিষয়ে মূল আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ, বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভির আহমেদ ও বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মো. হাসান উল্লাহ খান রানা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (ক্রীড়া) মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের সঞ্চালনায় প্রবন্ধটি নিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

এ ছবি কার-৬০৫-এর সঠিক উত্তর
দাবা খেলোয়াড়
ওয়েনজুন

এ ছবি কার-৬০৫ বিজয়ী

আমাতুল্লাহ সরকার, বাসা-৭, রোড-২, এল ব্লক আফতাব নগর, ঢাকা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জুন ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার-৬০৫ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আমাতুল্লাহ সরকার, বাসা-৭, রোড-২, এল ব্লক, আফতাব নগর, ঢাকা; ২। ইরম জাহান মারিয়া, মমিনপুর, সোমপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী; ৩। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট+থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৪। দোলন সরকার, সরকার ভিলা, হমার টাউন, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; ৫। মহিমা বেগম, আলী সাহরদী, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ৬। মনি মুক্তা, ৪২/এস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অ/এ, আজিমপুর, ঢাকা; ৭। জাহিদ হোসেন, গ্রাম+পোস্ট- আলগীবাজার, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৮। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ৯। কাওলান কারীমা, ই-৩/৪, বহুতলা সরকারি কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১০। তৌহিদুল ইসলাম, ৪/১৮, শিল্পকলা একাডেমি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১১। তানজীল উল্লাহ অন্তর, ৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা; ১২। আব্বাস উদ্দিন, দরবেশকাটা, মকবুলাবাদ, চকরিয়া, চট্টগ্রাম; ১৩। খাদিজা আক্তার, বাখরপুর, চান্দা, চাঁদপুর।

এ ছবি কার?-৬০৭

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। **-সম্পাদক**

ছবিটির নাম...

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা...

....

....মোবাইল...

বিশ্বকাপ জিততে হলে হাতে রেখে হাত

ফারুক হোসেন খান

মিরাজ ভেঙে দিল
জিম্বাবুয়ের ঘর,
নতুন কীর্তি গড়ল মিরাজ
একশত আটচল্লিশ বছর পর।

টেস্ট খেলায় শতেক রান
পাঁচ উইকেট সাথে
ইয়ান বোথাম গড়ে ছিলেন
সেই এক চল্লিশ রাতে।

প্রথম টেস্টে টাইগাররা
খেলল সবাই বাজে,
জাকির আলীর দুই ফিফটি
লাগেনি কোনো কাজে

জিম্বাবুয়ে ছোট দেশ
ব্লেসিং মুজারাবানী
বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে দেবে
নিজে কীর্তি-কাহিনী।

বিশ্বকাপ জিততে হলে
হাতে দিয়ে হাত,
জীবন দিয়ে লড়তে হবে
সকাল-সন্ধ্যা-রাত।

পেয়ার ব্রিজ

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের ইআরসি মিলনায়তনে বাংলাদেশের দুটি দল আসন্ন বিশ্ব ব্রিজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করায় বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন জয়ী দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে উপস্থিত ১৪ পেয়ারের মধ্যে ডুপ্লিকেট প্লেয়ার ব্রিজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৪ পেয়ারের মধ্যে থ্রি কোয়ার্টার হাওয়েল মুভমেন্ট পদ্ধতিতে খেলাটি পরিচালনা করেন ব্রিজ ফেডারেশনের ডাইরেক্টর আকতার হোসেন ইফতি ও এহসান উদ্দিন। ক্রেস্ট প্রাপ্তরা হলেন সাজিদ ইস্পাহানী, আরিফুর রহমান রাজিব, কামরুজ্জামান সোহাগ, শাহ জিয়াউল হক, মশিউর রহমান সুমন ও রাশেদুল হাসান নাইম, ডিএম হানজালা, সৈয়দ আহমদ রবি, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) একেএম আজিজুল হক, মোয়াজ্জেম হোসেন খোকন, মাজহারুল হক ও জহিরুল হক। পেয়ার ব্রিজে ১ম রাশেদুল হাসান নাইম ও মশিউর রহমান সুমন ২য় গোলাম কাওসাইন ও আতাউর রহমান ৩য় আরিফুর রহমান রাজিব ও কামরুজ্জামান সোহাগ ৪র্থ নাজমুল হাসান কিরণ ও তাহসিন ৫ম আখতার হোসেন ইফতি ও এহসান উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ সুজাউদ্দিন, জিয়া, রাজিব, জাহিদ ও কিরণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ছিরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সৈয়দ সুজাউদ্দিন সাবেক সচিব ও দাবা ফেডারেশনের সভাপতি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ব্রিজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নাইমুর রহমান তপু।

ফারুক হোসেন খান

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ও রেলওয়ে দলের পয়েন্ট বণ্টন
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২, রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২
(গণি, সুজা) (গিয়াস, জেমস)

স্থানীয় আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের ফিরতি খেলায় পাক পিডব্লিউডি ও রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২-২ গোলে অমিমাংসীতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছে। খেলার সতের মিনিটের সময় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের গিয়াস গোলমুখে জটলার মধ্যে হইতে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। দশ মিনিট পর রেলওয়ে দলের নূরুল্লার লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমস স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। প্রথমার্দ্ধে রেলওয়ে দল ২-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। বিরতির সাত মিনিট পর পাক পিডব্লিউডি দলের লেফট ইন গণি লেফট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (২-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের কুড়ি মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা লেফট আউটের একটি লব শটে হেড করিয়া খেলায় সমতা আনেন (২-২) খেলার অবশিষ্ট সময়ে উভয় দলের পুরো ভাগে খেলোয়াড়েরা গোল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন।

লিগে কে কোথায়

ক্লাব	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পয়েন্ট
ঢাকা মোহামেডান	১৮	১৬	২	০	৩৪
ইপিআইডিসি	১৭	১৩	৪	০	৩০
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব	১৮	১১	৬	১	২৮
রহমতগঞ্জ এমএফএস	২১	৯	৫	৭	২৩
পাক পিডব্লিউডি ক্লাব	১৭	৭	৫	৫	১৯
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব	১৮	৭	৫	৬	১৯
ওয়ারী ক্লাব	১৯	৫	৮	৬	১৮
ফায়ার সার্ভিস	১৮	৪	৮	৬	১৬
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব	২০	৫	৬	৯	১৬
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী	১৯	২	৮	৯	১২
পুলিশ এসি	২১	৪	৩	১৪	১১
রেলওয়ে পাইওনিয়ার	১৯	৩	৫	১১	১১
ইপিজি প্রেস	২১	২	৬	১৩	১০

১৯৬৭
ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭
দৈনিক আজাদ ২০ **আগস্ট ১৯৬৭**
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারীর বিরুদ্ধে মোহামেডান ৭-০ গোলে জয়লাভ
ঢাকা মোহামেডান-৭ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

গতকাল শনিবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবলের ফিরতি লীগের খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৭-০ গোলে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : রানা, জহীর, তোরাব আলী, রফিক, কাদের, গফুর, রসুল বক্স, আব্দুল্লাহ, শামসু, বশির, প্রতাপ।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী : বাচ্চু, এনতাজ, সিরাজ, কাশেম, মনোয়ার, মোশাররফ, রফিক, ঝুনু, কাম্বিল, শাহজাহান, আলাউদ্দিন।

রেফারি : ওসমান গণি।

দৈনিক আজাদ ২১ আগস্ট **১৯৬৭**
ফিরতি লীগে নিম্ন মানের খেলায় ফায়ার সার্ভিস ও ওয়ান্ডারার্সের মধ্যে পয়েন্ট বণ্টন
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১ ফায়ার সার্ভিস-১
(আফাজ) (ওহাব)

ঢাকা স্টেডিয়ামের গতকাল রোববার স্থানীয় সময় প্রথম বিভাগ ফুটবল ফিরতি লীগে একমাত্র খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ফায়ার সার্ভিস দল ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছে। আলোচ্য দিনের নিম্নমানের খেলার প্রথমার্ধে গোলশূন্য থাকে। লীগের প্রথম খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ৩-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। ফায়ার সার্ভিস দল পরিকল্পিত আক্রমণ রচনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ায় তাহাদের একটি পয়েন্ট নষ্ট করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব দশজন খেলোয়াড় লইয়া মাঠে নামিবার দশ মিনিট পর গণেশ পায়ে ব্যাথা পাইয়া মাঠ ত্যাগ করেন। অবশিষ্ট সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে নয়জনে খেলিতে হয়। প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অন্যতম প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের কম খেলোয়াড় লইয়া মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখায় ক্লাব সমর্থকদের মধ্যে নানা ধরনের বিরূপ সমালোচনা করিতে দেখা যায়। খেলোয়াড়দের মধ্যে ফেরদৌস, রিয়াজ, নবী বক্স, ইসমাইল রোশো, রাজ্জাক ও আফাজ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেলেন।

খেলার বিবরণ

আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের মধ্যে উভয় দল খেলা শুরু করে। খেলার তিন মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট ইন শরফুদ্দিন সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড দিপুর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া গোলে শট করিলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গোলরক্ষক ফেরদৌস নির্ভরতার সহিত প্রতিহত করেন। আট মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের দিপু ও লেফট আউট ওহাব সম্মিলিতভাবে গোল করিবার একটা চেষ্টা করিয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধে শেষ মুহূর্তে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের লেফট হাফ ইসমাইল রোশোর দৃঢ়তার দরুন ফায়ার সার্ভিস দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড একটি নিশ্চিত গোল করিতে ব্যর্থ হন। বিরতি পর্যন্ত খেলাটি গোলশূন্য থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ছয় মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের সেন্ট্রার ফরোয়ার্ড দিপুর একটি মন্থর শট বিপক্ষ দলের গোল পোস্টে বাহির দিয়া চলিয়া যায় বিরতির দশ মিনিট পর ফায়ার সার্ভি দলের সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড দিপু বিপক্ষ দলের গোলমুখে একটি বল ব্যাক পাস করিয়া ওহাবকে দিলে ওহাব উহা হইতে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। অল্পক্ষণ পর ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট ইন আশরাফ একটি গোল করিবার মতো বল বিপক্ষ দলে গোলরক্ষকের হাতে তুলিয়া দিয়া গোল করিবার একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ২৩ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্স দলের আফাজ ফায়ার সার্ভিস দলের ব্যাক সীমানায় সাত গজ দূর হইতে সরাসরি গোলের একটি শট করিয়া খেলার সমতা আনেন (১-১)।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, রিয়াজ, নবী বক্স, আসলাম, রাজ্জাক, জিয়া, ইসমাইল রোশো, আলাউদ্দিন, আফাজ, গণেশ।

ফায়ার সার্ভিস : মুসলিম, মুজিবর, আইনুল, দুলাল, আবুল, বিমল, আমান, শরফুদ্দিন, দিপু, আশরাফ, ওহাব।

রেফারি : নূর হোসেন।

দৈনিক আজাদ ২২ **আগস্ট ১৯৬৭**
ইপিআইডিসির অতিকষ্টে জয়লাভ

রেলওয়ে ব্লুজ দল ১-০ গোলে পরাজিত

ইপিআইডিসি-১ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০

(হাশেম)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইপিআইডিসি দল গতকাল সোমবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে ফিরতি খেলায় অতিকষ্টে ১-০ গোলে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় ইপিআইডিসি দল ৭-০ গোলে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করিয়াছিল। আলোচ্য দিনের খেলায় ইপিআইডিসি দলে নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে হাকিম, সাইফুদ্দিন, গফুর, মুসা, প্রমুখ খেলোয়াড়েরা খেলায় অংশগ্রহণ না করায় দলীয় শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পায়। পুরোভাগে খেলোয়াড়দের মধ্যেও সমঝোতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত রক্ষণভাগে খেলোয়াড়েরা যথাযথভাবে পুরোভাগে খেলোয়াড়দের বল জোগান দিতে না পারায় সুষ্ঠু আক্রমণ রচনা করাও সম্ভবপর হয় নাই। পক্ষান্তরে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের তরুণ খেলোয়াড়েরা সমানতালে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সহিত পাল্লা দেন। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার দরুণ বিপক্ষ দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা আক্রমণ রচনায় ব্যর্থ হন।

খেলার বিবরণ

নবাগত রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া শক্তিশালী ইপিআইডিসি দলের বিরুদ্ধে খেলার শুরু হইতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখিয়া খেলিতে থাকেন। খেলার ১৫ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফটইন হাশেমের একটি বল বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক সহজে প্রতিহত করেন। অল্পক্ষণ পর রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা সম্মিলিতভাবে উপর্যক্তপরি কয়েকবার আক্রমণ রচনা করিতে সক্ষম হইলেও ইপিআইডিসি দলে স্টপার আমিনের দৃঢ়তার দরুন গোল করার সম্ভবপর হয় নাই। খেলার ২৭ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফট আউট গাজীর একটি সুন্দর লব লেফটইন হাশেম আয়ত্তে আনিয়া গোলে শট করিলে রেলওয়ে দলের গোলরক্ষক ইহার মোহাম্মদ উহা প্রতিহত করেন। বিরতির ৫ মিনিট পূর্বে রেল দলের রাইট ইনের একটি তীব্র শট অল্পের জন্য বারের ওপর দিয়া চলিয়া যায়। প্রথমার্ধে গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। বিরতির পাঁচ মিনিট পর ইপিআইডিসি দলের লেফট আউট গাজীর লব হইতে লেফ ইন হাশেম তীব্র এক শটের সাহায্যে জয়সূচক গোলটি করেন (১-০)। পরবর্তী মিনিটে রেল দলের লেফট আউট গোলটি পরিশোধের একটি সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ২২ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের হাশেমের একটি তীব্র শট অল্পের জন্য বাহির দিয়া চলিয়া যায়। খেলার অবশিষ্ট সময়ের বিজয়ী দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করিবার বহু সুযোগ সৃষ্টি করিয়াও বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার দরুন আর গোল করার সম্ভবপর হয় নাই।

ইপিআইডিসি : হাশেম, মোরশেদ, আমিন, লাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ, হাফিজ, সলিমুল্লাহ, প্রতুল, আসলাম, হাশেম, গাজী।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : ইয়ার মোহাম্মদ, সামাদ, আনোয়ার, রব, কানাই, ফজলু, নুরুল্লাহ, জেমেস, আলিম, গিয়াস, মনোজ।

রেফারি : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

প্রেস দল পরাজিত

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১ ইপিজি প্রেস-০

(সুজা)

আউটার স্টেডিয়ামের স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দল ১-০ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্ধে গোলশূন্যভাবে শেষ হইবার পর দ্বিতীয়ার্ধে ৭ মিনিটের সময় পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা একমাত্র গোলটি করেন।

দৈনিক আজাদ ২৩ আগস্ট ১৯৬৭

উত্তেজনাপূর্ণ খেলায়

ওয়ান্ডারার্সের বিরুদ্ধে ওয়ারীর ৪-৩ গোলে জয়লাভ

ওয়ারী ক্লাব-৪ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩

(নিশীথ-২, মাহমুদ-১, তপন চৌধুরী-১) (সৌরেন, আলাউদ্দিন, ইসমাইল রোশো)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের চরম উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ওয়ারী ক্লাব ৪-৩ গোলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ৫-২ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছিল উভয়দলে রক্ষণভাগে খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার দৃঢ়তার দরুণই গতকাল খেলায় মোট ৭টি গোল হয়। ওয়ারী ক্লাবের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা একক প্রচেষ্টায় গোল দেওয়ার চেষ্ট করায় তাহাদের জয়লাভের যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। সমমানের উভয় দলের মধ্যে খেলাটি বেশ উপযোগ্য হয়।

খেলার বিবরণ

চমৎকার খেলা উপযোগী মাঠে সমমানে উভয় দলের মধ্যে আলোচ্য দিনের খেলাটি শুরু হয়। খেলার তিন মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের লেফট ইন জামিলের নিকট হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ একটি বল আয়ত্তে আনিয়া বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের চমৎকারভাবে ডজ দিয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। পরবর্তী মিনিটে ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট আউট রাজ্জাকের একটি সুন্দর লব লেফট ইন যথাযথভাবে গোলে মারিতে ব্যর্থ হন। প্রথমার্ধে ১৭ মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের লেফট ইন জামিলের একটি তীব্র শট অল্পের জন্য বারের বাহিরে দিয়া চলিয়া যায়। তিন মিনিট পর ওয়ারী ক্লাবের লেফট আউট মাহমুদ পার্শ্বরেখা হইতে সরাসরি একটি শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক ফেরদৌসকে পরাভূত করেন (২-০)। পরবর্তী দুই মিনিটের মধ্যে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রাইট ইন সৌরেন স্বীয় দলের পক্ষে একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)। খেলার ছাব্বিশ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট ইন আলাউদ্দিন লেফট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলায় সমতা আনেন (২-২)। বিরতির দুই মিনিট পূর্বে ওয়ারী ক্লাবের লেফট হাফের একটি লবে ভুট্টু টোকা দিলে বলটি ওয়ান্ডারার্স দলের বারপোস্টে লাগিয়া ফেরত আসে। পরবর্তী মিনিটে একইভাবে ওয়ান্ডারার্স দলের রাইট ইনের একটি তীব্র শট বারে লাগিয়া ফেরত আসে। প্রথমার্ধে (২-২) গোলে অমীমিমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলের খেলোয়াড়েরা প্রথম হইতে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করিয়া শুরু করে। বিরতির ১৫ মিনিট পর ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের লেফট আউট রাজ্জাকের স্কোয়ার পাস হইতে লেফট হাফ ইসমাইল রোশোর মধ্যে মাঠ হইতে ওয়ারী ক্লাবের গোলরক্ষক তপনকে পরাজিত করেন (২-৩)। দুই মিনিট পর ওয়ারী ক্লাবের হামিদের লব হইতে রাইট আউট তপন চৌধুরী একটি গোল করিয়া খেলায় পুনরায় সমতা আনেন (৩-৩)। দ্বিতীয়ার্ধে তিরিশ মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের লেফট ইন জামিলের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ জয়সূচক গোলটি করেন (৪-৩)। খেলার শেষ মুহূর্তে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব গোলটি পরিশোধের একটি সুযোগ হারায়।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, নুরুল ইসলাম, নজর, হামিদ, শওকত উল্লাহ, খলিল, তপন চৌধুরী, ভুট্টু, নিশীথ, জামিল, মাহমুদ।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, আফাজ, নবী বক্স, আসলাম, রিয়াজ, ইসমাইল রোশে, আরজু, সৌরেন, হাবিব, আলাউদ্দিন, রাজ্জাক।

রেফারি : মোহাম্মদ আলী।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের ২-০ গোলে জয়লাভ

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

(খালেদ, ইমাম)

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গতকাল প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলাতেও ভিক্টোরিয়া দল ২-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে লেফট ইন খালেদ একটি ও সেন্টার ফরোয়ার্ড ইমাম একটি গোল করেন। খেলার প্রথমার্ধে গোল দুটি করে।

(চলবে)

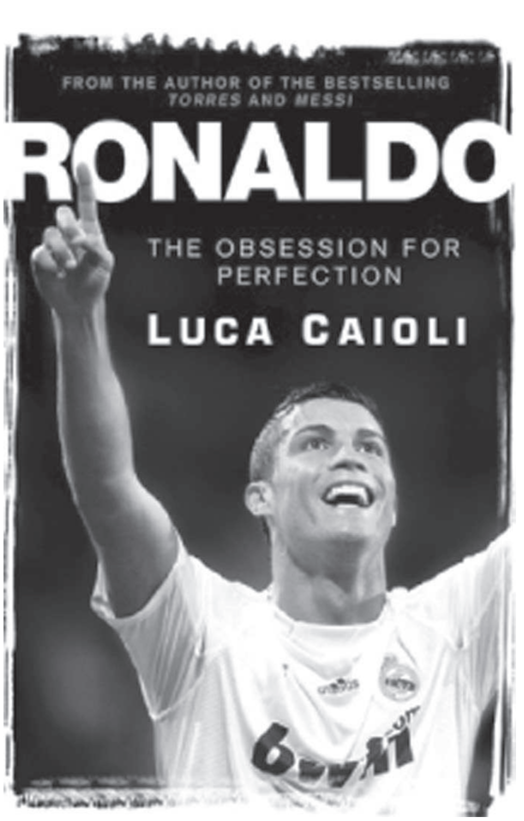

ফুটবলে গোলমেশিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

মো. সারোয়ার কবির

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্লাবটির ঐতিহাসিক আলমিরান্তে রেইস গ্রাউন্ড তাঁর বাড়ির কাছে। তার স্বপ্ন ছিল, মেরিতিমোর সবুজ-লাল জার্সি পরে ছেলে তার হৃদয় মাতিয়ে তুলবে। কাজেই ব্যাপারটা সহজ ছিল না। ওই অবস্থায় রুই সান্তোস দুই ক্লাবের সঙ্গে রোনালদোর বিষয়ে বৈঠকের আয়োজন করলেন। দুই ক্লাবের সম্ভাব্য অফার নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু মেরিতিমো যুব দলের কোচ পাত্তাই দিলেন না আনদোরিনহোর প্রেসিডেন্টকে। কাজেই ন্যাসিওনাল যুবদলে যোগ দিলেন রোনালদো। ওই সময়ে দল বদলের চুক্তিতে রোনালদোর বিনিময়ে আনদোরিনহার বড় একটা লাভবান হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে ক্লাবটি ইতিহাসের অংশ হয়ে যায় যখন তাদের গড়ে তোলা প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে রোনালদো ব্যালন ডি, আর বিজয়ী হন। এর ফলে পরবর্তী সময়ে তারা পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের তহবিল পেয়ে তাদের পুরোনো মাঠ সংস্কারের মাধ্যমে ফ্লাডলাইটসহ টার্ফ বা কৃত্রিম ঘাসের উন্নত মাঠে রূপান্তরিত হয়। তবে রোনালদোকে নিয়ে ন্যাসিওনালের সঙ্গে আনদোরিনহার চুক্তি মাদেইরার ফুটবল ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে– অনেকটা ফুটবলার রাউলের রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে অ্যাটলিটিকো মাদ্রিদে যোগদানের মতোই।

মাত্র ১০ বছর বয়সে ক্রিস্টিয়ানো ন্যাসিওনালে যোগ দিয়েছিলেন। তাকে নিয়ে মায়ের যে একটু দুশ্চিন্তা ছিল না, তা নয়। দোলোরেস বলেছেন, 'আমার স্বামী সবসময় বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলতে উৎসাহিত করতো। এতে আমি চিন্তিত ছিলাম। আশঙ্কা করতাম, ছেলে বুঝি আহত হয়ে কিংবা পা ভেঙে বাড়ি আসে। কিন্তু ওর বাবা আমাকে অভয় দিতো এই বলে– চিন্তা করো না, ওরা ওকে স্পর্শ করতে পারবে না– ও অনেক দ্রুতগামী।'

ন্যাসিওনালে অনুশীলনে যোগদানের পর রোনালদোর গতি ও দক্ষতা সেখানকার কোচ ও কর্মকর্তাদের নজর এড়িয়ে যায়নি। তারা বুঝতে পারে, অনেক খেটে ক্ষুদে মৌমাছি এটা আয়ত্ত করেছে। ন্যাসিওনালের কালো-সাদা জার্সি গায়ে দুই মৌসুম খেলার সময় ক্রিস্টিয়ানোর কোচ ছিলেন অ্যান্টিনিও মেনদোকা। তিনি বলেন, "তাড়াতাড়িই আমরা ধরতে পেরেছিলাম, সে ছিল ফ্যান্টাস্টিক। তার দক্ষতা ইতোমধ্যেই অনেক উন্নত স্পিড, ড্রিবলিং, শুটিং, লাইটিং এক্সিকিউশন– সবকিছুই তুলনাহীন। স্ট্রিট ফুটবল থেকেই সে শিক্ষা নিয়েছিল কী করে আঘাত এড়াতে হয়, প্রতিপক্ষের পাশ কেটে এগুনো যায় আর তার চেয়ে বয়সে বড়দের মুখোমুখি হতে হয়। এভাবেই রোনালদো তার চরিত্রকে দৃঢ় করে তুলেছিল- দারুণ সাহসী ছেলে ছিল সে।'

তবে মেনদোকা এবং অন্যান্য কোচ এই সম্ভাবনাময় উঠতি খেলোয়াড়কে এটা বুঝাতে পেরেছিলেন যে ফুটবল হলো একটি দলগত খেলা। রোনালদোর সক্ষমতা ছিল নিজেদের সীমানা থেকে বল নিয়ে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে হানা দেওয়া কিংবা দুর্দান্ত গোল করা। আর একাজটা সে করতে পারত কোনো সতীর্থ খেলোয়াড়ের পাস ছাড়াই। তবু মাঠে নিজ দলের খেলোয়াড়দের সহযোগিতা নেওয়া বা করাটা যে একান্ত দরকার– সেটা বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি তার ছিল। আসলে রোনালদোর কাছে পরাজয় বলে কোনো অপশন ছিল না। প্রতিপক্ষের শক্তি তাকে চিন্তিত করতো না। সব সময় তার চেষ্টা ছিল– যেকোনোভাবে জয় ছিনিয়ে আনা। বড্ড আবেগ তাড়িত ছিল। এ কারণেই তাকে কাঁদতে এবং রেগে যেতে দেখা যেত যখন কোনো সতীর্থ খেলোয়াড় ভুল করছে। মেনদোকা বলেন, 'রোনালদো সব সময় চেয়েছে বেশি গোলে জিততে। আমরা প্রায় সব ম্যাচেই ৯ কিংবা ১০ শূন্য গোলে জয়ী হতাম। তবু তার ব্যক্তিগত দক্ষতা ও নিজের ওপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থাকে আমি সমস্যা বলেই মনে করেছি। যদি কেউ নিজেকে মনে করে অন্যদের চেয়ে সেরা, তাহলে তাকে পরামর্শ দেওয়াটা খুবই কঠিন। তারপরও বুঝিয়েছি, যদিও সেটা একান্ত ব্যক্তিগতভাবে। কখনোই কারো সামনে নয়।'

১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে ন্যাসিওনালের পক্ষে ক্রিস্টিয়ানো তার প্রথম আঞ্চলিক শিরোপা জয় করেন। সেটা ছিল ১০ থেকে ১২ বছরের খেলোয়াড়দের লিগ। এই শিরোপা অর্জনের পর রোনালদোর কথা সেখানকার দ্বীপগুলো ছাড়িয়ে পর্তুগালের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে যায়। পোর্তো এবং বোয়াভিস্তার মতো বড় ক্লাব তার দিকে নজর দেয়। ফার্নাও সউসা ফুটবল গুরু হিসেবে সবসময় শিষ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেন। তিনি দ্বিতীয়বার উদ্যোগ নেন যাতে রোনালদো ভালো কোনো ক্লাবে খেলতে পারে। জোয়া মার্জুইজ ফ্রেইতাস ছিলেন জেলা অ্যাটর্নির সহকারী এবং ফানচালের স্পোর্টিং লিসবনের প্রেসিডেন্ট। সউসা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন মার্কুইস লিসবনে গিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে বলে আসেন, কুইন্টা দো ফ্যালকাও-এর বিস্ময়কর বালকের কথা। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে স্পোর্টিং একজন পাঠালেন সেখানে অ্যাভেইরো পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে। ফলে রোনালদোকে বিদায় জানাতে হলো তার শৈশব, তার পরিবার, তার বন্ধু এবং দ্বীপপুঞ্জকে। এটা ছিল সেই সময়কার ঘটনা, যখন তিনি ইউরোপ মহাদেশের দিকে ধাবিত হলেন।

৪. দ্বীপ থেকে অনেকদূরে

'এটা ছিল আমার খেলোয়াড়ি জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়'

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আগে কখনো বিমানে চড়েননি, কখনো দ্বীপাঞ্চলের বাইরে যাননি। কাজেই তার মনে হয়েছিল, জীবনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ বুঝি মোকাবিলা করছেন। কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েন। একটুও ঘুমাতে পারেননি রওনা দেওয়ার আগের রাতে। ফুটবল গুরু ফার্নাও সউসার সঙ্গে পৌঁছলেন লিসবনে। সময়টা ছিল ১৯৯৭ সালের ইস্টারের ছুটির দিন। ক্রিস্টিয়ানো স্পোর্টিং লিসবনের ট্রায়ালে অংশ নেন।

যদিও তার ইচ্ছা ছিল, বেনফিকায় খেলার। তার বাবা এবং ভাই– ওই ক্লাবকে ভালোবাসে। তবে মা সব সময় স্পোর্টিং সমর্থক। তিনি আশা করতেন তার ছেলে লুই ফিগোর মতো বড় ফুটবলার হয়ে উঠবে একদিন। সে জন্য রাজধানীর বড় কোনো ক্লাবে খেলতে হবে। স্পোর্টিংয়ের ছিল পর্তুগালের তরুণদের জন্য সবচেয়ে ভালো ফুটবল একাডেমি। পাত্তালো ফুর্তে, ফিগো, সিমাওর মতো পর্তুগিজ তারকা ছাড়াও জোয়া পিন্টো, কুয়ারেসমা, হুগো ভিয়েনা ও নানির মতো খেলোয়াড় বেরিয়ে এসেছে সেই একাডেমি থেকে।

নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেন রোনালদো। তিনি জানতেন– কিসে তার ভালো হবে। ভাবতেন সবুজ-সাদা জার্সিধারী খেলোয়াড়দের

জন্য সেখানকার কোচরা যথেষ্ট ভালো হবে এবং তাদের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে। তার বয়স মাত্র ১২ হলেও তরুণদের অনুশীলন মাঠে তা নিয়ে কোনো সমস্যা হলো না। সমানতালে অনুশীলন করে যান। সেখানকার কোচ ছিলেন পাউলো কারদোসো এবং অসভালদো সিলভা। তারা রোনালদোর খেলা পর্যবেক্ষণ করলেন। রোনালদোর দৈহিক গড়ন– কিশোরদের মতো হলেও তার খেলা–বিশেষ করে অ্যাকশন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কুইন্টা দো ফালকাও থেকে আসা বালক যেন বল নিয়ে ভেল্কি দেখাতে পারে। দুই কিংবা তিনজন বিপক্ষের খেলোয়াড়কে বোকা বানাতে একটুও অসুবিধা হয় না। অফুরন্ত দমের ওয়ানম্যান শো। ফেইন্টিং, ড্রিবলিং এবং ড্রাইভিং– এক কথায় অসাধারণ। কোচ কারদোসো বলেন, 'ওর খেলা দেখে আমি অসভালদোর দিকে ছুটে গেলাম এবং বললাম, একেবারে ভিন্ন রকমের একজন, ওর কিছু বিশেষত্ব আছে। শুধু আমরাই সেটা ভাবিনি, অনুশীলন পর্ব শেষ হওয়ার পর দেখা গেল অন্যান্য খেলোয়াড়রা তাকে ঘিরে ধরেছে। তারা জেনে গেছে, সেই হলো সেরা।'

ট্রায়ালে রোনালদোর খেলা স্পোর্টিং লিসবনের দুই কোচকে মুগ্ধ করে। পরদিন তার খেলা আবার দেখা হয়। সেদিন ট্রায়াল চলছিল ওল্ড জোসে আলভালাদে স্টেডিয়ামে। সেখানে ইয়ুথ একাডেমির পরিচালক আউরেলিও পেরেইরা উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ক্রিস্টিয়ানোর খেলা দেখে অভিভূত। সেই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পেরেইরা বলেন, 'সে ছিল ট্যালেন্টেড। দুই পায়ে দারুণ খেলতো। তার ছিল অভাবনীয় দ্রুতগতি। যখন সে বল নিয়ে এগিয়ে যেত তখন মনে হতো, বল যেন তার শরীরের বাড়তি অঙ্গ।' পেরেইরা আরো বলেন, 'তবে তার একাগ্রতা আমাকে বেশি অভিভূত করেছে। তার ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা। মানসিকভাবে অবিচল ছিল। বয়সে বড় খেলোয়াড়দের সামনে খেলতে কোনো ভয়ডর দেখা যেত না। তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণও ছিল– যা শুধু সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায়। আরেকটা ব্যাপার ছিল, সে যখন মাঠ থেকে ড্রেসিংরুমে ফিরে আসত– সে সময় অন্য খেলোয়াড়রা তার সঙ্গে কথা বলতে উন্মুখ ছিল। তারা তাকে জানতে চাইত। ভালো করতে পারবে সবকিছুই তার মধ্যে ছিল।'

১৯৯৭ সালের ১৭ এপ্রিল দুই কোচ পাউলো কারদোসা এবং অসভালদো সিলভা ক্রিস্টিয়ানোর খেলোয়াড় পরিচিতি নথিতে স্বাক্ষর করলেন। তাদের অভিমত ছিল, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় এবং অবিশ্বাস্য টেকনিক তার আয়ত্তে। বিশেষ দিক হলো, তার ডজ এবং সার্ভ করার সক্ষমতা– দাঁড়ানো কিংবা ছুটন্ত অবস্থায়। তারা 'হ্যাঁ' ঘরে ঠিক চিহ্ন দেন। তারা সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার পজিশনে তাকে খেলানোর পরামর্শ দেন। এভাবেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দোস আভেইরো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। স্পোর্টিং লিসবনের পক্ষে খেলার প্রশ্নে প্রথমেই ক্লাবটি ন্যাসিওনাল দা মাদেইরার সঙ্গে একটিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

এক সপ্তাহ লিসবনে অবস্থানের পর রোনালদো বাড়িতে ফিরে এলেন। এ সময় দুই কোচ তার ট্রান্সফার বা দলবদল চূড়ান্ত করেন। ন্যাসিওনাল ২২,৫০০ ইউরো বিনিময়ে স্পোর্টিং লিসবনের কাছ থেকে ফ্রাঙ্কো নামের এক তরুণ ফুটবলারকে দলে টানে। অন্যদিকে সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে ক্রিস্টিয়ানোকে নিয়ে যায় স্পোর্টিং লিসবন। মাত্র ১২ বছরের এক খেলোয়াড়কে ২২,৫০০ ইউরোর বিনিময়ে দলে নেওয়ায় নতুন নজির গড়ে ক্লাবটি। ক্লাবের সাবেক প্রশাসক সিমোস আলমেইদার ভাষায়, 'এমন ঘটনা আগে শোনা যায়নি। স্পোর্টিং একজন তরুণ খেলোয়াড়রের পিছনে এত অর্থ কখনো ঢালেনি।'

আউরেলিও পেরেইরা এবং অন্যান্য কোচ মিলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে একজন বালকের পেছনে এটা মূল্যবান বিনিয়োগ যার সুফল অচিরেই মিলবে। ১৯৯৭ সালের ২৮ জুন ক্লাবের এক নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়, একজন ১২ বছরের বালকের পেছনে এত অর্থ ব্যয় করাটা অহেতুক মনে হলেও এটা মানতে হবে, সে এক বিরল প্রতিভা। ট্রায়াল চলাকালে তার খেলা দেখে কোচবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত। ভবিষ্যতের জন্য এটা সেরা বিনিয়োগ।' রিপোর্টের এই লাইনগুলো ক্লাবের অর্থ পরিচালকের জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তিনি ট্রান্সফারের অনুমোদন দেন।

আগস্টের শেষ সপ্তাহে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মাদেইরা থেকে বিদায় নিয়ে স্পোর্টিং ইয়ুথ একাডেমিতে থিতু হয়ে যান। এটা সত্যিই ১২ বছরের বালকের জন্য কঠিন সময় ছিল। পরবর্তী সময়ে সেদিন পরিবারকে বিদায় জানানোর ঘটনা বলতে গিয়ে রোনালদো বলেন, 'আমার বোনেরা আর আমার মা কাঁদছিলেন। আমিও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। এমন কি প্লেনে চড়ার পর যখন সবেমাত্র আকাশে উড়াল দিয়েছি, তখনো ভাবলাম আমার পরিবার আমার জন্য কাঁদছে আর তখনই আমি আবার কাঁদতে শুরু করি।'

স্পোর্টিং লিসবনের তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য আবাসিক ভবন ছিল। সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে খেলোয়াড় এসে ঠাঁই নেয়। রোনালদোকে সেখানে থাকতে হলো। আলভালাদে স্টেডিয়াম লাগোয়া জায়গাটা। পাশেই তিনটি অনুশীলনের মাঠ। রোনালদো সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে যে রুমটাই ছিল, সেই রুমে থাকত ফাবিও ফেরেইরা, জোসে সেমেদো এবং মিগুয়েল পাইসাও। পর্তুগালের সাবেক উপনিবেশ মোজাম্বিক থেকে আসা কয়েকজন খেলোয়াড় সেখানে থাকত। ট্রেনিং স্কুল ছিল। সেখানে কড়া সময়সূচি। স্কুলে চলতো বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ।

ট্রেনিং স্কুলের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা রোনালদোর জন্য সুখকর ছিল না। একে তো সেদিন দেরি করে ক্লাবে যোগ দেন, ততক্ষণে শিক্ষক রেজিস্টার খাতা দেখে নাম ডাকতে শুরু করে দিয়েছেন। রোনালদো ছিলেন ৫ নম্বরে। কলের সময় তিনি দাঁড়িয়ে যখন নিজের নাম উচ্চারণ করলেন, তখন শুনতে পেলেন ক্লাশরুমে পিছনের কিছু ছাত্র তার মেদেইরান উচ্চারণ নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। রাজধানী লিসবনে প্রচলিত পর্তুগিজ ভাষা আর রোনালদোর বলা আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। অনেকটা আলাদা। ক্লাশে তার উচ্চারণ ছিল অভিনব, কথা বললেন নিচু স্বরে– যা ছিল তাদের দ্বীপাঞ্চলের বাসিন্দাদের মতো। অনেকেই ঠিকমতো তাকে বুঝতে পারেনি বলে হাসাহাসি করছিল। এতে তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন– এমন কি চেয়ার হাতে নিয়ে শিক্ষককে পর্যন্ত হুমকি দেন। এমন অবস্থা হয় যে ক্লাশের ভেতর তিনি হয়ে ওঠেন হাসির খোরাক। নিজেকে তার বোকার মতো লাগতো। কয়েক দিনের মধ্যে এক কোচকে রীতিমতো অপমান করেন। কোচ তাকে রুম পরিষ্কার করতে বলেছিলেন। অমনিই রোনালদো জবাব দেন, 'আমি একজন স্পোর্টিং খেলোয়াড়, ফ্লোর থেকে কিছু কুড়িয়ে আনার কাজ আমার নয়।' এমন আচরণের ফল ভালো হয়নি। শাস্তি হিসেবে তাকে বেশ কয়েকটি খেলা মিস করতে হয়। এতে অবশ্যই তিনি দুঃখ পেয়েছেন এবং যথারীতি কেঁদেছেন। বলতে গেলে প্রতিদিনই কাঁদতেন। তার পরিবার, বাড়ি, তার প্রিয় দ্বীপ এবং বন্ধুদের জন্য বড় কাতর হয়ে উঠতেন। পরে সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রোনালদো মন্তব্য করেন, 'আমার জন্য দিনগুলো খুব কঠিন ছিল। তা ছিল আমার খেলোয়াড়ি জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়।'

সে সময় তার কাছে মনে হতো, আশেপাশের লোকের সঙ্গে মিশে যাওয়াটা অসম্ভব। একাডেমির ভেতর জীবনটা যেন আটকে ছিল। স্কুলের নিয়মকানুন এবং মহানগরীর কোলাহল তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। সবকিছুই অন্যরকম। সবকিছুই বড্ড জটিল। লিসবন তার কাছে ছিল আরেক জগৎ। তাই মুখিয়ে থাকতেন বাড়িতে ফোনে কথা বলার জন্য। সপ্তাহে দুই বা তিনবার সে সুযোগ পেতেন। তিনি ৫০-ইউনিট ফোন কার্ড কিনেছিলেন। ফোন বক্সের কাছে গিয়ে কল করার পর মায়ের গলা শোনামাত্রই কান্নাজুড়ে দিতেন। বলতেন মাকে বেশি করে মিস করছেন। দোলোরেস তখন ছেলেকে সান্ত্বনা দিতেন। তাকে পরামর্শ দিতেন, স্কুলে যারা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, তাদের পাত্তা না দিতে। দোলোরেস তাকে বুঝাতেন তার জীবন আর ভবিষ্যত লিসবনের এই স্পোর্টিং ইউথ একাডেমির ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। এখানে কষ্ট করলে আখেরে সুফল মিলবে। তবে শেষ পর্যন্ত মাকেও লিসবনে উড়ে আসতে হয়েছিল। কারণ, ক্রিস্টিয়ানো হুমকি দিয়েছিলেন, তার আর সহ্য হচ্ছে না, তিনি খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বাড়ি চলে যাবেন এবং সেখানেই পরিবারের সঙ্গে থাকবেন। ছেলের কথা শুনে দোলোরেস আর স্থির থাকতে পারেননি। ছুটে আসেন লিসবনে। এ প্রসঙ্গে আউরেলিও পেরেইরা বলেছেন, 'ক্রিস্টিয়ানোর মা ছিলেন আজকের রোনালদোর গড়ে উঠার মূল ফ্যাক্টর। তার ছেলের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন আমাদের পাশাপাশি। তিনি সাহায্য করতেন আমাদের, সাহায্য করতেন ক্রিস্টিয়ানোকে।' যখন ছেলে বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন, তখন তিনিই তাকে নিবৃত্ত করেন। তা ছাড়া একাডেমিতে অবস্থানের ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে রোনালদোর ফুটবল গুরুও ভূমিকা রেখেছিলেন। একাডেমির প্রথম বছরটা নানা ঝক্কিঝামেলার মধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েই কাটিয়ে দেন রোনালদো। পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'কঠিন সময়ের মধ্যেই নিজের জন্য অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। ভবিষ্যতে কী করব, সেটার জন্য শক্তভাবে তৈরি হচ্ছিলাম।'

(চলবে)

সিঙ্গাপুরে জিমন্যাস্টিকসে ৩ স্বর্ণ

ওমর ফারুক রুবেল

বাংলাদেশ টিম

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ক্রমবর্ধমান উন্নতি করা ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর একটি জিমন্যাস্টিকস। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদক জয় বৃদ্ধি পাচ্ছে লাল সবুজের জিমন্যাস্টদের। মূলত ২০১৪ সালে ইনচন এশিয়ান গেমসের আগে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাইক সিজারের অংশগ্রহণেই রুপ বদলাতে থাকে দেশের জিমন্যাস্টিকসের। ওই গেমসে পদক জিততে না পারলেও ভবিষ্যৎ সাফল্যের বীজ রোপণ করে রেখে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর আরও প্রবাসী এসেছেন দেশের জিমন্যাস্টিকসে। নিউজিল্যান্ডের আলী কাদের হকও দুই বছর আগে সিঙ্গাপুর থেকে আন্তর্জাতিক আসরে বেশ কিছু পদক জিতে এনেছিলেন। এবার সেই ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জ্যাক আশিকুল ইসলাম।

গত ৩০ মে থেকে ১ জুন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সিঙ্গাপুর ওপেন মেন্স আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। এই টুর্নামেন্টে খেলতে ২৮ মে সিঙ্গাপুরে যায় বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস দল। প্রতিযোগিতার পুরুষ সিনিয়র ও জুনিয়র ইভেন্টে খেলে লাল সবুজের জিমন্যাস্টরা। যেখানে ৩টি স্বর্ণসহ ১৩টি পদক জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বাংলাদেশের জিমন্যাস্টরা। যার মধ্যে তিনটি স্বর্ণ, ছয়টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ রয়েছে।

টুর্নামেন্টের সিনিয়র দলে খেলতে গেছেন রাজিব চাকমা, জ্যাক আশিকুল ইসলাম, উহাই মং মার্মা ও রাফিল আহমেদ। জুনিয়র দলের খেলোয়াড়রা হলেন- প্রেনথৈ ম্রো, মেনটন টনি ম্রো, উটিং ওয়াং মার্মা। দলের সঙ্গে কোচ হিসাবে গিয়েচিলেন শিশির আহমেদ, বোরহান উদ্দিন ও আবদুল্লাহ আল মাসুম। হেড অব ডেলিগেট হিসাবে গিয়েছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান জামিল।

সিঙ্গাপুর ওপেন মেন'স আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনেই সোনার হাসি ছিল লাল সবুজের জিমন্যাস্টদের মুখে। দলগত বিভাগে আলো ছড়িয়েছে বাংলাদেশ। জুনিয়র ক্যাটাগরিতে হয়েছে সেরা। জুনিয়র দলগত বিভাগে বাংলাদেশের হয়ে স্বর্ণ জিতেছেন প্রেন্থুই ম্রো, উতিং অং মার্মা ও মেন্টন টনি ম্রো। এ ছাড়া প্রেন্থন ম্রো জুনিয়র ইনডিভিজ্যুয়াল অল অ্যারাউন্ডে পেয়েছেন ব্রোঞ্জ। পুরুষ সিনিয়র দলগত বিভাগে রৌপ্য জেতে বাংলাদেশ। দলের হয়ে অংশ নেন রাজীব চাকমা, ওহাই মং মার্মা, মোহাম্মদ রাফি আহমেদ ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জ্যাক আশিকুল ইসলাম। জ্যাক আশিকুলের শেকড় বাংলাদেশে। তাঁর পিতাও বাংলাদেশি। এই তরুণের বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র হলেও তিনি এবার বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

সিঙ্গাপুর ওপেন পুরুষদের আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের জিমন্যাস্টরা দুর্দান্ত ফর্ম অব্যাহত রেখে একটি স্বর্ণসহ চারটি পদক জেতেন। যার মধ্যে একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য এবং একটি ব্রোঞ্জ জিতেছে। জুনিয়র ক্যাটাগরিতে পোমেল হর্সে মেন্টন টনি ম্রো স্বর্ণপদক জিতেন। প্রেন্থুই ম্রোও জুনিয়র ক্যাটাগরিতে পমেল হর্সে রৌপ্য এবং রিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। এ ছাড়া প্রথমবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি জিমন্যাস্ট জ্যাক আশিকুল ইসলাম সিনিয়র ক্যাটাগরির ফ্লোর ইভেন্টে রৌপ্য জেতেন।

জুনিয়র বিভাগের ভল্টিং টেবিলে উটিং ওয়াং স্বর্ণ জিতেছেন। প্রেন্থুই ম্রো শেষ দিনেও হাই বার এবং ভল্টিং টেবিলে দুটি রৌপ্য জেতেন। সব মিলিয়ে প্রেন্থন মোট পাঁচটি পদক জিতেছেন। প্রথম দিনে ব্যক্তিগত অলরাউন্ডে ব্রোঞ্জ এবং দ্বিতীয় দিন আরও একটি ব্রোঞ্জসহ রৌপ্য জিতেছিল। তৃতীয় দিনে রাফিল আহমেদ সিনিয়র হাইবারে রৌপ্য এবং ভল্টিং টেবিলে ব্রোঞ্জ জিতেছে। রাজিব চাকমাও সিনিয়র ক্যাটাগরিতে হাইবারে ব্রোঞ্জ জিতেছে।

উটিং ওয়াং মার্মা

মেন্টন টনি

একনজরে হ্যান্ডবল খেলোয়াড় ইমন

নাম	:	মো. শাকির সামির ইমন
পিতা	:	মো. আব্দুস সালাম
মাতা	:	মোছা. পারভীন আক্তার
জন্ম তারিখ	:	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
জন্মস্থান	:	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
উচ্চতা	:	ছয় ফুট এক ইঞ্চি
ওজন	:	৮৪ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	মাস্টার্স (ফিজিক্যাল এডুকেশন) অধ্যয়নরত
ভাই/বোন	:	এক ভাই এক বোনের মধ্যে ছোট
পরিচিতি	:	হ্যান্ডবল খেলোয়াড়
জার্সি নম্বর	:	৮
মাঠে পজিশন	:	রাইটব্যাক এবং রাইট উইং
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সকল জাতীয় প্রতিযোগিতায় এবং নবম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসে অংশগ্রহণ।
জাতীয় দলে	:	২০১৪ থেকে শুরু
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	এস এ গেমস ২০১৬ তাম্রপদক এবং ২০১৯, আই এইচ এফ ট্রফি ২০১৪, ২০১৬, ১৮তম এশিয়ান গেমস ও সিঙ্গাপুর ওপেন টুর্নামেন্ট ২০১৭ -এ অংশগ্রহণ।
স্মরণীয় খেলা	:	৩১তম জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা
প্রিয় খাবার	:	হাঁসের মাংস ও সামুদ্রিক মাছ
প্রিয় রং	:	সাদা ও সবুজ
প্রিয় ব্যক্তি	:	বাবা
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	:	কাকা (ব্রাজিল)
অবসর কাটে	:	আড্ডা দিয়ে
পছন্দ	:	ঘোরাঘুরি করা
অপছন্দ	:	রাজনীতি
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	হ্যান্ডবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা।
স্বাক্ষর	:	Emon

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

কিংসের ছন্দপতন আবাহনীর সংগ্রাম

রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের এগারতম আসরে নতুন দল হিসেবে যোগ হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ক্লাবটি উন্নীত হয়েছিল দেশের শীর্ষ লিগে। অভিষেক আসর থেকেই শক্তিশালী দল গঠণ করে টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের ফুটবলে অনন্য কীর্তি গড়ে বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন এই ক্লাবটি। যদিও শিরোপার ডাবল হ্যাটট্রিক করে আরেকটি রেকর্ড গড়া হয়নি বসুন্ধরা কিংসের। এ বছর তাদেরকে সাবেক চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে প্রথমবারের মতো ট্রফি ঘরে নেয় মোহামেডান। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ পায় নতুন চ্যাম্পিয়ন। আবাহনী, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ও বসুন্ধরা কিংসের পর পঞ্চম দল হিসেবে সেরার তালিকায় নিজেদের নাম লেখে সাদাকালোরা।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক ৬ বার চ্যাম্পিয়ন আবাহনী। একচেটিয়া আধিপত্য নিয়ে এগিয়ে চলা আবাহনীর ছন্দপতন হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস শীর্ষ লিগে যোগ হওয়ার পর। কিংস আসার পর আবাহনী আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে। লিগে এক চেটিয়ে প্রাধান্য চলে যায় কিংসের হাতে। কিংস রাজার মতোই মাঠে দাপট দেখাতে থাকে। অন্যদিকে ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী পেছাতে থাকে। এবার কিংস চ্যাম্পিয়ন হলে শিরোপা জেতায় আবাহনীকে ছুঁয়ে ফেলতো এবং শিরোপা জেতার ডাবল হ্যাটট্রিকের অনন্য রেকর্ডও হয়ে যেতো তাদের। মোহামেডান থামিয়েছে উড়তে থাকা বসুন্ধরা কিংসকে।

আসলাম আর জয় করলাম-ঘরোয়া ফুটবলে তেমনটিই ছিল কিংসের। যে লিগে দেশের দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনী আছে, সেই লিগে কিংসের টানা পাঁচ শিরোপা জয় অনেকের কাছে অবিশ্বাস্যও মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো কিংস পেরেছে সেই সাফল্য ঘরে তুলে দেখাতে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে এবং শেষ হবে বসুন্ধরা কিংসের চ্যাম্পিয়ন হওয়া দিয়া- এটাই যেন নিয়তি হয়ে গিয়েছিল দেশের সবচেয়ে মর্যাদার লিগের। কিংসকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন ধরেই রানার্সআপ হবে কারা সেই গবেষণাই করতেন দর্শকরা। সেই সমীকরণ এবার বদলে ফেলেছে মোহামেডান।

ছন্দে ছন্দে এ কী আনন্দে-গানের সেই সুর নিয়েই যেন ছুটছিল কিংস। অবশেষে তাঁদের ছন্দপতন হলো পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর। কাগজ-কলমে এবারও সেরা দল ছিল এই কিংসই। সেরা দল গঠণ করেও লিগে সেরা পারফরমার হতে পারেনি কিংস।

ঘরোয় ফুটবলের রাজা হয়েও কিংস ব্যর্থ হচ্ছিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রতিযোগিতায়। অনেকেই বলছিলেন ক্লাবটির শুরুর আসর থেকে দায়িত্ব পালন করা কোচ অস্কার ব্রুজনকে দিয়ে কিংস আন্তর্জাতিক মাঠে সাফল্য পাবে না। তাই স্প্যানিশ অস্কার ব্রুজনকে বিদায় করে বসুন্ধরা কিংস এবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রোমানিয়ান কোচ ভ্যালেরি তিতাকে। এএফসির প্রতিযোগিতা দিয়েই কিংস অধ্যায় শুরু করেছিলেন এশিয়ায় কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোচ তিতা। তবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে বসুন্ধরা কিংস বাজে পারফরম্যান্স করে নতুন কোচের হাত ধরেও।

এ মৌসুমে স্বাধীনতা কাপ হয়নি। গত বছর আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে এ মৌসুমে স্বাধীনতা কাপ বাদ দেওয়া সূচি থেকে। তবে নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আগের বারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও ফেডারেশন কাপ রানার্সআপ মোহামেডানকে নিয়ে। ঘটনাবহুল সেই ফাইনাল জিতে নতুন টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে নেয় কিংস।

তারপর বসুন্ধরা কিংস চ্যাম্পিয়ন হয় ফেডারেশন কাপে। মৌসুমের তিনটি ট্রফির দুটিই গেছে কিংসের ঘরে। সংখ্যার বিচারে বড় সাফল্য তাঁদেরই। তবে মর্যাদার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে তারা ব্যর্থ হয়েছে। লিগের শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি তারা। এমন কি রানার্সআপও হতে পারেনি। আবাহনী এক মৌসুম বাদে আবার রানার্সআপ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে।

যত ট্রফিই জিতুক, মর্যাদার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ না জিততে পারলে শূন্যতা থাকবেই। কিংসের বেলায়ও হয়েছে তাই। তিন ট্রফির দুটি ঘরে নিয়েও আনন্দ নেই ক্লাবটিতে। চ্যালেঞ্জ কাপ ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন। তাতে কী? লিগ শিরোপা তো ধরে রাখতে পারেনি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। লিগে ছন্দপতন হয়ে চ্যাম্পিয়ন থেকে একেবারে তৃতীয়। বসুন্ধরা কিংসের ম্যানেজমেন্ট এমন রেজাল্টের জন্য দল গড়েনি। তবে এবারের ব্যর্থতা মাথায় রেখে নতুন মৌসুমের জন্য তৈরি হতে হবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার লিগ যেতা এই ক্লাবটিকে।

কিংসের কেন এমন ছন্দপতন? বিশ্লেষকদের ব্যাখা-ব্রাজিলিয়ান রবসন রবিনহো না থাকায় এবার কিংসের আক্রমণভাগে তুলনামূলক ধারালো ছিল না। দুটি টুর্নামেন্ট জিতলেও লিগের লম্বা দৌড়ে খেই হারিয়ে ফেলে তারকা সমৃদ্ধ ক্লাবটি। আরেকটি সমস্যা ছিল বেশ কয়েকজন ফুটবলার বয়সের কারণে নিজেদের পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। যদিও তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল শিরোপা ধরে রেখে টানা ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য রেকর্ড গড়ার। দুই মৌসুম ধরে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ মোহামেডানের কাছে দুই ম্যাচ হেরেই শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা কমেছিল তাদের।

কিংস শীর্ষ লিগে ওঠার পর থেকেই মাঠে সংগ্রাম করে আসছিল আবাহনী। হ্যাটট্রিকসহ ৬ বার শিরোপা জেতা আবাহনী ছন্দ হারিয়ে ফেলে কিংস আসার পর। ২০১৮ সালে কিংস প্রিমিয়ারে ওঠার পর আবাহনীর জন্য যেন নির্ধারণ হয়েছিল রানার্সআপ ট্রফি। অথচ এই আবাহনী প্রথম ১০ আসরেই শিরোপা জিতে নিয়েছিল ৬ বার। কিংস আসার আগে আবাহনীর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল মোহামেডান। কিংস অন্তর্ভূক্ত হওয়ার

আবাহনী লিমিটেড

লড়াইটা হয়ে যায় কিংস-আবাহনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোহামেডান হারিয়ে যেতে থাকে আলোচনা থেকে। তবে ২০২৩ সালের দ্বিতীয় পর্বে আলফাজ আহমেদ কোচের দায়িত্ব নেওয়ায় ঘুরে দাঁড়ায় মোহামেডান। সবশেষ দুই আসরে কিংসের সাথে টক্কর দিয়েছে সাদাকালোরই। আকাশি-নীলরা সংগ্রাম করে আসছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে।

আবাহনী এবার দল গড়তে পারবে কি না তা নিয়েই ছিল অনিশ্চয়তা। গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাপক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়েছিল আবাহনী ক্লাবে। যে কর্মকর্তাদের ডোনেশনে স্বচ্ছল ছিল আবাহনী সেই কর্মকর্তাদের অনেকে পালিয়েছেন, অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন এবং অনেকে দূরে সরে গেছেন। এমন অবস্থায় আবাহনীর দল তৈরিই হয়ে উঠেছিল অনিশ্চিত। শক্তিশালী দল গড়তে ক্লাবটি বিদেশি কোচ ও খেলোয়াড়দের সাথে চুক্তি করেছিল। শেষ মুহূর্তে বিদেশিদের সাথে সেই চুক্তি বাতিল করতে হয় আবাহনীকে। এমন কি অর্থ সংকটে স্থানীয় কয়েকজন খেলোয়াড়কেও রাখতে পারেনি তারা।

এক সময় আশঙ্কা করা হয়েছিল আবাহনী হয়তো এবার দলই তৈরি করবে না। তবে সবচেয়ে বেশি ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া আবাহনী শেষ দিন রাতে দলবদলে অংশ নেয়। তাও কোনো বিদেশি ছাড়া। ক্লাবটির লম্বা ইতিহাসে আগে এমন সংকটে কখনো পরেনি। কোনো মতে স্থানীয়দের নিয়ে একটা দল তৈরি করে সেই দলটিকে ক্লাব তুলে দিয়েছিল দেশের অন্যতম অভিজ্ঞ কোচ মারুফুল হকের হাতে।

বিদেশি ছাড়া আবাহনী মারুফুল হকের নেতৃত্বে ভালোই খেলছিল প্রিমিয়ার লিগে। প্রথম পর্বে ভালো অবস্থানে থাকার পর আবাহনী শক্তি বাড়ায় দ্বিতীয় পর্বে। একজন ব্রাজিলিয়ান ও একজন নাইজেরিয়ানকে নিয়ে শক্তি বাড়ায় মারুফুল হকের দল। তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল ক্লাবটির পারফরম্যান্সে। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে উঠেছিল দাপটের সাথে। ফাইনালে শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই হয়েছিল কিংসের সঙ্গে। ঘটনাবহুল ওই ফাইনালে কিংসের কাছে হেরে শিরোপা পুনরুদ্ধারের সুযোগ হারায় আবাহনী।

আবাহনী তীক্ষ্ণ নজর ছিল লিগে। শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়ে আনতে মারুফুল হকের নেতৃত্বে আবাহনী লড়াই করে আসছিল। কিংসের মতো আবাহনীও দুই লেগে এক ম্যাচেও হারাতে পারেনি মোহামেডানকে। প্রথম ম্যাচে হেরে দ্বিতীয় ম্যাচ ড্র করতে পেরেছিল আলফাজ বাহিনীর বিপক্ষে। ফেডারেশন কাপের পর লিগেও রানার্সআপ; সংকটের মৌসুমে তুমুল লড়াই করেই শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানটা ফেরত পায় আবাহনী।

প্রথম আসর থেকেই প্রিমিয়ার লিগে দাপুটে উপস্থিতি ছিল আবাহনীর। এবারের আগে হওয়া ১৫ আসরে ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আকাশি-নীলরা এবং রানার্সআপ চারবার। এবার সেই রানার্সআপ সংখ্যাটা বেড়ে হলো ৫। শিরোপা জিততে পারেনি বলে সমর্থকদের মন খারাপ। তবে আবাহনীর আনন্দ করার উপলক্ষও ছিল। প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবার আবাহনী থাকলো কিংসের ওপরে। গত ২৭ মে শেষ ম্যাচে নিজেদের শেষ ম্যাচে ব্রাদার্সকে হারিয়েছে আবাহনী। রানার্সআপ হতে দরকার ছিল এক পয়েন্ট। তিন পয়েন্ট নিয়েই তারা হয়ে যায় রানার্সআপ। ম্যাচের পর সেই আনন্দে উল্লাস করেছেন খেলোয়াড়রা।

শেষ রাউন্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের এবারের আসর শেষ হয়েছে ২৯ মে। লিগের বড় ঘটনা ছিল প্রথমবারের মতো মোহামেডানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং বসুন্ধরা কিংসের প্রথমবারের মতো শিরোপা জিততে না পেরে তৃতীয় হওয়া। অনেকের ধারণা, নতুন মৌসুমে আরও শক্তিশালী দল গড়বে শীর্ষ তিনে থেকে লিগ শেষ করা মোহামেডান, আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংস। তবে নতুন মৌসুমের আগমনীবার্তা এলেই বোঝা যাবে শীর্ষ ৩ দলের কোন ক্লাব কেমন দল তৈরি করতে যাচ্ছে।

সবকিছুরই ছন্দপতন আছে। সেই অমোঘ বাণী মেনেই এবার কিংসের ছন্দপতন হয়েছে প্রিমিয়ার লিগে। ক্লাবটি নিশ্চয়ই চাইবে নতুন মৌসুমে এই ব্যর্থতা মুছে ফেলে আবার ঘুরে দাঁড়াতে। আর ঘুরে দাঁড়াতে কিংসের বড় প্রয়োজন হবে দলে বেশ পরিবর্তন। বসুন্ধরা কিংসে এমন কিছু খেলোয়াড় আছেন তাঁরা নামের ভারেই খেলে যাচ্ছেন। তার চেয়েও বড় কথা নতুন মৌসুমে তারা ডাগআউটের জন্য কাকে পছন্দ করেন। এই কোচ থাকবেন নাকি নতুন কাউকে দেখা যাবে সেই আলোচনাও আছে ফুটবল অঙ্গনে।

তারকার দিকে ঝুঁকিলেই যে সাফল্য পাওয়া যায় না এবারের ফলাফল থেকে কিংস হয়তো সেই শিক্ষা নেবে। কিছু উদ্যমী প্রতিভাবান খেলোয়াড় ও মানসম্মত বিদেশিই বদলে দিতে পারে একটি ক্লাবের ভাগ্য। সময়ই বলে দেবে আবার ছন্দে ফিরতে নতুন মৌসুমে কী পরিকলপনা নেয় কিংস। আবাহনীই বা কেমন শক্তিশালী দল গড়ে রানার্সআপ ট্রফি পুনরুদ্ধারের পর শিরোপা ফিরিয়ে আনতে।

বসুন্ধরা কিংস

কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিজয়ীরা

প্রেসিডেন্ট কাপ টিটি

ওমর ফারুক রুবেল

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের নতুন কমিটি এসেই নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। অ্যাডহক কমিটির নতুন চমক প্রেসিডেন্ট কাপ র‍্যাঙ্কিং প্রাইজমানি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের একটি র‍্যাঙ্কিং দেওয়া হবে। যে র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে তাঁরা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন। শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে ২২ থেকে ২৫ মে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্ট। সর্বাধিক পদক জিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা পাঁচটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে। পদক তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাংলাদেশ জেল দল। পেয়েছে দুটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জপদক।

এ ছাড়া বালিকা, মহিলা ও পুরুষ দলগত বিভাগে বাংলাদেশ জেল দল একটি করে ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন মাকসুদ আহমেদ (সনেট) বলেন, 'আমরা দায়িত্ব নেবার পর একমি কাপ টুর্নামেন্ট এবং লেবেল টু কোচেস প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে। ঈদের পরেই লেবেল ওয়ান কোচেস প্রোগ্রাম এবং বেসিক অ্যাম্পায়ার্স কোচিং এবং বিকেএসপি ও ঢাকার উডেন ফ্লোরে জাতীয় দলের ক্যাম্পের পরিকল্পনা রয়েছে।'

৪০ দলের ২৮২ জন খেলোয়াড়

প্রেসিডেন্ট কাপ ওপেন র‍্যাঙ্কিং প্রাইজমানি টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে ২২ মে। চার দিনের এই টুর্নামেন্টে ২৮২ জন প্রতিযোগী এবং ৪০টি দল ৮টি ক্যাটাগরিতে অংশ নেন। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন মাকসুদ আহমেদ (সনেট)। এ সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহমিনা তারমিন বিনু, জয়েন্ট সেক্রেটারি নাসিমুল হাসান কচি উপস্থিত ছিলেন।

ইভেন্ট ও দলসংখ্যা

টুর্নামেন্টে বালক অনূর্ধ্ব-১৯ দলগত ইভেন্টে ১৭টি দল, বালিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দলগত ইভেন্টে ৮টি দল, পুরুষ দলগত ইভেন্টে ২৫টি দল ও মহিলা দলগত ইভেন্টে ১০টি দল অংশ নেয়। ৪টি ক্যাটাগরিতে ৪০টি দল নিজেদের মধ্যে চ্যাম্পিয়নের লড়াই করে। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ জেল পুলিশ, মাইক্রো ফাইবার গ্রুপ টিটি একাডেমি, রাজশাহী টেবিল টেনিস কমিউনিটি, ফিউচার স্পোর্টিং ক্লাব, জিটিটি, মিরপুর টেবিল টেনিস একাডেমি, ব্যাটম্যান টিটি ক্লাব, উত্তরা টেবিল টেনিস একাডেমি, ব্যাংকার্স ক্লাব, ডুফা ক্লাব, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, যশোহর, চাঁদপুরসহ বেশ কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করে।

দলগতের ফল

বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৯) দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এই দলের সদস্যরা হলেন বালিকা বিভাগের শীর্ষ তিন র‍্যাঙ্কিংধারী খেলোয়াড় খই খই সাই মারমা,

পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন মাহতাসিম আহমেদ হৃদয়

মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন সাদিয়া ইসলাম মৌ

বালক (অনূর্ধ্ব-১৯) এককে চ্যাম্পিয়ন নাফিস ইকবাল

রেশমি তঞ্চঙ্গা ও ঐশী রহমান। ফাইনালে তাঁরা রানার্সআপ উত্তরা টেবিল টেনিস একাডেমির বিরুদ্ধে সরাসরি ৩-০ সেটে বিজয়ী হয়েছে। উত্তরা টেবিল টেনিস দলের সদস্যরা হলেন মুসরাত জান্নাত সিগমা, লক্ষ্মী দত্ত, শ্রাবন্তী দেবনাথ রানী ও নুসরাত জাহান অনন্যা। এই বিভাগে অপর দুই সেমিফাইনালিস্ট হলো বাংলাদেশ জেল টেবিল টেনিস দল ও জেবিএল ৭১।

প্রেসিডেন্ট কাপ প্রাইজমানি টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের বালক (অনূর্ধ্ব-১৯) বিভাগে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ জেল দল। বালক দলগত বিভাগে লিংকার্স টিটি দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দলটি স্বর্ণপদক অর্জন করে। অপর দুই সেমিফইনালিষ্ট ছিল উত্তরা টিটি একাডেমি ও জাহাঙ্গীর বিল্ডার্স।

মহিলা দলগতের ফাইনালে মাইক্রো ফাইবার গ্রুপ টিটি একাডেমিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এই দলের খেলোয়াড়রা হলেন রাহিমা আক্তার, খই খই মারমা, রেশমী তঞ্চঙ্গা ও ঐশী। অপর দুই সেমিফাইনালিস্ট ছিল বাংলাদেশ জেল টিটি দল ও উত্তরা টিটি একাডেমি।

পুরুষ দলগততেও নিজেদের আধিপত্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ফাইনালে রাজশাহীকে টেবিল টেনিস কমিউনিটিকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় এই সার্ভিসেস সংস্থাটি। এই বিভাগের অপর দুই সেমিফাইনালিস্ট হলো জেল টিটি দল ও ব্যাটম্যান টিটি ক্লাব।

বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৯) এককে চ্যাম্পিয়ন খই খই মারমা

মহিলা দলগত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

এককের ফল

বালক (অনূর্ধ্ব-১৯) বিভাগে একক ইভেন্টে বাংলাদেশ জেল টিটি দলের নাফিস ইকবাল ফাইনালে একই দলের আবুল হাসেম হাসিবকে পরাজিত করে এককে চ্যাম্পিয়ন হন। এই বিভাগের দুই সেমিফাইনালিস্ট উত্তরা টিটি ক্লাবের সাকিব ও লিংকার্স টিটির জয়।

বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৯) বিভাগে একক ইভেন্টে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর খই খই মারমা একই সংস্থার ঐশীকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেন। এই বিভাগের দুই সেমিফাইনালিস্টরা হলেন উত্তরা টিটি একাডেমির মিম ও সেনাবাহিনীর রেশমী তঞ্চঙ্গা।

মহিলা এককের ফাইনালে মাইক্রোফাইবার গ্রুপ টিটি দলের সাদিয়া ইসলাম মৌ একই দলের সোনম সুলতানা সোমাকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেন। এই বিভাগের দুই সেমিফাইনালিস্ট সেনাবাহিনীর খই খই মারমা ও রেশমী তঞ্চঙ্গা।

পুরুষ এককের ফাইনালে সেনাবাহিনীর মাহতাসিম আহমেদ হৃদয় ব্যাটম্যান দলের জাভেদকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছেন। এই বিভাগের দুই সেমিফাইনালিস্ট ছিলেন সেনাবাহিনীর রামহিম লিয়ন বম ও ইমন। পুরুষ এককে নাফিস ইকবাল কোয়ার্টার ফাইনালে সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়নের বিপক্ষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে পরাজিত হয়ে বিদায় নেন।

পুরুষ দলগত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

কে হবেন দেশের পরবর্তী গ্র্যান্ডমাস্টার?

মোরসালিন আহমেদ

কে হবেন দেশের পরবর্তী গ্র্যান্ডমাস্টার এ নিয়ে ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে জল্পনার শেষ নেই। নিয়াজ মোরশেদ, জিয়াউর রহমান, রিফাত বিন সাত্তার, মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব ও এনামুল হোসেন রাজীবের পর পরবর্তী গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে মোহাম্মদ ফাহাদ রহমানকে ভাবা হতো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এখন আরও দুটি নাম মনন রেজা নীড় ও তাহসিন তাজওয়ার জিয়া যুক্ত হওয়ায় সবাই এখন গোলক ধাঁধায় পড়েছেন, তাহলে কে হচ্ছেন দেশের ষষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার? এ মুহূর্তে যদি গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জনের দিক থেকে ভাবা হয় তাহলে ফাহাদের নাম আগে আসবে! আবার বর্তমানে পারফরম্যান্স বিবেচনায় নীড় এগিয়ে। কিংবা ধীরগতিতে এগিয়ে চলা তাহসিনও কম নয়। সর্বোপরি 'কে যে আগে' গ্র্যান্ডমাস্টার হবেন আগাম বলা মুসকিল। এ নিয়ে দাবার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহলও বেশ কৌশলী মন্তব্য করছেন।

উদীয়মান এ তিন তারকার মধ্যে ফাহাদের বয়স এখন ২২ বছর। তিনি ২০১৩ সালে ফিদেমাস্টার এবং ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব লাভ করেন। আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব পাবার পাঁচ বছর পর তিনি ২০২৪ সালে গ্র্যান্ডমাস্টারের একটি নর্ম অর্জন করেন। লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে তাকে আরও 'দু'টি নর্ম' পেতে হবে। সেই সঙ্গে ২৫০০ রেটিং ক্রস করতে হবে। এদিকে ১৫ বছর বয়সী নীড় ২০২৪ সালে সবচেয়ে কম বয়সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও কনিষ্ঠতম আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব অর্জন করে চমক দেখান। এর আগে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক রেটিং লাভ করেন। এরপর ২০১৭ সালে ক্যান্ডিডেটমাস্টার এবং ২০২৩ সালে ফিদেমাস্টার হন। ফিদেমাস্টার হতে আন্তর্জাতিক মাস্টার হতে সময় নেন মাত্র ১ বছর। অন্যদিকে তাহসিনের এখন ২০ বছর। তিনি ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক রেটিং লাভ করেন। এরপর ২০২০ সালে ক্যান্ডিডেটমাস্টার ও ২০২২ সালে পেয়েছেন ফিদেমাস্টার উপাধি। তিনটি নর্ম পূরণ শেষে তাঁর সামনে এখন অপেক্ষা করছে আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব।

আগামী দিনের ভাবি গ্র্যান্ডমাস্টারের মধ্যে এশিয়ান ৩.২ জোন চ্যাম্পিয়ন নীড় আগামী অক্টোবর থেকে (৩১ অক্টোবর- ২৭ নভেম্বর) ভারতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছেন। বিশ্বকাপ প্রস্তুতির জন্য তাঁর একজন চেস এক্সপার্ট দরকার। এ প্রসঙ্গে নীড় বলেন, কোচ নিয়ে আমার বিশেষ চয়েস নেই। তবে যাকেই যে দেশ থেকে আনা হোক না কেন তাঁর যেন ২৬০০+ রেটিং থাকে–এইটা আমার একমাত্র চাওয়া থাকবে। নারায়ণগঞ্জের ছেলে নীড় বলেন, 'আমার প্রথম টার্গেট হচ্ছে বিশ্বকাপে ভালো খেলা। যিনিই আমার প্রতিপক্ষ হোন না কেন তাঁর সঙ্গে জয় পেতে চাই। তাই বলে জয়টা সহজ হবে না। এই জয় পেতে হলে

মনন রেজা নীড়

কোনো না কোনো দেশের সুপার গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারাতে হবে। কাজেই আমাকে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েই যেতে হবে। আমি প্রথম রাউন্ড জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে চাই। যদি ভাগ্য ফেভার করে, ভালো খেলতে পারি, তাহলে লক্ষ্যে থাকবে যত দূর যাওয়া যায়।' গ্র্যান্ডমাস্টার উপাধি প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'এখনো কোনো নর্ম করতে পারিনি। অল্পের জন্য বেশ কয়েকটি নর্ম হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে। তবু এ মুহূর্তে আমার একমাত্র লক্ষ্যেই হচ্ছে যত দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া।'

তবে প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের একমাত্র সন্তান তাহসিন বলেন, আন্তর্জাতিক মাস্টার উপাধি পাওয়ার জন্য যে তিনটি নর্ম প্রয়োজন- সব কটিই পূরণ করেছি। এখন ২৪০০ রেটিং ক্রস করলেই উপাধি পেয়ে যাব। আশা করছি, খুব শিগগির তা করতে পারব। অপর প্রশ্নে বলেন, বাবার স্বপ্ন ছিল আমি যেন গ্র্যান্ডমাস্টার হই। এর আগেই গত বছরের জুলাই মাসে না ফেরার দেশে চলে যান। বাবার স্বপ্ন পূরণে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে দেশের বাইরের টুর্নামেন্টগুলোয় নিয়মিত খেলার সুযোগ পেলে লক্ষ্যে পৌঁছা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। যতটা দ্রুত সম্ভব সে পথ পাড়ি দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। তাহসিন অবশ্য এর মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জনের কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসেন।

মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান

ফাহাদ, নীড় ও তাহসিন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ফিদেমাস্টার ড. মো. তৈয়বুর রহমান সুমন বলেন, এ মুহূর্তে কিছু মন্তব্য করা ভীষণ কঠিন। কে আগে গ্র্যান্ডমাস্টার হবে, বলা যাচ্ছে না। তবে সবারই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। খেলায় আরও উন্নতির অনেক জায়গা আছে। তাঁরা অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু একমুখী ফোকাস এবং ব্যাপক পরিশ্রমে ঘাটতি রয়েছে বলে আমার ধারণা। এক প্রশ্নে বলেন, 'আমরা প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার পেয়েছিলাম ১৯৮৭ সালে আর সবশেষ গ্র্যান্ডমাস্টার উপাধি এসেছিল ২০০৮ সালে। কাজেই প্রতিভাবান ওই তিন দাবাড়ুকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার বানিয়ে দীর্ঘ ১৭ বছরের আক্ষেপ ঘুঁচাতে চাই। এ নিয়ে ফেডারেশন কর্মকর্তারা নানা রকম পরিকল্পনা করছেন। প্রথম ধাপ হিসেবে দেশের বাইরে থেকে হাইপ্রোফাইল একজন কোচ আনার চেষ্টা করছি। এ মুহূর্তে বিশ্বদাবায় যেসব নামীদামি কোচ রয়েছেন, এমন কয়েক জনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছি এবং তাঁদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন চলছে। এর মধ্যে নেদারল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টার সের্গেই তিভিয়াকভের বিষয়ে এগিয়েছে। এখন খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসে সময়কাল ঠিক করব। তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণের পর কোচের পরামর্শে দ্বিতীয় ধাপে বেশ কিছু গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টে খেলতে পাঠাব। দেশের পরবর্তী গ্র্যান্ডমাস্টার পেতে আমরা সম্ভাব্য সবধরনের চেষ্টা করে যাব।'

এদিকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দাবা প্রশিক্ষক আন্তর্জাতিক মাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল বলেন, ফাহাদ, নীড় ও তাহসিন চমৎকার ফর্মে রয়েছেন। বিদেশের মাটিতে নিয়মিত টুর্নামেন্ট খেলে যাচ্ছেন। ওইসব টুর্নামেন্টে তাঁরা যেমন ২৬০০+ সুপার গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারাচ্ছেন, তেমনিভাবে আবার ২২০০+ কিংবা এর কমবেশি প্লেয়ারদের কাছে হেরে যাচ্ছেন, যা তাদের নর্ম অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটু-আর্ধটু জন্য লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছেন না। তিনি আরও বলেন, আমার মনে হয় ফাহাদ, নীড় ও তাহসিন বিপক্ষের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষ সলিড ম্যাচ খেলতে পারছেন না বলে এমনটা হচ্ছে। কাজেই এ থেকে তাদের বেরিয়ে এসে কতটা কীভাবে নির্ভুল চাল দেওয়া যায়, সেদিকটায় আরও যত্নবান হতে হবে। আমার বিশ্বাস এসব ভুলত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে দ্রুত সময় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু কার আগে কে গ্র্যান্ডমাস্টার হবেন বলা মুশকিল। কেননা এখানে নানা রকম দাবার মারপ্যাঁচ আর হিসাব-নিকাশ তো বটেই সেই সঙ্গে ভাগ্য ফেভার করারও একটা ব্যাপার আছে। অপর প্রশ্নে শাকিল বলেন, 'আমার ধারণা খুব শিগগিরই তারা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন।

তাহসিন তাজওয়ার জিয়া

ঘরোয়া দাবায় যত উপাধি

গ্র্যান্ডমাস্টার : ৫ জন

১. নিয়াজ মোরশেদ
২. রিফাত বিন সাত্তার
৩. মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব
৪. এনামুল হোসেন রাজীব
৫. প্রয়াত জিয়াউর রহমান

আন্তর্জাতিক মাস্টার : ৫ জন

১. মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান
২. মনন রেজা নীড়
৩. আবু সুফিয়ান শাকিল
৪. মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন
৫. জিল্লুর রহমান চম্পক

নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার : ৪ জন

১. শামীমা আক্তার লিজা
২. শারমিন সুলতানা শিরিন
৩. রানী হামিদ
৪. ওয়াদিফা আহমেদ

ফিদেমাস্টার : ১৮ জন

১. তাহসিন তাজওয়ার জিয়া
২. মেহেদি হাসান পরাগ
৩. সুব্রত বিশ্বাস
৪. দেবরাজ চ্যাটার্জি
৫. সৈয়দ তাহমিদুর রহমান
৬. জামিলুর রহমান
৭. সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন
৮. ড. মো. তৈয়বুর রহমান সুমন
৯. সেখ নাসির আহমেদ
১০. খন্দকার আমিনুল ইসলাম
১১. মোহাম্মদ জাবেদ
১২. মোহাম্মদ আবদুল মালেক
১৩. ইউনুস হাসান
১৪. রেজাউল হক
১৫. সায়েফউদ্দিন লাভলু
১৬. মো. শরীফ হোসেন
১৭. নাইম হক
১৮. সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ

ক্যান্ডিডেটমাস্টার : ২১ জন

১. সাইফুল ইসলাম চৌধুরী
২. শওকত ওসমান বিন শাওন
৩. ইকরাম উল হক সিয়াম
৪. এসএম স্বরণ
৫. চঞ্চল কুমার ঘোষ
৬. মো. জামাল উদ্দিন
৭. মাহতাবউদ্দিন আহমেদ রবিন
৮. সোহেল চৌধুরী
৯. সাদনান হাসান দিহান
১০. মনির হোসেন
১১. শফিক আহমেদ
১২. অভিক সরকার
১৩. মো. আবু হানিফ
১৪. মো. আজমাইন পারভেজ সায়ার
১৫. মো. শরীয়ত উল্লাহ
১৬. মো. মাসুম হোসেন
১৭. মো. নাসিম হোসেন ভূঁইয়া
১৮. মো. সাজিদুল হক
১৯. মো. আবজিদ রহমান
২০. টুটুল ধর
২১. যোয়ার হক প্রধান

নারী ফিদেমাস্টার : ৭ জন

১. সৈয়দা শাবানা পারভীন নীপা
২. তনিমা পারভীন
৩. নোশিন আঞ্জুম
৪. আফরোজা খানম বাবলী
৫. নাজরানা খান ইভা
৬. জাকিয়া সুলতানা
৭. জান্নাতুল ফেরদৌস

নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার : ১০ জন

১. আহমেদ ওয়ালিজা
২. শারমিন সামিহা সিম্মি
৩. মাহমুদা হক চৌধুরী
৪. ইসরাত জাহান দিবা
৫. কাজী জারিন তাসনিম
৬. নীলাভা চৌধুরী
৭. নুসরাত জাহান আলো
৮. ওমানিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা
৯. সাবিকুন নাহার তনিমা
১০. ওয়ারসিয়া খুশবু

মোট রেটেড দাবাড়ু : ২৬৬৩ জন

সূত্র: ফিদে, ২৪ মে ২০২৫।

বাস্কেটবলে মেতেছেন একঝাঁক তরুণী

মোরসালিন আহমেদ

ঘরোয়া বাস্কেটবল এখনো সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। তবু বাস্কেটবলে মেতেছেন একঝাঁক তরুণী। অথচ আন্তর্জাতিক আঙিনায় এ খেলাটির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে ধুঁকে ধুঁকে এগোচ্ছে। সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ও তেমন পৌঁছুতে পারছে না। নানা রকম প্রতিকূলতার মধ্যে পুরুষ বাস্কেটবল কোনো রকমে এগিয়ে চললেও নারী বাস্কেটবল দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল। এ থেকে এখন বেরিয়ে আসতে চাইছে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি। প্রথমবারের মতো নারী লিগ আয়োজন করে সেটারই জানান দিয়ে গেল। ফেডারেশনটির সাধারণ সম্পাদক মেজর অব. মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ বলেন, প্রথমত আমাদের নিজস্ব ভেন্যু নেই। দ্বিতীয়ত ভেন্যু পাওয়ার শর্ত সাপেক্ষে সবকিছু করতে হয়। তৃতীয়ত ইচ্ছা থাকলেও ভেন্যু সংকটের কারণে অনেক পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পুরুষদের বাস্কেটবল লিগ হলেও এতদিন মেয়েদের কোনো লিগ ছিল না। প্রথমবারের মতো ৮টি দল নিয়ে এবার দ্বিতীয় বিভাগ লিগ করেছি। সেখান থেকে টপ ৪টি দল নিয়ে আগামী বছর থেকে প্রথম বিভাগ লিগ শুরু করব। সেই সঙ্গে মেয়েদের টুর্নামেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। বিশেষ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পিছিয়ে পড়া নারী বাস্কেটবলকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে চাচ্ছি।

এদিকে জাতীয় নারী বাস্কেটবল দলের শুরুর দিকের তারকা খেলোয়াড় আশরীন মৃধা বলেন, ২০০৯ সালে প্রথম জাতীয় নারী দল গঠন করা হয়। ওই বছর আমরা ঢাকায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য দলের সঙ্গে সিরিজ জয়ের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রবেশ করেছিলাম। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যায় নারী দলের তেমন সাফল্য নেই। এমন পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে মেয়েরা সেভাবে খেলার সুযোগ পান না। প্রথমবারের মতো ৮টি দল নিয়ে যথাক্রমে হর্নেটস, ধুমকেতু, দেশি বলার্স, ঢাকা ইউনাইটেড ক্লাব, দ্য গ্রোয়িং আপ ক্লাব, ভাইকিংস, এপিক বাস্কেটবল অ্যাকাডেমি ও মাস্ট্যাং নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগ লিগ হলো। যাঁরা ভালো খেলেছেন, এমন খেলোয়াড়দের নিয়েই অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দল গঠনকল্পে তাঁদের তুলে আনার চেষ্টা করছি। যাঁরা হবেন আগামীদিনের জাতীয় দলের কাণ্ডারি। উল্লেখ্য সদ্যসমাপ্ত লিগে বেশকিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে এসেছেন। বাস্কেটবল নিয়ে তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল লক্ষণীয়। তাঁদের নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে নারী বাস্কেটবলে নিঃসন্দেহে জাগরণ সৃষ্টি হতে পারে। লিগে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখানো আগামী দিনের তারকা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রতিবেদনটি সাজানো হয়েছে।

সেলিনা আক্তার জবা

এক সময় সেলিনা আক্তার জবা দেশসেরা জিমন্যাস্ট হবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু স্কুল টিমে খেলতে গিয়ে বাস্কেটবলে ঝুঁকে পড়েন। সেই থেকে দাপটের সঙ্গে খেলে আসছেন দিনাজপুরের এ মেয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জবা জাতীয় পর্যায়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ দ্বিতীয় যুব গেমসে রাজশাহী বিভাগের হয়ে দলগতভাবে স্বর্ণপদকজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। সদ্যসমাপ্ত লিগে ধূমকেতু ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। জবা বলেন, আমি পয়েন্ট গার্ড পজিশনে খেলে আসছি। এখনো জাতীয় দলে ডাক পাইনি। তবে জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখছি। ভবিষ্যতের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলছি। অপর প্রশ্নে বলেন, বাস্কেটবলে না এলে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করতাম। তিনি জানান, ক্লাব পর্যায় বেঙ্গল ফাইটারের হয়ে একবার রানার্সআপ হয়েছি।

শিয়ামণি বৈশাখী

রাজশাহীর মেয়ে শিয়ামণি বাস্কেটবল আঙিনায় বৈশাখী নামে পরিচিত। এখনো আন্তর্জাতিক পর্যায় খেলার সুযোগ পাননি। তবে জাতীয় পর্যায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশ প্রথম যুব গেমসে বিভাগীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন। রাজশাহীকে ব্রোঞ্জপদক এনে দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। লিগে দেশি বলার্স দলের হয়ে খেলছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে পড়ুয়া এ ছাত্রী বলেন, স্কুল টিম থেকে উঠে এসেছি। ২০১৬ সালে খেলা শুরু করেছি। জাতীয় দলে খেলতে চাই। ক্যারিয়ার শেষে কোচিং পেশায় আসতে চাই। প্লে-মেকার পজিশনে খেলা বৈশাখী জানান, বাস্কেটবল কোর্টে আশরীন মৃধা আপুকে অনুসরণ করে খেলার চেষ্টা করি। ২০২১ সালে বাংলাদেশ গেমসে আশরীন আপু আমাকে ট্রি ট্যাপ করে বল কেড়ে নেওয়াটা ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

ফারাহ ইবনাত

স্টাইলিস্ট প্লেয়ার হিসেবে নাম কুড়িয়েছেন ফারাহ ইবনাত। বর্তমানে তিনি অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড়। পয়েন্ট গার্ড ও শুটিং গার্ড পজিশনে খেলা ফারাহ এক সময় ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, টেনিস ও টেবিল টেনিস খেলতেন। তবে কিশোরগঞ্জের এ মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বাস্কেটবলে থিতু হয়েছেন। স্কলাস্টিকা উত্তরা ক্যাম্পাসের ক্লাস এইটের ছাত্রী ফারাহ

বলেন, পারিবারিকভাবে যথেষ্ট সাপোর্ট পাচ্ছি। কেননা তাঁর বাবা ও মা এক সময় খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর বোনও স্কুল পর্যায় খেলতেন। পশু-পাখি প্রিয় ফারাহ ভেটেরিনারি ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান। ইতোমধ্যে তিনি ভারত, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্রমণ করেছেন। এক প্রশ্নে জানান, একটি ম্যাচে পরপর ১৫টা শট জালে জড়িয়ে দেওয়ার মুহূর্তগুলো এখনো ভীষণ মনে পড়ে।

সুমাইয়া জামান মৌশী

শখের বসে খেলতে এসে সুমাইয়া জামান মৌশী এখন পুরাদস্তর বাস্কেটবল খেলোয়াড়। ২০২৩ সালে জার্মানিতে স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে দলীয়ভাবে ব্রোঞ্জপদক জয়ের কৃতিত্ব দেখান। সার্বিয়া, ইউক্রেনসহ বেশ কিছু দেশের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অথচ বাস্কেটবলে না এলে তাঁর ভবিষ্যৎ ইচ্ছা ছিল নৃত্যশিল্পী হওয়া। এর আগেই উঠতি তারকা খ্যাতি পেয়ে খেলাধুলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। লিগে দেশি বলার্সের হয়ে দারুণ ঝড় তুলেছিলেন। সাতক্ষীরার মেয়ে মৌশী বলেন, 'আমি পাওয়ার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলতে পছন্দ করি। আমেরিকান ক্লাবের হয়ে চলতি বছর স্বাধীনতা দিবস বাস্কেটবল ফেডারেশন কাপ জিতেছি। পড়াশোনার পাশাপাশি জাতীয় দলে লম্বা সময় খেলতে চান। সেই সঙ্গে ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান।'

মোছাৎ নাজমিন

পয়েন্ট গার্ড পজিশনে খেলা নড়াইলের মেয়ে মোছাৎ নাজমিন বাস্কেটবল কোর্টে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। চমৎকার ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্যও পেয়েছেন। দেশি বলার্সে খেলা নাজমিন বলেন, খেলাটা স্কুল থেকে শুরু করেছি। ২০১৮ সালে জাতীয় পর্যায় শুরু। ২০২১ সালে বাংলাদেশ গেমসে দলগতভাবে ব্রোঞ্জ জেতায় জাতীয় দলের ক্যাম্পে ২০২২ সালে ডাক পাই। পরের বছর জার্মানিতে স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে দলগতভাবে ব্রোঞ্জপদক জয় করেছি। চলতি বছর আমেরিকান ক্লাবের হয়ে স্বাধীনতা দিবস বাস্কেটবল ফেডারেশন কাপে শিরোপা জিতেছি। নাজমিন বলেন, 'প্রথমবারের মতো লিগ খেলতে পেরে ভালো লাগছে। শুনেছি পরের বছর প্রথম বিভাগ শুরু হবে। আমার বিশ্বাস এসব লিগে বিদেশি খেলোয়াড় এলে আমাদের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।'

সানিয়া নেহা

ধূমকেতু বাস্কেটবল ক্লাবের হয়ে লিগে এবার চমৎকারভাবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন সানিয়া নেহা। পোস্টপজিশনে খেলা এ উদীয়মান খেলোয়াড় অনেকেরই নজর কেড়েছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দিনাজপুরের মেয়ে সানিয়া বলেন, স্কুলজীবনের শুরুতে হ্যান্ডবলের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠলেও একটা সময় বাস্কেটবলই আমার ঠিকানা হয়ে উঠে। বিশেষ করে বিখ্যাত তারকা খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডানকে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। অপর প্রশ্নে বলেন, দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুল আয়োজিত বাস্কেটবল ফেস্টিভ্যালে সেরা খেলোয়াড় হওয়ায় পর ২০২৩ সালে বাংলাদেশ দ্বিতীয় যুব গেমসে রাজশাহী বিভাগের হয়ে দলগত স্বর্ণপদক জয়ের পর অনেক আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। সানিয়া জানান, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ছিল আদর্শ সৈনিক হব। কিন্তু বাস্কেটবলে ভালো করায় এখন স্বপ্ন দেখি আমিও একদিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করব।

ইরাদা আজাম মারিয়াম

বাবা রুহুল আজাম এক সময় জাতীয় দলে খেলেছেন। মা এ এম আজাম এখনো খেলছেন। তাঁদের দেখাদেখিই বাস্কেটবলে এসেছেন মেয়ে ইরাদা আজাম মারিয়াম। শুটিং গার্ড পজিশনে খেলা ১৮ বছরের এই তরুণীর বাবার কাছে হাতেখড়ি নিলেও বিদেশি কোচ ট্রে এর কাছেও নিয়েছেন বিশেষ প্রশিক্ষণ। ফলে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পেতে খুব একটা সময় লাগেনি। ও লেভেলে পড়ুয়া ইরাদার লক্ষ্য আর্কিটেকচার এবং জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা। সে স্বপ্ন পূরণে নিজেকে এখন গড়ে তুলছেন। সদ্যসমাপ্ত লিগে দ্য গ্রোয়িং আপ ক্লাবের হয়ে মাতিয়েছেন। ইরাদা বলেন, আমার জন্ম থাইল্যান্ডের নন্থাবুরই। বর্তমানে বারিধারা ডিওএইচএস বসবাস করছি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি জানান, এক সময় ফুটবল খেলেছি। তবে ততটা সিরিয়াস ছিলাম না, যতটা সিরিয়াস আমি বাস্কেটবলে।

হ্যান্ডবলের গ্ল্যামারগার্ল শিলা এখন কাস্টমসের সামিয়া ম্যাডাম

ইকবাল কবির

অ্যাথলেটিকসের হার্ডলস টপকিয়ে শিলা আশির দশকে পা রাখেন দেশের অপ্রচলিত নতুন খেলা হ্যান্ডবল মাঠে। হালকা-পাতলা গড়নের এই সুন্দরী তরুণীর মাঝে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান কোচ। হাইজাম্প আর হার্ডলস টপকানো মেয়েটিকে কোচ মাহতাবুর রহমান বুলবুল হ্যান্ডবল খেলার জন্য বাছাইয়ে একদমই ভুল করেননি। দ্রুতগতি সাপের মতো এঁকেবেঁকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের পেছনে ফেলে গোলপোস্টের অনেক দূর থেকেই জাম্প করার দক্ষতায় প্রচণ্ড গতিতে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠানোর পারদর্শিতার কারণে গোলের রানী হিসেবেই খ্যাতি পেয়েছিলেন। মূলত স্কুল, ইন্টার কলেজ অ্যাথলেট হিসেবে সত্তর দশকের শেষভাগ থেকেই ঢাকা স্টেডিয়ামে পদচারণা হলেও পরে তিনি হয়ে উঠেন হ্যান্ডবল মাঠের গ্ল্যামার গার্ল। আশির দশকে ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত সেই শিলা এখন চাকরির সুবাদে কাস্টমসে সামিয়া ম্যাডাম হিসেবেই পরিচিত। চাকরিতে তাঁর সততা, দায়িত্ববোধ ও দক্ষতার কারণেই সবার কাছে তিনি আলাদাভাবে সমীহ পেয়ে থাকেন।

শিলার পৈতৃক নিবাস দোহারের বারডা ইউনিয়নে হলেও জন্ম ও বেড়ে উঠা ঢাকায়। বাবা আব্দুল মাজেদ খন্দকার জিপিওর সুপারিনটেনডেন্ট এবং মা সোফিয়া কোহিনুর ছিলেন তৎকালীন ডিআইটি বর্তমান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ডেপুটি ডাইরেক্টর। সেই সুবাদে মতিঝিল এজিবি কলোনিতেই বসবাস করতেন। প্রথমে আইডিয়াল এবং পরে মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াকালীন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় শিলার অ্যাথলেট প্রতিভা বিকশিত হয়। হাইজাম্প, ২০০ মিটার দৌড়, হার্ডলস ও রিলেতে শিলা একটানা প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে হয়ে উঠেন অ্যাথলেট সম্রাজ্ঞী। স্কুল ও কলেজে সবার মুখে মুখেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সন্তানের এমন সাফল্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন মা। মায়ের অনুপ্রেরণা পেয়ে অ্যাথলেট হওয়ার দিকে মনোযোগী হন শিলা। মাঠে এসে অনুশীলন শুরু করে ঘরে ফেরা পর্যন্ত থাকতেন মায়ের প্রহরায়। ঢাকা স্টেডিয়াম, আউটার স্টেডিয়াম বা ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নিয়মিত অনুশীলন করতেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ট্রাউজার বা স্পোর্টস পোশাক পরে নারীরা ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি নিয়ে এজিবি কলোনিতে তরুণদের মুখে সমালোচনা শুনতে হতো। এমনকি আসা-যাওয়ার পথে ইভটিজিংয়ের শিকার হতেন। কিন্তু মায়ের শক্ত অবস্থান ও উৎসাহের কারণে খেলা বন্ধ করেননি। ১৯৮৭ সালে কলোনি ছেড়ে চলে যান বনানীতে। এরপর বনানী থেকেই মায়ের অফিসে আসার সময় সঙ্গে চলে আসতেন ঢাকা স্টেডিয়ামে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অ্যাথলেটে শিলার কোচ ছিলেন শাহানুর রহমান শানু। মূলত শানু ওস্তাদই তাঁকে অ্যাথলেটের নানা কৌশলগুলো রপ্ত করিয়েছিলেন। শানু ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেট টিমের কোচ ছিলেন। জানালেন শিলা।

স্কুল-কলেজে পড়াকালীন সময় থেকেই শিলা একের পর এক ইভেন্টে পদক জয় করে গড়ে তোলেন পদকের ভান্ডার। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাইজাম্প ও লং জাম্পে স্বর্ণপদক জয়ের মধ্যে দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের অ্যাথলেটিকসে তাঁর সাফল্যের যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। শিলা জানান, ১৯৮২ সাল থেকে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে অংশ নিয়ে হাইজাম্পে কখনো দ্বিতীয় আবার কখনো তৃতীয় স্থানেই তাঁকে থাকতে হয়েছে। কারণ, সিনিয়ররা নতুনদের সুযোগ না দেওয়ার কারণে পরের ধাপে যেতে পারেননি। এ নিয়ে যখন কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ছিলেন, তখন জাতীয় বাস্কেটবল কোচ মাহতাবুর রহমান বুলবুল ছিমছাম শারীরিক গঠন হাইজাম্প ও দৌড়-ঝাঁপের দক্ষতার কারণে তাঁকে বাংলাদেশের অপ্রচলিত হ্যান্ডবল খেলায় যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। সালটা ১৯৮২। তৎকালীন জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সহ-সভাপতি লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলার গোড়াপত্তন হয়। মেয়েরা এই খেলায় আসলে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে হ্যান্ডবল। খেলায় দর্শক সংখ্যা বাড়বে। এমন ধারণা থেকেই মেয়েদের দল গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতীয় বাস্কেটবল কোচ বুলবুল ভাইকে। মহিলা ক্রীড়াঙ্গনের ৪০ জন নিয়ে তিনি শুরু করেন নারী হ্যান্ডবলের অভিযাত্রা। একই সঙ্গে পুরুষ দলও গঠিত হয় প্রশিক্ষণের জন্য। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হ্যান্ডবল দলের সেই চল্লিশ জনের অন্যতম ছিলেন হিরু আপা, শাহিন, বেলী, মিউরেল গোমেজ, গোলরক্ষক অরুন্ধতী, পুতুল, ফরিদা, রোকেয়া, বিনা, ইভা, টুকটুকি, তন্দ্রা, রেবেকা, শামীমা, লীনু প্রমুখ। এই মহিলা দলটি নিয়েই বাংলাদেশ হ্যান্ডবলে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি পুরুষ দলও গঠিত হয় একই বছরে। ১৯৮৩ সালে ভারতের পশ্চিম বাংলার কলকাতায় আমন্ত্রণমূলক একটি টুর্নামেন্টে খেলতে যায় খুলনার একটি দল। শিলা ছিলেন সেই দলের ভাইস-ক্যাপ্টেন। পরের বছরই ১৯৮৪ সালে পশ্চিম বাংলার একটি মহিলা ও পুরুষ দল বাংলাদেশ সফরে আসে। ঢাকা স্টেডিয়ামের ভিআইপি গ্যালারির সামনের মাঠে প্রদর্শনী হ্যান্ডবল খেলা দেখতে টিকিট কেটে হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হয়েছিলেন, যা বাংলাদেশের হ্যান্ডবল খেলাকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। দুই বাংলার প্রদর্শনী ম্যাচের খবরের পর দিন ফলাও করে দুই বাংলার সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশ পেয়েছিল। উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয় বাংলাদেশে হ্যান্ডবলের যাত্রা, যা জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের

হ্যান্ডবলের ইতিহাসের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, কতিপয় সংগঠক বাংলাদেশে হ্যান্ডবলের এই ইতিহাসকে মুছে দিচ্ছেন।

শিলা বললেন, ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের হ্যান্ডবলের পৃষ্ঠপোষকতায় লে. কর্নেল (অব.) হামিদ, তৎকালীন নৌবাহিনী প্রধান ও এরশাদ সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী রিয়ার এডমিরাল এমএ খান এবং জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) রেজাউল জলিলের অবদানের কথা আমাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। মূলত তাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়ই বাংলাদেশে হ্যান্ডবল পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আশির দশকে ঢাকার হ্যান্ডবল মাঠ থাকতো দর্শকে পরিপূর্ণ। ১৯৮২ সালেই লে. কর্নেল (অব.) হামিদ 'বাংলাদেশ হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন; নামে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হ্যান্ডবল খেলার প্রচলন শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন প্রদর্শনী ম্যাচ আর আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হ্যান্ডবল জনপ্রিয় হতে শুরু করলে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন'। ফেডারেশনের সভাপতি হন লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ এবং সাধারণ সম্পাদক হন তৎকালীন ঢাকা মেট্রোপলিস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (ডামসা) সাধারণ সম্পাদক এম আকবর আলী। শুরু হয় বাংলাদেশে হ্যান্ডবলের কার্যক্রম। হ্যান্ডবল খেলার পেছনের ইতিহাস এ ভাবেই বর্ণনা করছিলেন জাতীয় দলের সাবেক হ্যান্ডবল খেলোয়াড় মাসুম সামিয়া শিলা। এক অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এই হ্যান্ডবল তারকা। মঞ্চ অভিনয়, মডেল, সংগীতশিল্প ছাড়াও ভলিবল ও খেলোয়াড় ছিলেন। তবে ব্যাপক পরিচিতি ও সাফল্য ছিল হ্যান্ডবলেই। তৎকালীন সময়ে কিউট টুয়ানটি সেভেন টেলকম পাউডারের বিজ্ঞাপনে মডেল হয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই মডেলের খেলা দেখতে দর্শকেরা জড়ো হতেন হ্যান্ডবল মাঠে।

শিলা ঢাকা মোহামেডান, বাংলাদেশ আনসার, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, বিজেএমসি ও কাস্টমসের হয়ে হ্যান্ডবল এবং ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং, মেরিনার্স ও ওয়ারী ক্লাবের হয়ে কাবাডি ও ভলিবল খেলেছেন দাপটের সঙ্গে। বিজেএমসির হয়ে পাঁচবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নসহ হয়েছেন সেরা খেলোয়াড়।

একজন নারী হয়ে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের বেড়াজাল ছিন্ন করে শীলার খেলার মাঠে অবাধ বিচরণে তাঁর মা-বাবা আর পরিবারের সকলের অনুপ্রেরণা ছিল বলেই তাঁর খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বিয়ের পরও স্বামী তোফায়েল আহমেদ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন। মা সোফিয়া কোহিনূর ছিলেন হ্যান্ডবল রেফারি। হ্যান্ডবল কোচ হিসেবে বুলবুল ভাই ছাড়াও মোস্তাফিজুর রহমান খোকনের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করলেন। হ্যান্ডবল খেলাকে সারা দেশে জনপ্রিয় করতে ফেডারেশনের সভাপতি কর্নেল হামিদ, কোচ মোস্তাফিজ, নজরুল ইসলাম ও আসগর ভাইয়ের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন শিলা। জাতীয় দলের সাবেক হ্যান্ডবল তারকা শিলা বললেন, শুরু থেকেই হ্যান্ডবল খেলা আর্থিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তৎকালীন ঢাকা মেট্রোপলিশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম আকবর আলী, কিউটের বাদল ভাই। অপরিচিত ওই খেলায় মূলতঃ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই আজ হ্যান্ডবল এই অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া সাবেক অ্যাথলেট ও 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার সালমা আপা লেখনির মাধ্যমে হ্যান্ডবল খেলাকে জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রেখেছেন। হ্যান্ডবল ও কাবাডি টিমের হয়ে শিলা ভারত ও নেপালে বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলতে গিয়েছেন।

দীর্ঘদিন থেকেই জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারে হ্যান্ডবল থেকে কোনো খেলোয়াড়ের কোটা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আশির দশকে লিগ, জাতীয়, স্কুল, উন্মুক্ত, বর্ষাকালীনসহ বহু টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হতো। মূলত বর্তমান রোলার স্কেটিংয়ের উন্মুক্ত মাঠে দর্শক পরিপূর্ণতায় আয়োজন হতো জমাজমাট লিগের। এখন হ্যান্ডবলের নিজস্ব ইনডোর স্টেডিয়াম থাকা সত্ত্বে আগের মতো বেশি প্রতিযোগিতা হয় না।

ব্যক্তিজীবনে শিলা ১৯৯৫ সালের মে মাসে ডানকান ব্রাদার্সের ডেপুটি ম্যানেজার তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর একমাত্র কন্যা তাহাসিন সাবা তুরশি বিইউপি থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে এমবিএ করতে ফ্রান্স যাচ্ছেন। মেয়ে একজন ভালো ফুটবলার। ২০১৭ সালে শিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। ছাপ্পান্ন বছরের শিলা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে খেলা থেকে অবসর নেননি। বয়স্কদের অ্যাথলেট এশিয়ান মাস্টার হার্ডলসে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। তাঁর রক্তে মিশে আছে খেলার নেশা। বয়স তাঁকে থামাতে পারেনি। এখনো সময় পেলেই ছুটে যান মাঠে। কখনো রেফারি, কখনো জাজ হয়ে। হ্যান্ডবলের কোচেস প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৮৭ সালে হাবিবুল্লাহ বাহার থেকে এম এ সম্পন্ন করে কাস্টমসের এআরও হিসেবে যোগদান করেন। খেলোয়াড়ের কোটায় কাস্টমসে চাকরির সুযোগ হওয়ায় আনসার ছেড়ে দেন। বর্তমান তিনি কাস্টমসের সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতীয় জুনিয়র ফেন্সিংয়ে মিরপুর চ্যাম্পিয়ন

ওমর ফারুক রুবেল

দেশে অনেক খেলাই রয়েছে। কিছু পরিচিত, কিছু অপরিচিত। কিছু খেলা সম্পর্কে মানুষ জানে। আবার অনেক খেলাই অপ্রচলিত। ২০১৯ সালের আগে তেমনি অপ্রচলিত একটি খেলা ছিল ফেন্সিং। তরবারি নিয়ে যুদ্ধের এই খেলাটি সম্পর্কে মানুষ জানতই না। অথচ ২০১৯ এসএ গেমসে ফাতেমা মুজিব স্বর্ণপদক জেতার পর দেশ-বিদেশের সবাই জানেন যে, বাংলাদেশেও ফেন্সিং খেলা আছে। ২০০৭ সালে দেশে ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন গঠনের পর ওই স্বর্ণপদকই ছিল দেশের ফেন্সিংয়ে সেরা সাফল্য।

সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত টুর্নামেন্টের আয়োজন করছেন ফেন্সিংয়ের কর্মকর্তারা। গত ২৩ থেকে ২৪ মে মিরপুর শহিদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জাতীয় ক্যাডেট এবং জুনিয়র ফেন্সিং প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ১৮টি ক্লাব ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২০ জন জুনিয়র ফেন্সার অংশ নেন। দুইদিন ব্যাপী খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিরপুর ফেন্সিং ক্লাব। তারা ৫টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ৫টি ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। ৪টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ জিতে রানার্সআপ হয়েছে বেঙ্গল স্পোর্টস একাডেমি। একটি করে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ জিতে দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে রয়েল ফেন্সিং ক্লাব। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফেডারেশনের সভাপতি মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বসুনিয়া এম আশিকুল ইসলাম, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া) সাজিয়া আফরিন।

ফেন্সিংয়ে আরেক ফাতেমার আগমন

নেপাল এসএ গেমসে সাবরে একক ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতে দেশজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ফাতেমা মুজিব। দেশের ফেন্সিংয়ের এক যুগের ইতিহাসে সেটাই ছিল সেরা সাফল্য। এক ফাতেমার পথ ধরে চমক দিতে আগমন ঘটছে অনেক ফাতেমার। সিনিয়র ফাতেমা মুজিবের পর এবং জুনিয়রে চমক দেখিয়ে চমকে দিলেন আরেক ফাতেমা (ফাতেমা তুজ জোহরা)। এই প্রতিযোগিতায় 'ক্যাডেট উইমেন্স ইপি' বিভাগে বেঙ্গল স্পোর্টস একাডেমির হয়ে খেলে স্বর্ণ জিতেন তিনি। ফাতেমা তুজ জোহরা ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির অ্যাডভাইজর (স্পোর্টস) এফএফ ইকবাল বিন আনোয়ার (ডন) এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া) সাজিয়া আফরিনের একমাত্র মেয়ে। তিনি জান্নাতুল নাহার মাহিকে হারিয়ে স্বর্ণ জিতেন। এই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেন রাইসা আহমেদ ও আফরিন আঞ্জুম।

টেনিসের জীবন্ত কিংবদন্তি সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ জয় করলেন ক্যারিয়ারের ১০০তম শিরোপা

শততম শিরোপার মাইলফলকে জোকোভিচ

মো. রেজাউল হক

গত বছরের জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত প্যারিস অলিম্পিকে জিতেছিলেন টেনিস এককের আকাঙ্ক্ষিত শিরোপা। সেই ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিক থেকে শুরু করে টানা চার আসরে শূন্য হাতে ফেরার পর 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়া উৎসবে' ট্রফি হাতে উল্লাসে মেতে উঠার অপেক্ষার অবসান হয়েছিল নোভাক জোকোভিচের। অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে রোঁলা গ্যাঁরোতে টেনিসের স্বর্ণপদক গলায় ঝুলিয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম সফল এই সার্বিয়ান তারকা। সেটি ছিল জোকোভিচের পেশাদার টেনিস ক্যারিয়ারের ৯৯তম শিরোপা।

এরপর শুরু '১০০' পূরণের কাউন্ট ডাউন। মাঝে দুটি টুর্নামেন্টে সম্ভাবনা জাগিয়েও পারেননি। অতঃপর সম্প্রতি জেনেভা ওপেনের ফাইনালে পোল্যান্ডের হাবার্ট হারকাচকে ৫-৭, ৭-৬ (৭-২), ৭-৬ (৭-২) সেটে হারিয়ে 'অন্যরকম সেঞ্চুরির' মাইলফলকে পা রাখলেন জোকোভিচ। টেনিস বিশ্বের মাত্র তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১০০তম ট্রফি মাথার ওপর তুলে ধরার সৌভাগ্য অর্জন করলেন তিনি। জোকোভিচের আগে উন্মুক্ত যুগে ওই শৃঙ্গে পা রাখা অন্য দু'জন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের জিমি কনর্স (১০৯ শিরোপা) ও সুইজারল্যান্ডের রজার ফেদেরার (১০৩ শিরোপা)। এ ছাড়া চেক-আমেরিকান খেলোয়াড় ইভান লেন্ডল ক্যারিয়ার শেষ করেছিলেন চতুর্থ সর্বোচ্চ ৯৪টি ট্রফি জিতে এবং গত বছর অবসরে যাওয়া স্পেনের রাফায়েল নাদালের শিরোপা সংখ্যা ৯২।

জোকোভিচের ১০০ শিরোপার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০টি এসেছে এটিপি ১০০০ থেকে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪টি ট্রফি মাথায় তুলেছেন গ্র্যান্ডস্লামে। অন্যগুলোর মধ্যে এটিপি ৫০০- ১৫টি, এটিপি ২৫০- ১৩টি, এটিপি ফাইনালস- ৭টি এবং অলিম্পিক- ১টি। বছরওয়ারী শিরোপা জয়ের তালিকা এরকম- ২০০৬ সালে ২টি, ২০০৭ সালে ৫টি, ২০০৭ সালে ৫টি, ২০০৮ সালে ৪টি, ২০০৯ সালে ৫টি, ২০১০ সালে ২টি, ২০১১ সালে ১০টি, ২০১২ সালে ৬টি, ২০১৩ সালে ৭টি, ২০১৪ সালে ৭টি, ২০১৫ সালে ১১টি, ২০১৬ সালে ৭টি, ২০১৭ সালে ২টি, ২০১৮ সালে ৪টি, ২০১৯ সালে ৫টি, ২০২০ সালে ৪টি, ২০২১ সালে ৫টি, ২০২২ সালে ৫টি, ২০২৩ সালে ৭টি, ২০২৪ সালে ১টি এবং ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত ১টি।

২০০৬ সালে নোভাক জোকোভিচ ছিলেন ১৯ বছরের তরুণ। নেদারল্যান্ডসের আমর্সফোর্টের ক্লে কোর্টে সেবার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চিলির নিকোলাস মাসাউয়কে হারিয়ে জিতেছিলেন ক্যারিয়ারের প্রথম এটিপি শিরোপা। একহাতে ফুল আরেক হাতে রুপালি রঙের আইপড নিয়ে তোলা ছবিটা যত্নেই রেখে দিয়েছেন জোকোভিচ। ১৯ বছর আগে নেদারল্যান্ডসে যাঁকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের মিশন শুরু করেছিলেন জোকোভিচ, সেই নিকোলাস এখন আরেক টেনিস খেলোয়াড় হাবার্ট হারকাজের কোচ। কাকতালীয়ভাবে হারকাজকে পরাজিত করেই শততম শিরোপা জয়ের উৎসব করেছেন তিনি। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের পর জয়ের হাসিতে উৎফুল্ল জোকোভিচ ম্যাচশেষে বলছিলেন, 'এই শহরে ১০০তম শিরোপা জেতাটা অসাধারণ। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। হারকাজ পুরো ম্যাচেই জেতার মতো অবস্থায় ছিল। জানি না, কীভাবে সার্ভিস ব্রেক করলাম আমি।'

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় থাকেন জোকোভিচের মামা-মামি ও কয়েক জন কাজিন, যাঁদের মধ্যে একজন সম্প্রতি মা হয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে এবং নবজাতককে দেখতে বেশ দেরিতেই 'ওয়াইল্ড কার্ড' নিয়ে এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন তিনি। আর তাতেই বাজিমাত, পূরণ করলেন ক্যারিয়ারের শততম ট্রফি। এদিন গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও প্রিয় আত্মীয়রা। পুরস্কার হাতে নিয়ে কোর্টে দাঁড়ানো জোকোভিচের পেছনে এ সময় উড়ছিল সোনালি রঙের তিনটি বেলুন, যাতে লেখা ছিল '১-০-০'। এই শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে ওপেন যুগে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ২০টি আলাদা মৌসুমে অন্তত একটি করে শিরোপা জয়ের আরেক অনন্য কীর্তিও গড়েছেন তিনি।

ছেলেদের টেনিস ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ২৪টি গ্র্যান্ডস্লামের (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ১০, উইম্বলডন ৭, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ৪, ফ্রেঞ্চ ওপেন ৩) বিশ্ব রেকর্ডের মালিক জোকোভিচ। গ্র্যান্ডস্লামে সর্বোচ্চ ৩৮২ ম্যাচ জয়ের রেকর্ডও তাঁর (এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগ পর্যন্ত)। জিতেছেন রেকর্ড ৪০টি এটিপি মাস্টার্স। এখন শুধু বাকি জিমি কনর্সের ১০৯ শিরোপার রেকর্ড ভাঙা। ইতিমধ্যে জীবনের ৩৮ বসন্ত পেরিয়ে আসা জোকোভিচ ক্যারিয়ারের গোধূলীলগ্নে চোটজর্জর শরীর নিয়ে পারবেন কী নতুন ইতিহাস গড়তে? নাকি সেঞ্চুরিতেই থেমে যাবে টেনিসের কিংবদন্তির বেলা শেষের গান!

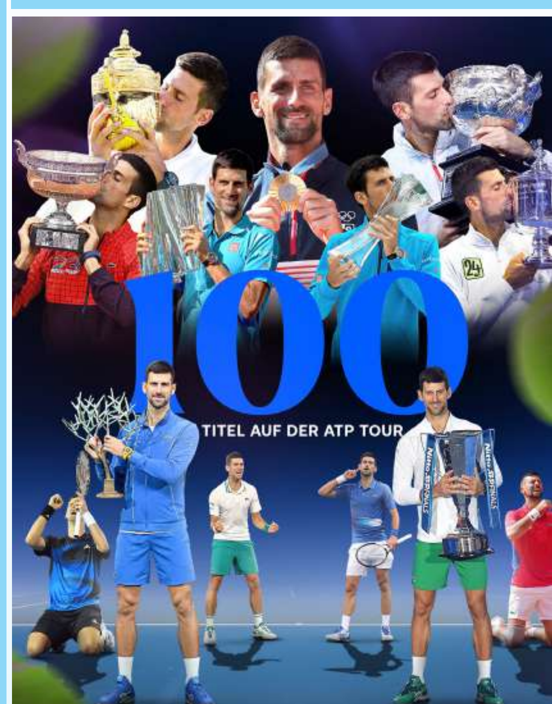

অর্জন, কীর্তি আর রেকর্ডে উদ্ভাসিত নোভাক জোকোভিচের নাম টেনিসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সাম্বা নৃত্যের ছন্দ ফেরাতে পারবেন আনচেলত্তি?

মো. মুলতানুর রহমান

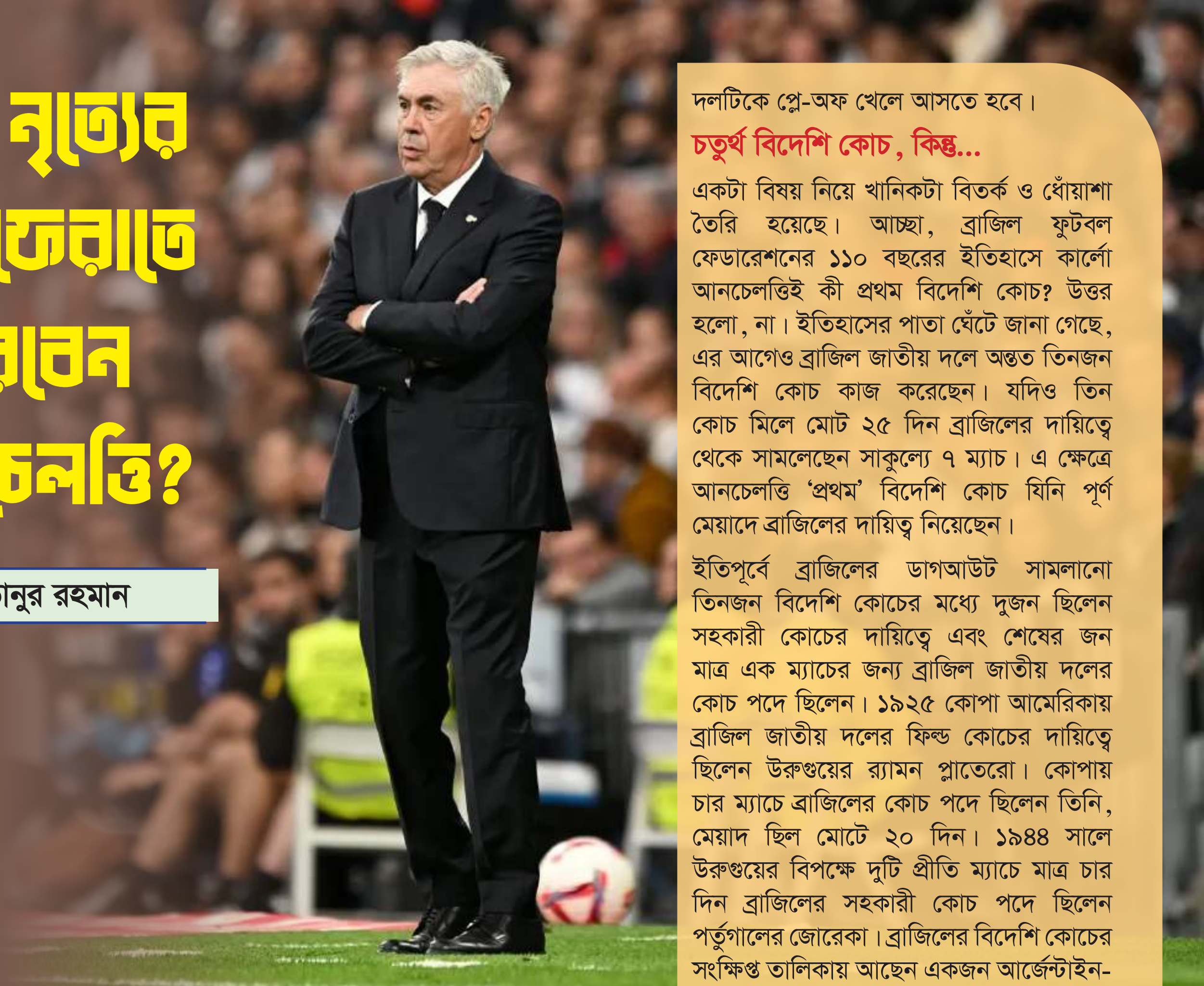

অনেক দিন ধরে চলা গুঞ্জনটাই অবশেষে সত্যি হয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষা আর নাটকীয়তার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্লো আনচেলত্তিকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ব্রাজিল। ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দলটির ডাগআউটে দাঁড়াবেন তিনি। সেই ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকেই আনচেলত্তির পিছু ছুটছিল ব্রাজিল। ইতালিয়ান এই কিংবদন্তি কোচ তখন দেশটির ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) প্রস্তাবে আগ্রহ দেখায়নি। গত মার্চে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আর্জেন্টিনার কাছে শোচনীয় হারের পর ব্রাজিলের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই করা হয় দরিভাল জুনিয়রকে। তখন আবারও আলোচনায় উঠে আসে আনচেলত্তির নাম। ফুটবল ইতিহাসের একমাত্র কোচ হিসেবে সর্বোচ্চ পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী ৬৫ বছর বয়সী আনচেলত্তির নাগাল শেষ পর্যন্ত পেল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। কয়েক দফা বৈঠক ও ফলপ্রসূ আলোচনার পর ক্লাব ফুটবলের সফলতম কোচ স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদের 'হটসিট' ছেড়ে এই প্রথমবারের মতো কোনো জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে ব্রাজিলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। দীর্ঘ কোচিং ক্যারিয়ারে ক্লাব ফুটবলের সাফল্যকে এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে টেনে আনার কঠিন চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে। আনচেলত্তি পারবেন তো ছন্দ হারানো সাম্বা নৃত্যের রং ফিরিয়ে ব্রাজিলের মুখে হাসি ফোটাতে? টানা ব্যর্থতায় সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাজিলের পারফরম্যান্স রীতিমতো তলানিতে পৌঁছেছে। সেই তলানি থেকে উঠে এসে সাফল্যে ফিরতেই মূলত আনচেলত্তির শরণাপন্ন হয়েছে দেশটি। এটা তো সবার জানার কথাই যে ব্রাজিলের জন্য সাফল্য বলতে শুধু বিশ্বকাপ জেতাকেই বোঝায়!

প্রথম মিশন ইকুয়েডর

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আগামী ৬ জুন ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ১১ জুন সেলেকাওদের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। এ পর্যন্ত ১৪ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই টেবিলে চতুর্থ স্থানে আছে ব্রাজিল। সমান সংখ্যক ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থানে থাকা আর্জেন্টিনা এরই মধ্যে আগামী বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করলেও ব্রাজিলকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ইকুয়েডর এবং ২১ পয়েন্ট পেয়ে গোল গড়ে এগিয়ে ব্রাজিলের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে উরুগুয়ে। ফিফার পরিবর্তিত কাঠামো অনুযায়ী ৪৮ দল নিয়ে ২০২৬ সালে যুগ্মভাবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত পরবর্তী বিশ্বকাপে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে ছয়টি দেশ। সপ্তম দলটিকে প্লে-অফ খেলে আসতে হবে।

চতুর্থ বিদেশি কোচ, কিন্তু...

একটা বিষয় নিয়ে খানিকটা বিতর্ক ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের ১১০ বছরের ইতিহাসে কার্লো আনচেলত্তিই কী প্রথম বিদেশি কোচ? উত্তর হলো, না। ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে জানা গেছে, এর আগেও ব্রাজিল জাতীয় দলে অন্তত তিনজন বিদেশি কোচ কাজ করেছেন। যদিও তিন কোচ মিলে মোট ২৫ দিন ব্রাজিলের দায়িত্বে থেকে সামলেছেন সাকুল্যে ৭ ম্যাচ। এ ক্ষেত্রে আনচেলত্তি 'প্রথম' বিদেশি কোচ যিনি পূর্ণ মেয়াদে ব্রাজিলের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইতিপূর্বে ব্রাজিলের ডাগআউট সামলানো তিনজন বিদেশি কোচের মধ্যে দুজন ছিলেন সহকারী কোচের দায়িত্বে এবং শেষের জন মাত্র এক ম্যাচের জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ পদে ছিলেন। ১৯২৫ কোপা আমেরিকায় ব্রাজিল জাতীয় দলের ফিল্ড কোচের দায়িত্বে ছিলেন উরুগুয়ের র‍্যামন প্লাতেরো। কোপায় চার ম্যাচে ব্রাজিলের কোচ পদে ছিলেন তিনি, মেয়াদ ছিল মোটে ২০ দিন। ১৯৪৪ সালে উরুগুয়ের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে মাত্র চার দিন ব্রাজিলের সহকারী কোচ পদে ছিলেন পর্তুগালের জোরেকা। ব্রাজিলের বিদেশি কোচের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন একজন আর্জেন্টাইন-ফিলপো নুনেজ। ব্রাজিল জাতীয় দলের সবশেষ বিদেশি কোচ তিনি, সেটিও সেই ১৯৬৫ সালে। ওই বছর উরুগুয়ের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে কোচের পদ সামলান নুনেজ। ওই একটা দিনই তিনি ব্রাজিল কোচের দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘ ৬০ বছর পর ব্রাজিল জাতীয় দলে বিদেশি কোচের আগমন ঘটল আনলেত্তির পূর্ণকালীন নিয়োগের মাধ্যমে, যেখানে তিনি পূর্বসূরি তিনজনের তুলনায় একেবারেই আলাদা।

তবু আনচেলত্তিতে ভরসা

সেই ১৯৩০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপ। এ পর্যন্ত মাঠে গড়ানো ২২ আসরে বিদেশি কোচ নিয়ে কোনো দল কখনো বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। এই তথ্যটা নিশ্চয় ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) অজানা নয়। তারপরও কেন কার্লো আনচেলত্তিকে নিয়োগ দিল ব্রাজিল, এ এক বড় প্রশ্ন বটে।

'ফুটবলের দেশ' খ্যাত ব্রাজিল সবশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে সেই ২০০২ সালে। যুগ্মভাবে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে অনুষ্ঠিত ওই আসরের ফাইনালে জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চম শিরোপা তথা 'পেন্টা' জয়ের পর গত পাঁচ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ সাফল্য ঘরের মাঠে ২০১৪ আসরের সেমিফাইনালে খেলা। 'হেক্সা মিশনে' বারবার হতাশ করার পর সবশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে এমনকি কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডিও পেরোতে

পারেনি ব্রাজিলিয়ানরা। তিতে কোচের পদ ছাড়ার পর থেকেই পূর্ণ মেয়াদে ভালো কোচ পাচ্ছিল না ব্রাজিল। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে র‍্যামন মেনেজেস ও ফার্নান্দো দিনিজ ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর দৃশ্যপটে আসেন দরিভাল জুনিয়র। তিনিও সুবিধা করতে পারেননি। চলতি বছরের মার্চে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে ৪-১ গোলে ব্রাজিল বিধ্বস্ত হওয়ার পর দরিভালের কপালে নেমে আসে ছাঁটাইয়ের খড়্গ। এরপর থেকেই মূলত হন্য হয়ে নতুন কোচের সন্ধানে নামে ব্রাজিল। সম্ভাব্য কোচ হিসেবে শোনা গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি ও আল হিলালের সাবেক কোচ জর্জ জেসুসসহ অনেকের নাম। সবার চেয়ে এগিয়েছিলেন যিনি, শেষ পর্যন্ত সেই আনচেলত্তিকেই বসানো হলো ব্রাজিলের 'হট সিটে'। যদিও আনচেলত্তির চুক্তি আরও এক মৌসুম বাকি ছিল। কিন্তু রিয়ালের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমেই এক বছর আগেই ক্লাব ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সিবিএফ সভাপতি এডনালদো রদ্রিগেজ নিজের স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন এভাবে, 'কার্লো আনচেলত্তিকে ব্রাজিলের কোচ হিসেবে নিয়ে আসা শুধু একটি কৌশলগত পদক্ষেপ নয়, আমরা যে আবার শীর্ষে ফিরে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশ্বের প্রতি এটি বার্তাও। একসঙ্গে আমরা ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের নতুন গৌরবময় অধ্যায় রচনা করব।'

এখন ব্রাজিলিয়ানদের মুখে হাসি ফেরানোর বড় দায়িত্ব তাঁর, যেটি আনচেলত্তি দারুণভাবে করেছেন রিয়াল মাদ্রিদে। ব্যর্থতার বৃত্ত ভেঙে বিশ্বকাপের সফলতম দলটি কী আগামী বছরের বিশ্বকাপে শেষ হাসি হাসতে পারবে? সেক্ষেত্রে 'বিদেশি কোচ নিয়ে কেউ বিশ্বকাপ জেতে না'- এই মিথটিও কিন্তু ভাঙতে হবে আনচেলত্তিকে, দিতে হবে আস্থার প্রতিদান।

ঠান্ডা মাথার কৌশলী গুরু

পেশাদার ফুটবলের জগৎটা অনেক কঠিন। তারচেয়েও বেশি কঠিন ফুটবল কোচদের দায়িত্ব। মজা করে বলা হয়ে থাকে, ফুটবল কোচ দুই প্রকার- ১. যিনি বরখাস্ত হয়েছেন এবং ২. যিনি বরখাস্ত হতে যাচ্ছেন! বাস্তবতা আসলে এমন নির্মমই। শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ চাপের কাজে নিয়োজিত থাকা ফুটবল কোচদের তাই একটা লাগেজ সবসময় গোছানোই থাকে- কখন না জানি নেমে আসে সাসপেনসনের খড়্গ! এই চাপপূর্ণ কাজেও শান্ত ও উষ্ণ একটা চরিত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন কার্লো আনচেলত্তি। আর এটাই কোচ হিসেবে তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা ও আদর্শ স্থানীয় হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

'কোয়াইট লিডারশিপ' বইয়ের লেখক আনচেলত্তি শান্ত স্বভাবের মানুষ হিসেবেই পরিচিত। ফুটবল-দুনিয়ার পাহাড়সম চাপ ঠান্ডা মাথায় সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। সচরাচর উত্তেজিত হন না তেমন, তুমুল চাপের মুখেও নিজেকে স্থির রাখতে পারেন। চুইংগাম চিবুতে চিবুতে চোখের ইশারায় বদলে দিতে পারেন খেলার গতিপথও। এমন চাপ নিয়েই রিয়াল মাদ্রিদ, চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখ, এসি মিলান ও পিএসজির মতো বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলোর নেপথ্য নায়ক হয়ে সাফল্য পেয়েছেন আনচেলত্তি। ব্রাজিলের ডাগআউটে চাপটা কোনো অংশেই কম থাকবে না, বরং আরও খানিকটা বেশিই থাকবে। আনচেলত্তির শান্ত স্বভাব সেই চাপ সামলানোর কাজটা নিশ্চিতভাবেই অনেক সহজ করে দেবে।

বিশেষ করে সবশেষ ২০২২ সালে ব্রাজিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আর্জেন্টিনা শিরোপা জিতে নেওয়ার পর ২০২৬ আসরে বিশ্বশ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পুনরুদ্ধারের চাপ ও চ্যালেঞ্জ এখন আরও অনেকটাই বেশি নেইমার-ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রাফিনিয়াদের। এই চাপের মধ্যে থেকে কেউ যদি সফল হতে পারেন, তিনি হবেন শান্ত ও স্থির স্বভাবের আনচেলত্তি। তিনি যে ব্রাজিলের আদর্শ কোচ হতে পারেন, সেটি ২০২৩ সালেই বলেছিলেন 'সাদা চামড়ার পেলে' খ্যাত জিকো, 'আনচেলত্তি আদর্শ (কোচ) হবেন কারণ, সবাই এমনকি প্রতিপক্ষও তাঁকে সম্মান করে। তিনি ফুটবলটা ভালো জানেন এবং এও জানেন যে, কৌশলের চেয়ে খেলোয়াড়েরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' আশা করা যাচ্ছে, ভালো 'ম্যান-ম্যানেজার' হওয়ায় প্রতিভায় ভরপুর ব্রাজিল দল থেকে সেরা পারফরম্যান্স বের করে আনতে পারবেন তিনি। দীর্ঘদিন যে রিয়াল মাদ্রিদের হাল ধরেছিলেন আনচেলত্তি, সেখানকার স্ট্রাইকার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ছাড়াও রদ্রিগো, মিলিতাও ও এদ্রিককেও তিনি নতুন মিশনে পাবেন ব্রাজিলের সেই ঐতিহ্যবাহী হলুদ জার্সিতে। এদের পাশাপাশি অন্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনা এবং তাঁদের একটা দল হিসেবে খেলতে উদ্বুদ্ধ করতে আনচেলত্তির মতো একজন কোচকেই প্রয়োজন ছিল ব্রাজিলের। আনচেলত্তি নিজের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সহজেই সবাইকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখেন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর রসায়নও বেশ চমৎকার। পাশাপাশি দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় রাখতেও ভূমিকা রাখতে পারেন, যা ব্রাজিলের তারকাবহুল দলটিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

RvZxq `‡j †Ljvi ¯c †`L‡Qb ^Zqe

ছোটবেলায় ফুটবলে ভীষণভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন মো. তৈয়ব আলী। দেশসেরা ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন গোলের খেলা ফুটবলে। কিন্তু বড় ভাই আইয়ুব আলীকে অনুসরণ করতে গিয়ে থিতু হয়েছিলেন হকিতে। শুরুটা হয়েছিল নাটোরে। স্থানীয় কোচ কামাল উদ্দিন মোল্লার কাছে হাতেখড়ি নেওয়া এ প্রতিভা তৃণমূল ক্যাম্পের মাধ্যমে পাড়ি জমান বিকেএসপিতে। এর আগে ধর্মীয় অনুশাসনে বেড়ে উঠা তৈয়বের জন্য খেলাধুলা কখনো বাধা হয়ে উঠেনি। বাবা মো. আশরাফুল ইসলাম পেশায় একজন মোয়াজ্জিন হলেও তিনি তাঁর দুই সন্তানকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে দ্বিধা করেননি। ছোট্টছেলে তৈয়ব ইতোমধ্যে জাতীয় জুনিয়র দলে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এখন জাতীয় হকি দলে খেলার স্বপ্ন দেখছেন। এরমধ্যে জাতীয় দলের ক্যাম্পেও ডাক পেয়েছিলেন। হয়ত বয়সের বিবেচনায় নীতিনির্ধারকরা তাঁকে আরো একটু পাকাপোক্তভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কালবিলম্ব করছেন। কিন্তু তাতে তিনি অখুশি নন। বরঞ্চ জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য তাঁর ক্ষুধাটা আরো বেড়ে গেছে। বিকেএসপিতে দেশসেরা কোচদের সান্নিধ্যের পাশাপাশি পেয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক কোচ মালয়েশিয়ান ইমান গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তির বিশেষ প্রশিক্ষণ। ফলে দ্রুত সময়ে লাইমলাইটে উঠে আসেন আগামী দিনের এ তারকা।

নাটোরের ছেলে তৈয়ব এক প্রশ্নে বলেন, এএইচএফ কাপ ও যুব এশিয়া কাপে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, চীন, ওমান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আসন্ন বিশ্বকাপে এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু করতে চাই। কিন্তু গ্রুপিং কিংবা ফিকচার এখনো হয়নি। এর ফলে প্রতিপক্ষ আপাতত অজানাই থাকছে। আমরা এশিয়া মহাদেশের বাইরের দেশগুলোর সঙ্গে এখনো খেলেনি। তবে আমাদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো। কাজেই বিশ্বকাপ অতটা সহজ হবে না, লড়াইটা কঠিন হবে। যদিও বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে এখনো চার মাসের বেশি সময় রয়েছে। তাই যুব বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিজেকে মেলে ধরতে এ মুহূর্তে কোচ মশিউর রহমান বিপ্লব স্যারের কাছে কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছি।

যদিও যুব বিশ্বকাপে খেলার ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছিল যুব এশিয়া কাপে পঞ্চম হওয়ার মধ্যে দিয়ে। এর আগে যুব এশিয়া কাপের টিকিট কনফার্ম করতে খেলতে হয়েছিল এএইচএফ কাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েই এ পর্যায় উঠে এসেছেন লাল-সবুজ পতাকাধারীরা। টিম বাংলাদেশের এ সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারিগর ছিলেন তৈয়ব। ফরোয়ার্ডে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ভীষণ ভূমিকা রেখেছিল। বিকেএসপির ছাত্র তৈয়ব আরো জানান, জাতীয় জুনিয়র দলের সাফল্যে নিয়ে বসে থাকিনি। বাংলাদেশ দ্বিতীয় যুব গেমসে আমরা বিভাগীয় রানার্সআপ ছিলাম। সর্বশেষ প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের শিরোপা রেসে থেকেও অল্পের জন্য লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারিনি। উষা ক্রীড়া চক্রের হয়ে লিগে তৃতীয় হয়েছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে জাতীয় হকি দলের হয়ে অলিম্পিক গেমসে খেলতে চাই। আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোতে পারতাম তাহলে আমাদের সে সামর্থ্য রয়েছে বিশ্ব হকিতে জায়গা করে নেওয়ার। ওই পর্যায় পৌঁছা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

মোরসালিন আহমেদ

একনজরে...

নাম	: মো. তৈয়ব আলী
ডাক নাম	: তৈয়ব
পিতা	: মো. আশরাফুল ইসলাম
মাতা	: মঞ্জুয়ারা বেগম
জন্ম তারিখ	: ৩১.০৭.২০০৬
জেলা	: নাটোর
ভাই-বোন	: ২ ভাই ১ বোন
নিজ অবস্থান	: দ্বিতীয়
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি
ওজন	: ৫৮কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি পরীক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বিকেএসপি
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: হকি খেলোয়াড়
খেলার পজিশন	: ফরোয়ার্ড
হকিতে না এলে	: ফুটবলার হতাম
খেলা শুরু	: ২০১৭
জাতীয় পর্যায়	: ২০২২
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৪
হাতেখড়ি	: কামাল উদ্দিন মোল্লা, নাটোর
বর্তমান ক্লাব	: ঊষা ক্রীড়া চক্র (প্রিমিয়ার লিগ)
প্রিয় কোচ (দেশ)	: মো. জাহিদ হোসেন রাজু, শেখ মো. নান্নু
প্রিয় কোচ (বিদেশ)	: ইমাম গোপীনাথ কৃষ্ণমূর্তি, মালয়েশিয়া
প্রিয় খেলোয়াড়	: রোমান সরকার
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: গরুর গোস্ত
প্রিয় রং	: কালো
প্রিয় শখ	: ভ্রমণ
পছন্দ	: সত্য কথা বলা
অপছন্দ	: গীবত করা
অবসরে	: বই পড়ে সময় কাটানো
আদর্শ	: ব মা (মঞ্জুয়ারা বেগম)
বিদেশ ভ্রমণ	: ওমান ও সিঙ্গাপুর
জাতীয় পর্যায় সাফল্য	: ২০২৩ সালে বাংলাদেশ যুব গেমসে রানার্সআপ
আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য	: ২০২৪ সালে ওমানে যুব এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়ে যুব বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ নিশ্চিত
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: অলিম্পিক গেমস।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh